প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ

৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট, ঢাকা

পঞ্চম সংস্করণ

১৩৫৬

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য

প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত

[কলিকাতা গেজেট, ২৯শে মে, ১৯৪০]

মুদ্রাকর

শ্রীগৌরচন্দ্র পাল

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫।৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

সাইবিরিয়ার পথে

—:০:—

এক

সিঙ্গাপুর দ্বীপ—

সমুদ্রের ধার দিয়ে একটি পরিষ্কার রাস্তা পূব-পশ্চিমে চ'লে গেছে। রাস্তার দু'পাশে নারকেলগাছের সারি, বাঁ-ধারে কিছুদূরে খান কয়েক ভিলা,—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ওপরে লাল টালি; ডানধারে উচ্ছল সমুদ্র। দূরে পাল তুলে খান কয়েক জাংক ও তার ওধারে প্রায় দিক্‌-রেখার কাছাকাছি একখানি শাদারঙের জাহাজ চলেছে! ঐ তার কালো ধোঁয়া উঠ্‌ছে। জায়গাটা সহরতলি; বন্দরের পশ্চিমপ্রান্ত।

ধীরে বেলা প'ড়ে আসছে। পথ দিয়ে তখন দুটি যুবক—হাঁ যুবকই, পশ্চিম দিকে চলেছিল। যুবক দুটির মধ্যে একটি বাঙালী, অপরটি জার্ম্মান। ভিলাগুলোর দুখানিতে তাদের বাস।

জার্ম্মান যুবকটি, নাম মার্ক, বল্ছিল—"কিন্তু মিত্র, দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া তোমার আর উপায় কি?"

মিত্র—চন্দ্রকুমার মিত্র, হাতের বেতের মোটা লাঠিখানা দিয়ে একটা নারকেলগাছের গায়ে আঘাত ক'রে বল্লে—"তাতে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। তুমি ত জান, দেশে আমার কেউ নেই। বাবা এখানকার চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে দশ বছর আগে এসেছিলেন। তখন আমি ছোট। তোমরাও কেউ এখানে আস নি। কিছুদিন এখানে থাক্‌বার পর তিনি আমাদের দেশে রেখে আসেন। আমার পরম দুর্ভাগ্য যে, তার কিছুদিন পরেই হঠাৎ মাকে হারাই। তারপর বাবা আমাকে এখানে নিয়ে আসেন। সেই থেকেই আমি এখানে। আমি বাঙালী সত্য, কিন্তু এদেশের আবহাওয়ার মধ্যেই শৈশবের কিছুকাল এবং কৈশোর কাটিয়েছি।"

মার্ক পেণ্টুলুনের পকেটে ডান হাতখানা ঢুকিয়ে সমুদ্রের দিকে একবার তাকিয়ে বল্লে—"বুঝ্‌তে পারছি, তোমার নিজের দেশই তোমার কাছে প্রথমটা অচেনা লাগ্‌বে। কিন্তু তোমার বাবা যে কয়েক হাজার ডলার রেখে গেছেন, তা দিয়ে ত তুমি যে কোন একটা ব্যবসা শুরু করতে পার, ত

সে তোমার নিজের দেশেই হোক, আর সেখান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে, এই বিদেশেই হোক।"

চন্দ্রকুমার চুপ্ ক'রে রইল; তারপর বল্‌লে—"কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধি যে আমার যথেষ্ট তা বল্‌তে পারি না। মনে হয়, দেশের চেয়ে এখানে ও-বিষয়ের বেশি সুবিধা হবে।"

—"হাঁ; তা হ'তে পারে। কেননা, এখানে অনেকে তোমার বাবাকে চিন্‌ত; অনেক ব্যবসাদারের কাছে তাঁর খাতির ছিল। একজন বদান্য লোক ব'লে লোকে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। তোমার বাবা একজন ভাল ভেটারিনারী সার্‌জেন ছিলেন—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"এস, ঐ হেলানো নারকেলগাছটার তলায় ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ বসা যাক—"

মার্‌ক চন্দ্রকুমারের সঙ্গে রাস্তার বাঁ-ধারে সমুদ্রের দিকে হেলানো নারকেলগাছটার গোড়ায় গিয়ে বস্‌ল।

একটু পরে মার্‌ক বল্‌লে—"আমি ত আর সাতদিন এখানে আছি। যদি তুমি পছন্দ কর আমি মালয় ষ্টেটের কোন রবার বা বেতের বাগানে তোমার একটি কাজের চেষ্টা কর্‌তে পারি। অবশ্য এ কাজ তুমি নিজেও যে জোগাড় কর্‌তে পার না, তা নয়—"

চন্দ্রকুমার লাঠিখানা দিয়ে একটা ছোট কাঁটাগাছের গোড়া খুঁড়্‌তে খুঁড়্‌তে বল্‌লে—"হয়ত চেষ্টা কর্‌লে সিঙ্গাপুর সহরেই

অথবা মালয় ষ্টেটের কোথাও না কোথাও একটা কাজ আমি জোটাতে পার্‌ব। সেজন্যে আমার একতিলও উদ্বেগ বা আগ্রহ নেই, আমার উদ্দেশ্য একটু অন্য ধরণের—”

মারক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে তাকালে।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—“আমার ইচ্ছা যদি কোন রকমে আমাকে তোমার সঙ্গে নিতে পার—”

এ কথায় মারক যেন একটু চমকিত হ'ল; বল্‌লে—“এ কি ক'রে সম্ভব? তুমি ভারতবাসী। প্রথমতঃ সাইবিরিয়া যেতে ত পাসপোর্টই পাবে না। দ্বিতীয়তঃ কি উদ্দেশ্যে, কার প্রতিনিধি হ'য়ে তুমি সেখানে যাবে? তৃতীয়তঃ আমি যতদূর জানি তোমার দেশের কোন লোক আজ অবধি সে-দেশে যায় নি; আর যদি বা কেউ যায়, তা হ'লে সেখানকার ঠাণ্ডা কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। সে ঠাণ্ডা এমন যে পাখী আকাশে উড়্‌তে উড়্‌তে হঠাৎ জমে' মরে' নীচে পড়ে! ফুটন্ত জল মাটিতে ফেল্‌লে, আধ মিনিটের মধ্যে জমে' কঠিন বরফ হ'য়ে যায়। আমরা শীতপ্রধান দেশের লোক; আমাদের পক্ষেই সেই আবহাওয়া এক রকম অসহ্য। অবশ্য আমি শীতকালের কথা বলছি—”

চন্দ্রকুমার একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লে—“এ সব যুক্তির বিরুদ্ধে এই মাত্র বলতে পারি, আমি কদাচিৎ লক্ষ্যচ্যুত হ'য়ে থাকি। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় বছর তিনেকের। বোধ

করি এ-কয়দিনে আমার চরিত্রের এই দোষটা তোমার চোখে পড়েছে।”

—“হাঁ, এই মালয়ের ঘোর জঙ্গলে শিকারে গিয়ে কয়েকটি ঘটনায় তার পরিচয় পেয়েছি বটে—”

—“এখন কথা হচ্ছে, তোমার সম্মতি নিয়ে। তোমার মত একজন বন্ধু, একজন সঙ্গী থাক্‌লে···আচ্ছা, আজ থাক্‌। তুমি এ বিষয়ে চিন্তা ক’রে দেখ।”

মার্‌ক বল্‌লে—“এতে তোমার লাভ কি হ’তে পারে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কেবল মাত্র শারীরিক কষ্ট-ভোগ ছাড়া—”

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—“ও কথাটায় আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি না। আমার আর্থিক বিশেষ কিছু সুবিধা যদি নাও হয়, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হ’য়ে পড়ি তা’তে এমন কি বিপদ্‌ হবে? আমার শরীরে শক্তি আছে। ফিরে এসে জীবিকা অর্জ্জনের কোন একটি পথ ধ’রে যেতে পার্‌বই। তা ছাড়া, কিছু দামী পাথরও কি ওখানকার অনাবিষ্কৃত পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা যাবে না?”

—“কি যে পাওয়া যাবে, আর কি যে পাওয়া যাবে না, সে-কথা এখন বলা কঠিন। আমি যাচ্ছি, আমাদের ফারমের তরফ থেকে ঐ সব তথ্যই সংগ্রহ কর্‌তে। মস্কো থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে যাতে স্থলপথে পৌছান যায়, সেজন্য সম্প্রতি রেলপথ বসানো সুরু হয়েছে। ঐ দুই প্রান্ত রেল লাইনে যুক্ত হ’লে ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হবে। দেশটার কোথায়

কি উৎপন্ন হয় এই সময় অনুসন্ধান করা বিশেষ দরকার। ব্যবসায়ীর পক্ষে···ঐ দেখ—দেখ মিত্র—”

চন্দ্রকুমার দেখ্‌লে পথ দিয়ে লুঙ্গী-পরা লাঠি ও সড়কী হাতে একদল মালয়বাসী আস্‌ছে। তাদের জন চারেকের

কাঁধে একটা ডোরাদার মরা বাঘ—বাঁশের সঙ্গে বাঁধা। তার লেজ ও মাথা ঝুল্‌ছে। আর তাদের পিছনে, দু'খানা বাঁশের মাচায় দু'জন লোক চীৎ হ'য়ে শুয়ে। দু'খানা ময়লা কাপড় দিয়ে ওদের সারা গা ঢাকা। কাপড় দু'খানা রক্তে লাল হ'য়ে গেছে। তাঁরা জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—“ওরা বোধ হয় হাসপাতালে যাচ্ছে। কিন্তু বাঘটাকে যে সড়কী দিয়ে মারে নি—ঐ যে একজনের কাঁধে একটা পুরানো দোনলা বন্দুক—”

তা'রা দু'জনে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। লোক-গুলো পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে মায়ুক বল্‌লে—“এ রকম

দুর্ঘটনা ত মালাক্কা ও জোহোরের জঙ্গলে প্রায়ই হয়। কিন্তু লোকগুলোর সাহস আছে—”

চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—“যাদের বন-জঙ্গলে বাস, তাদের ত ভীরু হ'লে চলে না। চল—সহরের দিকে যাওয়া যাক; সন্ধ্যা হ'য়ে এল। ঐ দেখ, জেলেদের নৌকোগুলো মাছ ধ'রে ফিরে আস্‌ছে—”

মার্‌কও উঠে দাঁড়ালে; তারপর একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে বল্‌লে—“চল, কোন হোটেলে যাওয়া যাক।”

কিছুদূর গিয়ে চন্দ্রকুমার বল্‌লে—“আমি কাল মালাক্কা যাব; ফির্‌ব পরশু। তুমি ইতিমধ্যে আমার কথাটা ভেবে দেখ। আমার শেষ কথা এই, সংকল্প যখন করেছি তখন তা পালনের আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌ব—”

মার্‌ক চন্দ্রকুমারের পিঠে একটা চাপড় মেরে বল্‌লে—“থাম—থাম। ধর তুমি এখান থেকে চ'লে গেলে, তোমার বাড়ী-খানা কি হবে?”

—“ভাড়া দেব। মিঃ জন্‌কে তুমি জান ত? সেই যার বেত, রবার আর মাছের কারবার আছে?”

—“হাঁ।”

—“মিঃ জন্‌ ভাড়া নিতে পারে। কাল আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। যদি সম্ভব হয়, তা'কে বাড়ীখানা খুব বেশি দিনের লীজ দেব। দেশে আমাদের যে পৈতৃক বাড়ী

আর কিছু জায়গা-জমি আছে বাবা বৎসর দুই আগে আমাদের এক জ্ঞাতিকে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন। কাজেই সেটার জন্য এখন চিন্তার কোন কারণ নেই—"

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। কাজের শেষে দেশী-বিদেশী বহু লোক সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। এখানকার আবহাওয়া বড় মধুর। কখনও বেশি শীত বা বেশি গ্রীষ্ম হয় না। সারাদিন প্রশান্ত মহাসাগরের খোলা হাওয়া সহরটার গায়ে মৃদু শীতল স্পর্শ রেখে ব'য়ে যায়। বিশেষ ক'রে সন্ধ্যা থেকে সারারাত এখানকার বাতাস বড় মধুর—স্নিগ্ধ।

দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মাইল দেড়েক গিয়ে পানীয় জলের বড় বাঁধটার পাশ দিয়ে একটা চীনা হোটেলে এল। পথ দিয়ে রিক্স, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী ও পথিক চলেছে স্রোতের মত। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা। মোটর তখনও আবিষ্কৃত হয় নি, ইলেক্‌ট্রিক ট্রামেরও চলন নেই। কিন্তু পথের কোথাও কোথাও ইলেক্‌ট্রিক আলো ও গ্যাস্ জ্বল্‌ছে।

দু'জনে পামগাছের পাশে একটি টেবিলে খেতে বস্‌ল। হোটেলটির মালিক চীনা হ'লেও ব্যবস্থা বিলাতী ধরণের। ঘরের বাইরে ও ভেতরে ছাদ থেকে নানা রকমের চীনা লণ্ঠন ঝুল্‌ছে। কিছুদূরে একটি ঘরে পিয়ানো ও বেহালা ইত্যাদি সমস্বরে সুদূর আট্‌লান্‌টিক-পারের সুর উদ্‌গিরণ কর্‌ছে।

সমুদ্রতীর—সিঙ্গাপুর

পানীয় জলের বাঁধ—সিঙ্গাপুর পৃঃ ৮

জাংক ও সাম্পান পৃঃ ৯

চন্দ্রকুমার ও মারক দু'জনেই কিছু চিন্তাকুল। এক রকম নীরবে আহার সেরে বিল চুকিয়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়্‌ল। বড় রাস্তা ধ'রে লোকের ভীড় ঠেলে এসে, যেখানে সমুদ্র সহরের মধ্যে খালের আকারে ঢুকে পড়েছে তার ধারে এসে দাঁড়ালে। খালের জলে অসংখ্য সাম্পান ও জাংক। প্রত্যেক জাংকে, সাম্পানে, দুই তীরের বড় বড় বাড়ীগুলোতে এবং পথে আলো জ্বল্‌ছে। কোন কোন নৌকো ও জাংকে চীনা ও দেশী মাঝিরা রান্না চড়িয়েছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি। চমৎকার জ্যোৎস্না—বাড়ীগুলো ও পথের দু'পাশে পাম-শ্রেণীর মাথায় প'ড়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। চন্দ্রকুমার ঘড়ি দেখ্‌লে রাত ন'টা। বল্‌লে—"মার্‌ক, আমি এখান থেকেই আজ বিদায় নেব।"

মার্‌ক তার সঙ্গে শেকহ্যান্ড্‌ কর্‌লে। পাশ দিয়ে একখানা খালি রিক্‌স যাচ্ছিল, চন্দ্রকুমার তা'তে চ'ড়ে বস্‌ল।

ভিলাতে ফিরে এসে সে পোষাক বদ্‌লে বারান্দায় একখানি বেতের ইজি-চেয়ারে ব'সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। বারান্দার খানিকটায় ও কতকগুলো পামগাছের মাথায় জ্যোৎস্না পড়েছে। পাশের ভিলাগুলো নিস্তব্ধ। কেবল দূরের একটি ভিলা থেকে পিয়ানোর শব্দ ভেসে আস্‌ছে। কিছুদূরে দীর্ঘ পাম ও নারকেল গাছ, তার পর পথ। তার ধারে আবার নারকেল গাছ, তার পর বালুময় তীর-ভূমি।

তার শেষে জ্যোৎস্না-ঢালা প্রশান্ত মহাসাগর। সাগরের চাপা গম্ভীর শব্দ ও পাম-নারকেলের সরসর-ধ্বনি একসঙ্গে মিশে গেছে। চন্দ্রকুমারের চাকর ছুটি অন্য বাড়ীর কয়েকটি চাকরের সঙ্গে মিলে দূরে সমুদ্রের ধারে বালুর ওপর ব'সে একটি বাঁশী ও একটি তারের যন্ত্র বাজিয়ে একঘেয়ে বন্য সুরে গান গাইছে। এটা ওরা প্রতি রাতেই করে।

চন্দ্রকুমার ভাব্‌ছে, সাইবিরিয়ার কথা। পৃথিবীর সুদূর অতীতে সমগ্র দেশটার আকৃতি ও আবহাওয়া ছিল অন্য রকম। ওর বনে, প্রান্তরে, হ্রদ ও নদীর কূলে নানা রকম বিশালকায় প্রাণী বাস করত। কোন কোন অংশে অতীত মানবেরও অনেক নিদর্শন এখন পাওয়া যাচ্ছে। ওর জায়গায় জায়গায় সোনা, রূপা ও লবণের খনি আছে। কোন কোন পাহাড়ের ধারে ও তার কাছে নদীর গর্ভে দামী পাথরও পাওয়া যায়। মধ্য-সাইবিরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে আল্‌তাই পর্ব্বতমালার এক নামই ত—'স্বর্ণ পর্ব্বত'। কেননা, ওখানে সোনা, রূপা ও নানা রকম দামী পাথর আছে। সাইবিরিয়ার পশ্চিম সীমান্তে উরাল পর্ব্বতমালা। ঐ অঞ্চলও খনিজ সম্পদে ভরা। সেখানে 'আলেক্‌জানড্রাইত' নামে এক রকম দুষ্প্রাপ্য পাথর কখন কখন মেলে। পাথরগুলোকে দিনের আলোয় দেখায় সবুজ, রাত্রে দেখায় লাল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য দক্ষিণে আল্‌তাই, সেখান থেকে উত্তরে উত্তর মেরু-সাগরের কূল অবধি যাওয়া।

মারক ্কি তাকে সঙ্গে নেবে না? ও লোকটার মাথায় বেশ একটু পাগ্‌লামী আছে। কাজ যত কঠিন হবে, তা করতে ওর ততই আনন্দ। অবশ্য মার্‌ক যাবে ওদের ফারমের প্রতিনিধি হ'য়ে। ওর খুড়োর নানা রকম জিনিসের কারবার। হংকং-সাংহাইতেও ওদের কারবারের শাখা আছে। ছেলেটাকে সে বছর তিনেক দেখ্‌ছে। ওর বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ; লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ে যথেষ্ট শক্তি, মনে অসাধারণ সাহস। হঠাৎ বছর খানেক আগের একটি ঘটনা তার মনে পড়্‌ল। সে-বার তা'রা দু'জনে জঙ্গলে শিকার করতে যায়। জায়গাটা পার্ব্বত্য। তা'রা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে একটা ছোট পাহাড়ের ধারে গিয়ে পড়ে। মার্‌ক ছিল তার আগে।

সে হঠাৎ চীৎকার ক'রেই সাম্‌নের দিকে দৌড়াল। চন্দ্রকুমার দেখে, সাম্‌নে একখানা বড় পাথরের ওপর একটা অজগরের দেহের খানিকটা অংশ রৌদ্রে ঝিক্‌ঝিক্ কর্‌ছে।

মার্‌ক ছুটে গিয়ে রাইফেলটা পিঠে ফেলে অজগরটার লেজ দু'হাতে চেপে ধর্‌লে। তার মাথাটা ছিল ফাটলের মধ্যে। না হ'লে মার্‌কের সেদিন নিষ্কৃতি ছিল না। নিশ্চয়ই ওকে অজগরটা জড়িয়ে ধর্‌ত। তারপর অজগরের লেজ ধ'রে তাদের দু'জনের সে কি টানাটানি! মার্‌ক

সাম্‌নের পাথরে একখানা পা লাগিয়ে অজগরটার লেজ ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে চীৎ হ'য়ে পড়্‌ল। তার তখনকার অবস্থা মনে হ'লে এখনও হাসি পায়। সেই অজগরটার চামড়ার
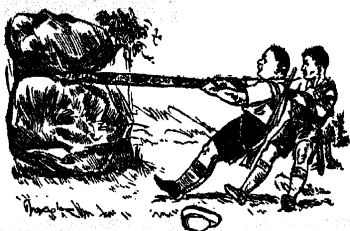
জুতো তা'রা দু'জনে এখনও পায়ে দিচ্ছে।

এ ঘটনা-বৃত্তান্ত সাধারণ লোকের সহজে বিশ্বাস হবে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে…

চন্দ্রকুমার সাম্‌নের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ এক লাফে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালে। তার চেয়ারের কাছ থেকে হাতখানেক দূরে সাম্‌নের দিকে একটা কালোরঙের সাপ; জ্যোৎস্নায় ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে। ঐ ওর তীক্ষ্ণ চোখ-জোড়া। সাপটা বাইরের জঙ্গল থেকে বারান্দায় উঠে এসেছিল। চেয়ারের শব্দে সে চট্ ক'রে ফণা তুলে রাগে দুল্‌তে ও ফুল্‌তে লাগ্‌ল। যে-কোন মুহূর্ত্তেই সাপটা তেড়ে কামড়াতে আস্‌তে পারে। চেয়ারখানা মাটি থেকে মাত্র হাতখানেক উঁচু। ফণাটা তার চেয়ে উঁচু। ঐ ত সাপটা একটু এগিয়ে এসেছে।

চন্দ্রকুমারের মাথার ওপর কাঠের আড়া। সে হাত বাড়িয়ে আড়া ধ'রে পা দিয়ে চেয়ারখানা কাত ক'রে ফেলে দিলে। সাপটা আরও ক্রুদ্ধ হ'য়ে চট্ ক'রে এগিয়ে এসে চেয়ারখানার গায়েই পর পর দুটো ছোবল্ মার্‌লে; তারপর ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

চন্দ্রকুমারও সেই অবসরে লাফ দিয়ে নেমে ভিলা থেকে বাইরে এল।

ভৃত্যদের গান তখন থেমে গেছে, দূরের পিয়ানো আর শোনা যায় না। সমুদ্রের ধার থেকে ঐ যেন কারা আস্‌ছে না? হাঁ। চাকররা কি? সে সেখান থেকে তার চাকর দুটোর নাম ধ'রে ডাক্‌লে।

সেই সময় তার পিছন থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল—"কি ব্যাপার চন্দ্রবাবু?"

চন্দ্রকুমার ফিরে দেখে, তার পাশের ভিলার ডাঃ দত্ত। ডাঃ দত্ত এখানে প্রায় বিশ বছর আছেন; চন্দ্রকুমারের বাবার বন্ধু। চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ঘরের ভেতর সাপ ঢুকেছে—"

ডাঃ দত্ত হেসে বল্‌লেন—"তোমার ওতে ভয়ের কি? বরং ভালই হ'ল, আর এক জোড়া জুতো হবে—"

—"সে পরের কথা। আগে মারা দরকার ত!"

"আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আস্‌ছি"—ব'লে ডাঃ দত্ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে গেলেন এবং

মিনিট [illegible] পরে যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর হাতে একটি [illegible] শিশি।

শিশিটা দেখিয়ে তিনি বল্‌লেন—"এ অবস্থায় সাপটাকে মারার চেয়ে তাড়ানোই সহজ। তাই নয় কি? এতে আছে কার্‌বালক। তুমি কার্‌বলিক রাখ না?"

চন্দ্রকুমার ঘাড় নাড়্‌লে—"না।"

"কেবল বন্দুক আর মোটা বাঁশের লাঠি রাখ বুঝি? চল—চল—একটু ছিট্‌তে ছিট্‌তে যাওয়া যাক্‌—" ব'লে ডাঃ দত্ত ভিলার গেট পার হ'তে হ'তে একটু কার্‌বলিক ছিটিয়ে দিলেন; তারপর আবার বল্‌লেন—"একটা আলো না হ'লে সুবিধা হবে না। ঐ না কে আস্‌ছে?"

"হাঁ। চাকরগুলো আস্‌ছে। ঐ যে মার্‌কও আস্‌ছে। ওহে মার্‌ক, আবার আমাদের এক এক জোড়া জুতোর ব্যবস্থা হয়েছে। এবার ঘরের ভেতরেই সাপ—"

মার্‌ক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্‌লে—"আগে তার লেজটার সন্ধান নাও মিত্র—লেজ। কৈ, কোথায়—কত বড়?"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ব্যস্ত হয়ো না; ঘরে ঢুকেছে—হাত আড়াই লম্বা হবে—বিষাক্ত—"

তিনজনে ততক্ষণে ঘরের বারান্দায় উঠেছে। ডাঃ দত্ত একটু বেশি ক'রে কার্‌বলিক ছিটিয়ে বল্‌লেন—"সে এতক্ষণে স'রে পড়েছে। তবুও একটা আলো চাই—"

ঘরের ভেতর টেবিল-ল্যাম্পটা কমানো ছিল। চন্দ্রকুমার দরজার বাইরে থেকে বার কয়েক হাততালি দিলে। ডাক্তার দত্ত খানিকটা কারবলিক মেঝেতে ছুঁড়ে দিলেন।

তারপর চন্দ্রকুমার একদৌড়ে ভেতরে গিয়ে আলোটা উজ্জ্বল ক'রে দিলে। ঘরখানা আলোয় ভ'রে উঠ্‌ল। সে সেখানে দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখ্‌লে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। কোথাও সাপ বা একটি পোকাও নেই। সম্ভবতঃ জল যাবার ঐ পথটা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ডাঃ দত্ত ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—"চাকরদের ওটা বন্ধ ক'রে দিতে বল, চন্দ্রবাবু।"

অতঃপর ডাঃ দত্ত ও মার্ক চ'লে গেল। একজন চাকর জল যাবার নালীটা বন্ধ ক'রে দিলে।

চন্দ্রকুমার ঘড়ি দেখলে, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টায় তার গাড়ী। সে দরজা বন্ধ ক'রে আলো কমিয়ে শুয়ে পড়ল।

খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের শীতল হাওয়া ও জ্যোৎস্না আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে ঘুম নেমে এল।

দুই

গাড়ী চলেছে—

দু'পাশে লীলায়িত সবুজ ধান-ক্ষেত। দূরে ছোট ছোট নীল গিরিমালা। মাঝে মাঝে নারকেল ও পাম গাছের শ্রেণী। ঐ দেখা যায় রবার গাছের বন, বনের বাহিরে ছোট ছোট গ্রাম।

চন্দ্রকুমারের মনে পড়্‌ল, প্রাচীনকালে হিন্দুরা এই মালয়দ্বীপে বাণিজ্য কর্‌তে আস্‌ত। কিন্তু তাদের প্রভাব এখন আর এখানে বিশেষ নেই। এর বেশির ভাগ লোকই মুসলমান, অল্প-স্বল্প হিন্দু। কিন্তু ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে এদের মিল দেখা যায় না। এই দুটি ধর্ম্ম ছাড়া আরও তিন ধর্ম্মের লোক এখানে আছে—বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান ও খৃষ্টান। এরা সকলেই চীনা। আর ইউরোপীয় তো আছেই।

গাড়ী ধান-ক্ষেত ছাড়িয়ে রবার-বনের মধ্যে গিয়ে পড়্‌ল। ঐ কালো কালো মাদ্রাজী মেয়েরা রবারগাছের গোড়ায় বাল্‌তী মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে সোলার টুপী মাথায় রুক্ষ-মেজাজ, শুষ্ক-মূর্ত্তি সাহেব মালিক আস্তিন গুটিয়ে ঘোরা-ফেরা কর্‌ছে। এখানে রবারের চাষ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ধানের চাষ কমিয়ে দিয়েও লোকে রবারের চাষ বেশি কর্‌ছে। কেননা, রবারে কাঁচা পয়সা পাওয়া যায় বেশি। এক সময় কাফিরও যথেষ্ট চাষ ছিল। তাও কমে আস্‌ছে। তবে চা এখনও প্রচুর জন্মে।

মাদ্রাজী মেয়েরা রবারগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে পৃঃ ১৬

মুকুলিত কাফিগাছ পৃঃ ১৬
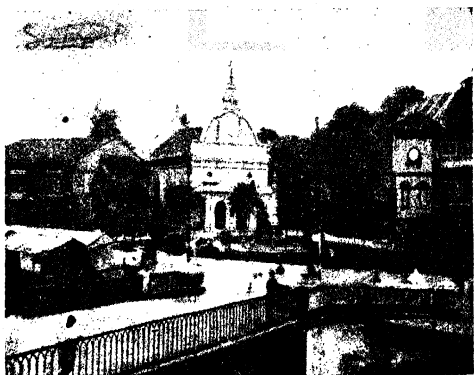
মালাক্কার একটি রাজপথের দৃশ্য পৃঃ ১৮

দূরে যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল গাড়ী তা পার হ'য়ে গেল। এখানে দু'হাজার ফুটের চেয়ে উঁচু পাহাড় নেই। দু'পাশে বন; বনের মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর—বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরী। বাড়ীগুলোর চারধারে কলার গাছ ও বাঁশঝাড়। কোথাও বেতঝোপ চোখে পড়্ছে। এখানকার বেতগাছগুলো খুব লম্বা, মোটা ও উঁচু। গাছের ডাল থেকে বেতফুলের গুচ্ছগুলো ঝুল্ছে।

চন্দ্রকুমারের মনে প্ড়ল, তাদের গ্রামেও বেতঝোপ আছে। বেতফল পাক্লে তারা সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে লবণ দিয়ে মেখে খেত।

তখন সিঙ্গাপুর থেকে রেল বিশ মাইলের বেশি যেত না। মালাক্কা থেকেও যে রেলপথ আরম্ভ হয়েছিল, তারও দৈর্ঘ্য ছিল ঐ রকম।

চন্দ্রকুমারের কামরায় একজন ফরাসী ছিল; লোকটা সওদাগর। সে প্রথমে ফরাসী ভাষায় চন্দ্রকুমারের সঙ্গে আলাপ সুরু কর্লে। কিন্তু ফরাসী ভাষাটা চন্দ্রকুমারের তেমন দুরস্ত নয় ব'লে সে ইংরেজীতে উত্তর দিতে লাগ্ল।

সাহেব জিজ্ঞাসা কর্লে—"তুমি জাহাজে মালাক্কা না গিয়ে রেলে যাচ্ছ কেন?"

চন্দ্রকুমার উত্তর দিলে—"আমি ঠিক মালাক্কা বন্দরে যাব না, যাব মালাক্কার পঁচিশ মাইল এধারে একটা জায়গায়।

সেজন্য গাড়ীতে যাওয়া কিছু সুবিধার। গাড়ী থেকে নে
বাকী পথটা যাব ঘোড়ায়। পথটা অবশ্য ভাল নয়, দু'পা
ঘন বন, তবে মাঝে মাঝে লোকের বসতি, আনারস বা রবা
বাগান, বেতের ও মাদুরের কারখানা আছে। আমার যত
মনে হচ্ছে, তুমি এদেশে নতুন—"

—"হাঁ।"

—"তা হ'লে এখানকার সম্বন্ধে তো তোমার খুব বে
কিছু জানা নেই !"

—"এক রকম তাই বটে।"

—"এদিকে কোথায় এসেছ ?"

—"আমি আপাততঃ যাব মিঃ জনের রবার-বাগানে—"

—"মিঃ জনের বাগানে ? আমিও যে তাঁর কাছে যাচ্ছি
তুমি কি সেখানেই কিছুদিন থাক্‌বে ?"

—"কিছুদিন নয়, দু'দিন। তারপর ওখান থেকে স্থলপথেই
শ্যামে চ'লে যাব। আমার নারকেল-দড়ি আর বেতের কারবার
আছে। এখানে ত দেখ্‌ছি ও-জিনিস দুটো প্রচুর পাওয়া
যায়। এখানকার আনারসের কারবারটাও মন্দ লাভের নয়।
আমি সিঙ্গাপুরে আস্‌বার পথে মালাক্কা বন্দরটাও দেখে
এসেছি। এককালে বন্দরটা সমৃদ্ধ ছিল, এখনও অনেক পুরাণো
বড় বড় বাড়ী প'ড়ে আছে—"

—"এখন সিঙ্গাপুর বন্দরই প্রধান। [illegible]ন দিনই বন্দরটা

মৃদ্ধ হ'য়ে উঠ্ছে। অথচ ক'শ' বছর আগে জায়গাটা [illegible] চলা আর গরাণগাছে ঢাকা। এই বন্দরটা [illegible] থেকে ালাকাটা কানা হ'য়ে গেছে—"

—"তা তো হবেই। সিঙ্গাপুর হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমদিকের দরজা। এত বড় আর এমন সুন্দর বন্দর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এখানে একসঙ্গে হাজারখানা জাহাজ আশ্রয় নিতে পারে। পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলগামী যত জাহাজ—সব এখানে আসে, আর কয়লা নেয়। এটা নানা জাতির মিলন-ক্ষেত্র। আচ্ছা, শ্যামে যাবার পথটা কি রকম তোমার জানা আছে কি?"

—"পথ বল্‌তে বিশেষ কিছু নেই। ঘন বনের মধ্য দিয়ে তোমাকে যেতে হবে। মালয় উপদ্বীপে নদী আছে মাত্র কয়েকটি; তাও সঙ্কীর্ণ, আর বেশি লম্বা নয়। জলপথে নৌকোয় যে যাবে তারও তেমন সুবিধে নেই। বনে বাঘ, সাপ, শূয়োর ত আছেই, কোন নদী কুমীরে ভরা। এক রকম তাদের গায়ের ওপর দিয়েই নৌকো চালিয়ে যেতে হয়। গাছগুলো আবার এত ঘন যে, নদীর দুই তীর থেকে তাদের ডালপালা জলের উপর নুয়ে গতিরোধ ক'রে আছে। নদীপথে যাবার সময় ডাঙা থেকে বাঘ, গাছের ডাল থেকে সাপ নৌকোয় লাফিয়ে পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।"

চন্দ্রকুমারের কথা শুনে ফরাসী-সওদাগর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে

কি যেন ভাব্‌লে, তারপর বললে—"কিন্তু উপায় কি? আমাকে যে যেতেই হবে—"

চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি উদ্দেশ্যে তুমি এ পথে শ্যামে যাচ্ছ জান্‌তে পারি কি?"

সওদাগর উত্তরে শুধু একটু হাস্‌লে।

চন্দ্রকুমার বুঝ্‌লে লোকটা উদ্দেশ্য গোপন রাখ্‌তে চায়। কিন্তু একজন ব্যবসাদারের পক্ষে এই অ্যাড্‌ভেঞ্চার কর্‌তে যাওয়া আশ্চর্য্যের। তারপরই মনে পড়্‌ল লোকটা ইউরোপীয়। পৃথিবীকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এরা পণ্য সংগ্রহ করে।

সওদাগর উঠে ব'সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আহা, এই যে বল্‌লে এখানে মাদুরের কারখানা আছে। মাদুরগুলো এরা তৈরী করে কি দিয়ে?"

—"এক রকম পামগাছের আঁশ দিয়ে। আঁশগুলো পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা হয়। ঐ যে দেখ, মাদুরের কারখানা—"

সওদাগর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

তারপর দু'জনেই নীরব। মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়ী শেষ সীমায় এসে পৌঁছল।

সাহেব ও চন্দ্রকুমার গাড়ী থেকে নেবেই দেখে মিঃ জনের লোক। লোকটা চন্দ্রকুমারকে চিনত। সে চন্দ্রকুমারকে সেলাম কর্‌তেই সে বল্‌লে—"ইনিও তোমাদের বাগানে যাবেন। ঘোড়া আছে কি?"

"হাঁ। কিন্তু মাত্র ছুটো। আমার মনিব ওকেই নিতে আমাদের পাঠিয়েছেন। আর আমি যাচ্ছি সিঙ্গাপুর, আপনারই কাছে চিঠি নিয়ে।"

—"কি রকম? কৈ চিঠি? কিসের চিঠি?"

সে চিঠিখানা বার ক'রে চন্দ্রকুমারের হাতে দিলে। চন্দ্রকুমার লেপাফা খুলে প'ড়ে দেখে, জন্ লিখেছে—"এই জঙ্গলের জল-বাতাস আমার স্ত্রীর সহ্য হচ্ছে না। তুমি কিছুকাল আগে এখানে যখন এসেছিলে তখন বলেছিলে, তোমার ভিলাখানা তিন বছরের জন্য লীজ দিতে পার। এখনও যদি তোমার সে মত থাকে তা হ'লে আমাকে এই চিঠির উত্তরে এই লোক মারফৎই জানাবে। আমি আগামী পয়লা থেকে বাড়ীখানা লীজ নেব এবং সেইমত তোমাকে এক হাজার ডলার অগ্রিম পাঠাব। তারপর লেখাপড়া হবে।"

চন্দ্রকুমার ভাব্‌লে—'আজ ২২শে এপ্রিল। মন্দ কি? কিন্তু যে সব আসবাপত্র আছে সেগুলোও যদি লীজ না দেওয়া যায় তা হ'লে একটু মুস্কিলের কথা। এত শীঘ্র ওগুলো বেচা—' তারপর লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তুমি কি কেবল আমার চিঠির বাহক হ'য়েই এসেছ?"

—"না। আমার মনিবের জন্য কিছু ওষুধ আর জিনিসপত্র কেন্‌বারও আছে।"

—"ভালই হ'ল। আমিও যাচ্ছিলাম তোমার সাহেবের

কাছে। আর যেতে হ'ল না। আচ্ছা, সিঙ্গাপুর থেকে ফের্‌বার সময় এই চিঠির উত্তর নিয়ে যেও। আমি চল্‌লাম। ফির্‌তি গাড়ী ছাড়্‌তে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি"—ব'লে চন্দ্রকুমার টিকিট-ঘরের দিকে চ'লে গেল।

সওদাগর সাহেব ততক্ষণে যেয়ে ঘোড়ায় উঠেছে। সে চন্দ্রকুমারকে বিদায়-সম্ভাষণও জানালে না, সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। তার মালপত্র কতক উঠ্‌ল ঘোড়ার পিঠে, কতক কুলির বাঁকে। বেলা দশটার মধ্যে সিঙ্গাপুর ফিরে এসে চন্দ্রকুমার দুপুরে মার্‌কের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল।

মার্‌ক তা'কে দেখেই একটু উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"এস—খবর আছে—"

চন্দ্রকুমার চেয়ারে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে,—খবর আমিও দেব।" তারপরই তার মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল। কৈ মার্‌ক ত তাকে মালাক্কা যাবার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে না! সে কথাটা ভুলে গেছে, না, এমন কিছু ইতিমধ্যে ঘটেছে যার দরুণ—

"এই দেখ—" ব'লে মার্‌ক একখানা চিঠি চন্দ্রকুমারের হাতে দিলে।

চন্দ্রকুমার সেখানা খুলে পড়্‌বার আগেই মার্‌ক তার বিশাল ঘুসি দিয়ে টেবিলের ওপর সজোরে একটা আঘাত ক'রে ব'লে উঠল—"তুমি কি মনে করছ আমি চীনেগুলোর সঙ্গে ব'সে ব'সে আরশুলা খাব? কখনই না—"

চন্দ্রকুমার মার্‌কের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চিঠিখানা পড়লে; মার্কদের ফার্মের ম্যানেজার বার্লিন থেকে তা'কে লিখেছে—তোমাকে যে কাজের জন্য সাইবিরিয়া যাবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এ চিঠিতে তা বাতিল হ'য়ে গেল। আপাততঃ তোমার সাইবিরিয়া যাবার দরকার নেই। আমরা এখান থেকে একটি লোককে উরাল পর্ব্বতের দিকে পাঠাচ্ছি। সে উরাল অতিক্রম ক'রে পশ্চিম সাইবিরিয়া ঘুরে দেখে আস্‌বে। তুমি আগামী পয়লা মে কিয়াচাও যাত্রা করবে এবং···ঠিকানায় উঠ্‌বে। সেখানে কি করতে হবে, সে চিঠি পরে যাচ্ছে—"

চন্দ্রকুমার চিঠিখানা মার্‌কের হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলে—"এর মানে কি? তোমার তা হ'লে যাওয়া হ'ল না?"

—"ওর মানে যাই হোক, যাওয়া আমার হবেই। ঐ পয়লাই রওনা হ'ব। তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ ত?"

—"হাঁ।"

—"ভাল কথা, আমার মনেই ছিল না। তোমার আজ আলাস্কা যাবার কথা ছিল না?"

"গিয়েছিলামও, কিন্তু শেষ অবধি পৌঁছুই নি—" ব'লে চন্দ্রকুমার জনের চিঠিখানা মার্‌কের হাতে দিল।

মার্‌ক চিঠিখানা প'ড়ে বল্‌লে—"তুমিও স্বাধীন, আমিও

মুক্ত ; তবুও তোমার যাওয়ার বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হ'তে পাচ্ছি না।"

"দেখা যাক্—" ব'লে চন্দ্রকুমার মার্কের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে উঠে দাঁড়ালে।

মার্ক বল্‌লে—"আমি আজই পাস্‌পোর্টের জন্য দরখাস্ত করব—"

—"আর আমি আজ থেকে বন্দরের এধারে-ওধারে ব্লাডিভষ্টক অথবা নাগাশাকিগামী জাহাজের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াব—"

মার্ক হঠাৎ "হো—হো—হো—বোঝা গেছে—সাবাস্—কিন্তু—" ব'লে চন্দ্রকুমারের পিঠে একটা থাবা মার্‌লে। তারপর চন্দ্রকুমারের দিকে তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—"আমরা বন্ধু—"

চন্দ্রকুমার হাতখানা জোরে চেপে ধ'রে ঝাঁকি দিতে দিতে বল্‌লে—"মৃত্যু অবধি।"

তিন

পয়লা মে। তখনও প্রভাত-আলো পরিষ্কার ফোটে নি, একখানি মাল ও যাত্রিবাহী রুষ জাহাজ ধীরে সিঙ্গাপুর বন্দর ছেড়ে সুদূর ভ্লাডিভস্টকের পথে যাত্রা করলে। তার প্রথম লক্ষ্য হংকং, তারপর সাংহাই; সেখান থেকে জাপানের নাগাসাকি বন্দর। এখানে একদিন থেকে, তারপর যাবে ভ্লাডিভস্টক।

জাহাজখানা সিঙ্গাপুর বন্দর ছাড়াতে ছাড়াতেই সমুদ্র ও স্থল থেকে সমস্ত অন্ধকার মুছে গেল। মার্ক ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, সিঙ্গাপুরের তট-রেখা সাগরের নীলজলে যেন মিলিয়ে গেছে। জাহাজের মাস্তুলে যে শাদা পাখী দুটো বসেছিল, সেগুলোও শাদা ডানা মেলে ডাক্‌তে ডাক্‌তে তীরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মার্কের মনে হ'ল, তা'রা যেন বল্‌ছে—'বিদায়—বিদায়!' জাহাজ ধীরে খোলা সমুদ্রে এসে পড়্‌ল।

চারধারে তরঙ্গচঞ্চল নীল জলরাশি। ঐ কয়েকটা উড়ন্ত মাছ হঠাৎ জলের মধ্য থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ঐ একটা জলে পড়্‌ল। সমুদ্রের ঘন-ঘোর গর্জ্জন, এঞ্জিনের ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ একসঙ্গে মিশে মার্কের মনকে গম্ভীর ক'রে তুল্‌লে। সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের কেবিনে

চ'লে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার বেরিয়ে আস্‌বার সময় দেখে, কেবিনের সাম্‌নে দিয়ে 'বয়' যাচ্ছে।

বয় তা'কে দেখে স্মিত-হাস্তে ছোট একটি নমস্কার কর্‌লে। মারুক প্রত্যভিবাদন ক'রে খাটো গলায় বল্‌লে—"কেমন লাগ্‌ছে ?"

"এখনও সমুদ্র-পীড়া হয় নি"—ব'লে বয় চ'লে গেল।

বৎসরের এই সময়টায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমী-হাওয়া বইতে শুরু করে। সমুদ্রে কখনও কখনও ঝড় ওঠে, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকে যে টাইফুন ওঠে, এই ঝড় তার মত ভয়ঙ্কর নয়। টাইফুনকে ভয় করে না, এমন নাবিক নেই।

পরম সৌভাগ্য যে, তাদের জাহাজকে পথে ঝড়-ঝঞ্ঝায় পড়্‌তে হ'ল না, নির্ব্বিঘ্নে হংকং বন্দরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে।

হংকং চীনদেশের দ্বীপ হ'লেও ইংরেজদের অধীন ; জলপথে সিঙ্গাপুর থেকে দূরত্ব ১৪৪০ মাইল।

সুন্দর বন্দর। তিনদিকে ছোট-বড় নীল শৈলমালা। তার নীচে, সম্মুখে ও গায়ে নগরের বাড়ীগুলো। তারপর শান্ত সমুদ্র—কাচের মত স্বচ্ছ তার জল। নগরের পথগুলোও সুন্দর, প্রশস্ত এবং সাজানো। বন্দরে জাহাজ ও নৌকোর এমন ঠাসাঠাসি যে, তীরের কাছে সমুদ্রের জল দেখা যায় না। পৃথিবীর নানা দিক থেকে বণিকরা এখানে বাণিজ্যে আসে।

মাদুরের কারখানা

পৃঃ ২০

সাংহাই বন্দর

পৃঃ ২৯
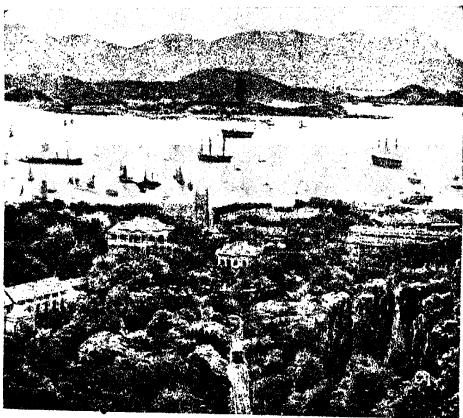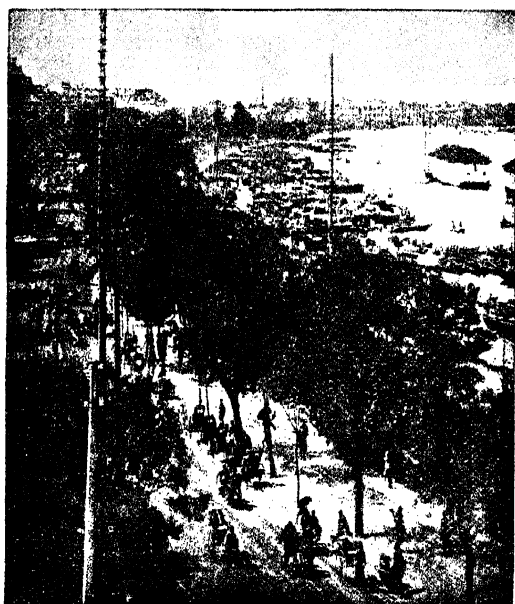
বিকেলের দিকে বহু নাবিক ও যাত্রী বন্দরের পথে বেড়াতে বেরিয়েছে। মার্ক জাহাজে সমুদ্র-পীড়ায় কিছু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল; এখন অবশ্য বেশ সুস্থ।

সে বন্দরের জেটির ওপরের রেস্তোরাঁয় চা পান ক'রে নীচে নেমে পথে বেরিয়ে আসবার সময় দেখ্‌লে, তাদের জাহাজের বয় ও দু'জন নাবিকের সঙ্গে জন চারেক জাপানী নাবিকের বচসা হচ্ছে।

কলহটা যে-কোন মুহূর্ত্তেই যে হাতাহাতিতে পরিণত হ'তে পারে তাদের হাব-ভাব দেখে তার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। সে আস্তে আস্তে বয়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালে।

একজন জাপানী নাবিক তখন বয়কে বল্‌ছে—"কালো ভূত!"

বয় উত্তরে বল্‌লে—"চুপ্‌, পচা ডিম! বুলডগমুখো বামন!"

জাপানীটা চট ক'রে তার সাম্‌নে স'রে এল; বয়ও একটু এগিয়ে গেল।

এমন সময় কে যেন ভারী গলায় পাশ থেকে ব'লে উঠল—"কি ব্যাপার খোকারা ?"

সকলে ফিরে দেখে, দু'জন ডক-পুলিশ। কিন্তু 'খোকাদের' মেজাজ তখন সপ্তমে উঠেছে।

পুলিশ দু'জন তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"রাতখানা যদি শ্রীঘরে না কাটাতে চাও তবে ঠাণ্ডা হ'য়ে স'রে পড়। এটা লড়ায়ের জায়গা নয়—"

এ রকম উপদেশ শোনবার পর সেখানে আর দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয় দেখে, যোদ্ধারা নিজেদের গন্তব্য পথে চ'লে গেল।

রাত্রে জাহাজের কেবিনে বয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে মার্ক বল্‌লে—"তুমি যে-কোন বন্দরে একটা কেলেঙ্কারী করতে পার, মিত্র—"

বয় বল্‌লে—"সে ভয় নেই। ধরা পড়বার আগেই স'রে পড়া বিদ্যেটা তোমার চেয়ে আমারই ভাল জানা আছে। তুমি মনে কর্‌ছ ওদের সঙ্গে আমরা গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে গেছি। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। ওই আমাকে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—জুতোর কালীর মত কালো।"

—"বটে! কিন্তু নিরাপদে ভ্লাডিভষ্টকে গিয়ে আমাদের পৌছান চাই—"

"আপদ না ডাকলেও আসে। তবে তা এড়িয়ে আর কাটিয়ে যতটুকু চলা যায় ততটুকুই লাভ—" ব'লে চট্ ক'রে চন্দ্রকুমার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন ভোরে আবার জাহাজ ছাড়ল। হংকং থেকে সাংহাই ৮৪০ মাইল। এখান থেকে জাপান অবধি সমুদ্র বেশি গভীর নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে জলদস্যুর বেশ উৎপাত। সুবিধা পেলেই তারা জাহাজ লুঠ করে এবং যাত্রী ও নাবিকদের নৃশংসভাবে হত্যা ক'রে থাকে। চীনের উপকূলভাগে যে সব খাড়ি, ছোট ছোট পার্ব্বত্য উপসাগর ও দুর্গম জায়গায় শৈল-দ্বীপ আছে সেগুলোর মধ্যে ডাকাতদের অনেক আড্ডা আছে। তা'রা কখনও যাত্রীর ছদ্মবেশে জাহাজে ওঠে, আবার কখনও কখনও জাংক নিয়ে জাহাজের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে।

মার্কদের জাহাজের মাল্লারা চারধারে সতর্ক দৃষ্টি রাখ্তে রাখ্তে ফরমোজা প্রণালী দিয়ে সাংহাই পৌছল।

ইয়াংসির মোহনায় সাংহাই সহর। ঠিক ইয়াংসির মোহনায় না ব'লে বলা উচিত হোয়াংপু নদীর ধারে। এই নদীটি অবশ্য সমুদ্রের একটি খাড়ি; মিশেছে সমুদ্র থেকে তেরো মাইল দূরে ইয়াংসির একটি খালের সঙ্গে। সহরটির দু'ধারেই নদী।

মার্কদের জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরে ঢুকল। বেলা তখন

বারোটা। নদীর ওপারে কারখানা-সহর পুটুং। নদীর তী
ছোট-বড় নানা আকারের, নানা রঙের ও নানা জাতির জাহা
বাঁধা। অসংখ্য ও বহুরকমের দেশী নৌকো, ছোট ছোট ষ্টীমা
লান্‌চ্—কোথাও বাঁধা, কোথাও কাজের পাকে চলাফে
করছে। ঐ বড় বড় বয়া ভাস্‌ছে। কলের ধোঁয়ায় সহরে
আকাশ কালো, ঐ যে বড় বড় বাড়ী ও চিম্‌নী দেখা যায়।

চন্দ্রকুমার ও মারুক দু'জনে জাহাজের দুই প্রান্তে রেলি
ধ'রে ক্রম-প্রকাশমান সহরের দিকে তাকিয়ে আছে।

চন্দ্রকুমার ভাব্‌ছে—চীন এক সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলা
ভূমি। কিন্তু আজ তার দুর্দ্দশার অন্ত নেই। এই ইয়াংসি নদী
চীনের একটি স্থূল ধমনী। এই পথ ধ'রে স্মরণাতীত কা
থেকে চীনারা বাণিজ্যের জন্য দূর-দূরান্তে তরণী ভাসিয়েছে
এই ইয়াংসিরই বুকের ওপর ওপর দিয়ে চীনদেশের মধ্যে
সুদূরতম প্রদেশেও পৌছান যায়। এর দুই তীরে গ্রাম, নগর
মন্দির ও সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। এরই জলধারা দুগ্ধধারার ম
দেশটিকে জীবন ও পরিপুষ্টি দান করছে।

জাহাজ ধীরে এসে জেটিতে ভিড়্‌ল। যে সময় পৌছবা
কথা বরং তার ঘণ্টা দুই আগেই পৌছেছে। কাষ্টম্‌সে
খোঁজাখুঁজি ও ডাক্তারের ডাক্তারীর পর চন্দ্রকুমারের সঙ্গে
মারুকের দেখা হ'ল। মারুক বল্‌লে—"মিত্র, যদি কোন রকমে
আজ একটু সময় কর্‌তে পার—"

—"কেন ?"

—"তুমি জান বোধ হয় সহরটার মালিক অনেক—ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, রুষ, চীনে ! এখানে বিশ লক্ষ লোকের বাস।"

—"হাঁ ; এ সব আমি জানি।"

—"এক এক রাষ্ট্রের পৃথক্ পৃথক্ এলাকা। সেই জন্যে সহরটার এক একদিকের সাজসজ্জা, বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট এক এক রকমের।"

—"এটা হওয়া ত স্বাভাবিক।"

—"মতলব করছি সহরটা একটু ঘুরে চীনেদের এখানকার জাং-অং-মিয়াওর মন্দিরটা দেখে আস্‌ব। শুনেছি সেটার কারুকার্য্য ও গঠন খুব সুন্দর। এখন ত বেলা তিনটে, আর আধঘণ্টার ভেতর—"

—"হাঁ। কিন্তু তুমি একজন যাত্রী, আর আমি জাহাজের বয়, আমাদের একসঙ্গে যাওয়াটা যে খুব আপত্তিকর।"

—"সে আপত্তি শুন্‌ছে কে ? আমি আগে নেমে জেটির বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। তার মিনিট পাঁচেক পরে তুমিও নেমে যাবে। তারপর দু'জনে দু'খানা রিক্‌সায় উঠে রওনা—"

—"ফন্দীটা মন্দ লাগ্‌ছে না। কিন্তু সাড়ে ছ'টার মধ্যেই আমার হাজিরা দরকার।"

—"সাড়ে ছ'টার এখনও সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরী।"

চন্দ্রকুমার চ'লে গেল। তারপর মার্কের মতলব মত

আধঘন্টা পরে দু'জনে জেটির বাইরে দু'খানা রিক্সায় উঠে চীনা সহরের দিকে রওনা হ'ল।

প্রথম সহরটার ঢোকবার পথেই নদীর প্রকাণ্ড বাঁধ। বাঁধের ধারে ধারে চমৎকার বাগান। গাছে গাছে তখন শাদা ও লাল রঙের দেশী বিলাতী ফুল ফুটে বাগান আলো ক'রে আছে।

মার্ক যাচ্ছে আগে, তার পিছনে চন্দ্রকুমার, কাজেই দু'জনেই চুপচাপ। তারা সহরের ইংরেজ ও ফরাসীদের এলাকা ছাড়িয়ে, আন্তর্জ্জাতিক এলাকা পার হ'য়ে প্রায় এক ঘন্টা পরে চীনা সহরের চারধারের মাটির প্রাচীরটা দেখতে পেল। তাদের সাম্‌নেই একটা সেতু। সেতুটা পার হ'য়ে ফটক দিয়ে চীনা সহরে ঢুক্‌তে হয়।

মার্ক সেখানে রিক্সখানা দাঁড় করিয়ে নেমে বল্‌লে—"মিত্র, এদের ছেড়ে দেওয়া যাক্। এবার দু'জনে হেঁটেই যাওয়া যাবে। তারপর আবার দু'খানা রিক্স নেব।"

রিক্স থেকে নাম্‌তে নাম্‌তে চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আমার রিক্সওয়ালা ত বড়ই ক্লান্ত—"

দু'জনে রিক্স থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেল কিন্তু রিক্সওয়ালারা ভাড়া নেবে না? তারা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লে—"আমাদের কি দোষ? বেশ, তোমরা যদি না চড়্‌তে চাও আমরা খালি রিক্স নিয়ে তোমাদের পিছন পিছন যাব।"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মারক, দেখ্‌ছ এরা কত গরীব? আমাদের দেশের লোকদের অবস্থাও এই রকম। কিন্তু তা'রা যদি চীনাদের মত পরিশ্রমী হ'ত। এদের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পৃথিবীর আর কোন জাতিই পারে না। এরা যখন আমাদের ছাড়তেই চায় না তখন যদি কিছু বেশি খরচ হয় তা'তে বিশেষ গায়ে লাগ্‌বে না।...ওহে রিক্‌সওয়ালা, তোমরা আমাদের সঙ্গেই এস। কিছুদূর গিয়ে আবার—"

"তার দরকার নেই, মিত্র। বরং কিছু বখ্‌শীষ দিয়ে এদের বিদায় করা যাক্। ক'দিন জাহাজের ডেকের ওপর কাটিয়ে ডাঙায় বেড়াবার জন্যে পা দু'খানা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—" ব'লে মারক পকেট থেকে আধ-ডলার বা'র ক'রে তার রিক্‌সওয়ালার হাতে দিলে।

চন্দ্রকুমার তার রিক্‌সওয়ালাকে পূরো একটা ডলার দান ক'রে মনে মনে বল্‌লে—'তোমরা আমাদেরই এশিয়ার লোক।'

রিক্‌সওয়ালারা চ'লে গেল। তা'রা দু'জনেও চীনা শহরের ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

চার

"উঃ! কি নোংরা—কি দুর্গন্ধ!"—ব'লে চন্দ্রকুমার বুক-পকেট থেকে একখানা ধব্‌ধবে শাদা রুমাল বা'র ক'রে নাক ঢাক্‌ল। এ রকম অপরিচ্ছন্নতা আমাদের ভারতেরও খুব কম জায়গায় আছে। প্রাচ্য জাতিরা সত্যই বড়ই নোংরা।

মারুক বল্‌লে—"এই গলির মত পথ, লোক-জনে রিক্‌সায় ঠাসাঠাসি; এর মধ্যে একঘন্টা থাক্‌লেই আমি দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাব। মিত্র, শীঘ্র চল।"

কিন্তু সেই ভীড় ঠেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া সহজ নয়। তার ওপর তাদের দু'জনকে খরিদদার মনে ক'রে দু'পাশের দোকানগুলো থেকে দোকানীরা সু-উচ্চ কণ্ঠে পণ্যের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—"আসুন সাহেব—সেরা জিনিস —সস্তায় যাচ্ছে—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মারুক, এত ডাকাডাকি উপেক্ষা করা উচিত নয়। তার ওপর আমার গলা শুকিয়ে এসেছে। চল, ঐ চায়ের দোকানটায় এক পেয়ালা চা আর খান দুই পুডিং খাওয়া যাক্। এখনও সময় আছে, যদি দেরী হ'য়ে যায় ফিরতি পথে ঘোড়ার গাড়ী নেব—"

দু'জনে সাম্‌নের চায়ের দোকানে ঢুকে দু' পেয়ালা নিয়ে বস্‌ল। দুধ ও চিনি-বিহীন চা। তাতেও ক্ষতি া না; কিন্তু দোকান, দোকানী ও অন্যান্য খরিদ্দারের যে ারা তা'তে তাদের পুডিং খাবার বা বেশিক্ষণ বস্‌বার স্পৃহা ল না।

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মার্‌ক বল্‌লে—
ল কথা মনে পড়েছে। মিঃ জন্ ত তোমার আসবাবপত্র-
ভিলাখানা লীজ নিয়েছে। তুমি সব ডলার চুকিয়ে
য়েছ ?"

—"না। কথা আছে নাগাশাকিতে আমাদের জাহাজের ানায় সে বাকী পাঁচশ' ডলার টেলিগ্রামে পাঠাবে। আমার ও আছে পাঁচশ' ডলার। তা ছাড়া, জাহাজে দু'মাসের নেও পাব।"

মার্‌ক নীরবে চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে পকেট থেকে স বা'র ক'রে বল্‌লে—"আমার মনে হয়, এ টাকায় তোমার ল যাবে—"

—"যদি না চলে তা হ'লেই বা করা যাবে কি ? আমার র সমস্ত টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সাইবিরিয়ার জন-বিরল স্তরে, গহন বনে বা গ্রামে চেক কাটলেও ত তা কোন জের হবে না।"

—"তা হবে না। তোমার সঙ্গে যে পরিমাণ অর্থ থাক্‌বে,

আমার কাছেও প্রায় সেই পরিমাণ অর্থই আছে। যদি হিসেব ক'রে চলি, তা হ'লে আমাদের অনটনে পড়্‌তে হবে না ব'লে মনে হয়।"

"মোট খরচের পরিমাণটা জানা থাক্‌লেই হিসেবের সুবিধা আছে—" ব'লে চন্দ্রকুমার চায়ের দাম চুকিয়ে উঠে দাঁড়ালে।

এখান থেকে তাদের বেশি দূর যেতে হ'ল না। তা'রা যেদিকে ছিল, মন্দিরটা তার কাছেই। সেখানে পৌঁছে দেখে মন্দিরের পরিকল্পনা, গঠন-নৈপুণ্য ও কারুকার্য্য সত্যই অতি সুন্দর। চীনারা অতীতে শিল্পকলায়ও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। এখনও চীনদেশের নানা জায়গায় বিস্ময়কর শিল্প-সম্পদ্ দেখা যায়।

মন্দির দেখে দু'জনে দু'খানা গাড়ী ক'রে যখন জেটিতে ফিরে এল তখন ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিট।

পরদিন ভোরে জাহাজ সাংহাই বন্দর ছেড়ে নাগাশাকির পথে যাত্রা করলে। সেখান থেকে নাগাশাকির দূরত্ব মাত্র ৪৭০ মাইল। নাগাশাকি জাপানের কিউস্যু দ্বীপের একটি বড় নগর ও বন্দর।

চন্দ্রকুমারের মনে বড় আনন্দ হ'তে লাগ্‌ল। প্রাচ্যের এই একটি জাতি আছে যা ইউরোপের যে কোন জাতির সঙ্গে বর্ত্তমানকালে পাল্লা দিতে পারে। নিতান্ত বর্ব্বরতা থেকে

এই জাতিটি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের উন্নতি করেছে। তাদেরই একটি দেশ সে কাল দেখ্‌তে পাবে।

সে ভাব্‌ছে, এই উন্নতির কারণ কি? লোকে বলে, জাপান প্রাচ্যের ইংলণ্ড। কতক পরিমাণে কথাটা ঠিক। কিন্তু এমন কি গুণ জাপানীদের আছে, যার দরুণ তাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিগুলোর মধ্যে একটি? উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মত্যাগ, অধ্যবসায়, না, প্রবল কর্ত্তব্যবোধ—কোন্‌টি তাদের এত উন্নত করেছে? কোন একটি বিশেষ গুণ তাদের উন্নতির মূলে নেই—একসঙ্গে ঐ গুণগুলো, উপরন্তু নির্ভীকতা এবং দেশের প্রতি গভীর ভালবাসাই জাপানকে এত বড় করেছে।

দুপুরের দিকে চন্দ্রকুমার কেবিনে ব'সে সাইবিরিয়ার ম্যাপখানা দেখ্‌তে লাগ্‌ল—এই পিটার দি গ্রেট উপসাগর। এই যে ষ্ট্যানোভাই পর্ব্বতমালা এই উপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল দিয়ে উত্তরে চ'লে গেছে। আর এইখানে পিটার দি গ্রেট উপসাগর কূলে ব্লাডিভষ্টক। এখান থেকে একশ' মাইল উত্তরে টার্‌টারি উপসাগরকূলে আমুর নদীর মোহনায় নিকোলিস্‌ক্ বন্দর। তা'রা অবশ্য ওদিকে যাবে না, ব্লাডিভষ্টক থেকে আমুরের করদ নদী উশুরী কিংবা সুংগুরি দিয়ে আমুরে গিয়ে পড়্‌বে। সেখান থেকে তা'রা নৌকোয়, ষ্টীমারে অথবা অন্য কোন উপায়ে যাবে কুলার হ্রদ। তারপর

—আচ্ছা এখন থাক। বৈকালে হ্রদটা দেখ্‌বার ইচ্ছাও তাদে
আছে। আল্‌তাই বা স্বর্ণ-পর্ব্বত হ'ল বৈকালের দক্ষিণ
পশ্চিমে মংগোলিয়া-সীমান্তে। বৈকাল থেকে আল্‌তাই যেতে
হ'লে পথটা বেশ ঘোরা হবে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখা যা
মার্ক কি বলে।

সে ম্যাপখানা বন্ধ ক'রে তার জামার ভেতর-পকে
লুকিয়ে রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ নাগাশাকি পৌঁছল
এককালে জাপানের এই বন্দরটি ছিল প্রধান। এমন কি
বহির্জগতের সঙ্গে বাণিজ্যের দরজা এইটেই ছিল বল্‌লেও ভু
হয় না। সে হ'ল প্রায় চার শ' বছর আগের কথা। অব
এখনও এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ কমে নি। যাবার প
এখানে অনেক জাহাজ কয়লা নিয়ে থাকে। জাহাজী পণ্য
এখানে আমদানী-রপ্তানী হয় প্রচুর।

চন্দ্রকুমারদের জাহাজখানা এখানে পূরো দু'দিন দু'রা
থাক্‌বে। এই সময়ের মধ্যে নগর ও বন্দরটাকে ঘুরে দেখ্‌ব
সুযোগ পাওয়া যাবে যথেষ্ট।

দুপুরের দিকে সে একা নগর দেখ্‌তে চলেছে। নগরটি
চারধারের দৃশ্য বড় মনোরম। ছোট ছোট শৈলমালা নগরটিকে
বেষ্টন ক'রে আছে। চেরীফুল ফুটে পাহাড়ের উপত্যক
গুলোকে ক'রে তুলেছে যেন পরীর দেশ। এখানে-ওখানে

জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি—ফুজিয়ামা পৃঃ ৩৯

জাপানের একখানি গ্রামের দৃশ্য

জাপানের একটি হ্রদ

দু'চারটি বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের গুঁড়ি ও শাখাগুলোর নানা ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশের নীলপটে আঁকা ছবি। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা, পরিপাটি করিয়া সাজানো বাড়ী-ঘর। এক একখানা বাড়ীকে দূর থেকে ছবির মত দেখায়। লোকগুলোও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তা'রা নীরবে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। এত লোকের সমাবেশ তবুও কোথাও হট্টগোল নেই।

সে একটা চায়ের দোকানে ঢুকেই দেখে মার্ক ও আর একজন যাত্রী চা-পান কর্‌ছে।

সে তাদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে একটি ফুলগাছের পাশে গিয়ে বস্‌ল। বস্‌বার একটু পরেই পরিষ্কার পাত্রে এল চা। চা পান কর্‌তে কর্‌তে সে দেখ্‌লে, মার্ক লোকটার সঙ্গে কি বিষয় নিয়ে যেন খুব গভীরভাবে আলোচনা কর্‌ছে। লোকটার আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে রুষ। কথা বল্‌তে বল্‌তে সে পকেট থেকে একখানা ম্যাপ বা'র ক'রে মার্কের সাম্‌নে ধ'রে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখাতে লাগ্‌ল।

মার্ক খুব মনোযোগের সঙ্গে জায়গাটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটু উঁচু গলায় বল্‌লে—"আমার যতদূর মনে হয়, তোমার ম্যাপে ভুল আছে। তুমি ঠিক জান যে আমুর নদী দিয়ে আল্‌তাই পাহাড়ে যাওয়া যায়?"

"জানি—নিশ্চয়ই জানি। কেননা ওখানে আমি যে কিছু দিন ছিলাম। শীঘ্রই আমাকে আবার ঐ পথে যেতে হবে—"

চন্দ্রকুমারের চা-পান শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সে দাম চুকিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে ধীরে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌ল, মার্‌ক বল্‌ছে—"ভালই হ'ল, তুমি যখন ব্লাডিভষ্টক যাচ্ছ, তখন তোমার কাছ থেকে সাইবিরিয়ার অভ্যন্তরে যাবার কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে।"

"আশা করি—" ব'লে সে উঠে দাঁড়ালে, চন্দ্রকুমার ততক্ষণে রাস্তায় নেমেছে।

রাত্রে মার্‌কের সঙ্গে তার দেখা হ'লে মার্‌ক বল্‌লে—"আমি যে রুষটার সঙ্গে চায়ের দোকানে কথা বল্‌ছিলাম, তা'কে তুমি দেখেছ ত? লোকটা এঞ্জিনিয়ার, সাইবিরিয়ার রেলপথ বসানোর কাজে নিযুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। ওর কাছে অনেক খবর পেয়েছি। যতদূর দেখা যাচ্ছে, লোকটাকে খুশী রাখ্‌লে কিছু সাহায্য পাওয়া যাবে। ভুলে যাচ্ছি, আমরা কাল সকালে আন্‌জেন্‌ পাহাড়ে যাব সেখানকার উষ্ণপ্রস্রবণ দেখ্‌তে। জায়গাটা এখান থেকে রেলে যেতে তিন ঘণ্টার পথ। সেখানে চারটে প্রস্রবণ আছে। তাদের মধ্যে তিনটে হচ্ছে স্বচ্ছ সাল্‌ফিউরিক্‌ অ্যাসিডের, আর একটা হচ্ছে নির্ম্মল জলের। জলেরটার তাপ হচ্ছে ১৮৫ ডিগ্রী, আর ঐ তিনটের তাপ ১০০ থেকে ১৪৯ ডিগ্রী। তুমি যাবে দেখ্‌তে?"

—"নানা কারণে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ছুটির অভাব, অপরটা—কাল বোধ হয় সিঙ্গাপুর অথবা মালাক্কা থেকে টেলিগ্রাম আস্‌বে।"

তার কথাই ঠিক হ'ল। পরদিন ভোরে আবুকরা আন্‌জেন্‌ রওনা হবার পরে টেলিগ্রামে চন্দ্রকুমারের পাঁচশ' ডলার এল। তার সঙ্গী বয়রা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কি ব্যাপার হে কালমাণিক? এত টাকা কি হবে?"

চন্দ্রকুমার নোটগুলো গুণে নোটকেসে পুরে জামার ভেতর রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—"তোমাদের মত রঙ-চটা জন্তুগুলোর শ্রাদ্ধে খরচ কর্‌ব—"

একজন বল্‌লে—"বলি, পাঠালে কে মিতে? তোমার বাপ?"

—"না। তোমার বাপ—"

"চুপ!" কিন্তু সে বেশিদূর এগোল না। কেননা গত রাত্রে খাবার একটু আগে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে তার বেশ একটু বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে। তার ফলে লোকটার ডান চোখের কোণে এখনও কালশিরে প'ড়ে আছে।

চন্দ্রকুমার তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ডেকে উঠে গেল। যেতে যেতে ভাব্‌লে, এই চোরের দলের কাছ থেকে সর্ব্বদা সতর্ক থাক্‌তে হবে। এদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এরা যখন তখন চুরি,

ডাকাতি বা খুন কর্‌তে পারে। সে অধীর হ'য়ে মার্‌কের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

মার্‌ক যখন ফির্‌ল তখন বেলা চারটে। কিন্তু তখন বা সেই রাতের কোন সময় মার্‌ককে টাকার খবরটা দেওয়ার আর সুযোগ হ'ল না।

পরদিনও দুপুর অবধি তার নানা কাজে কেটে গেল। বিকেলে জাহাজ ছাড়্‌লে মার্‌কের সঙ্গে কেবিনে তার দেখা হ'ল। সে বল্‌লে—"ব্লাডিভষ্টক ত আর মাত্র সাড়ে আটশ' মাইল দূর। সিঙ্গাপুর থেকে জন্‌ আমাকে বাকী পাঁচশ' ডলার পাঠিয়েছে। এখন শেষ রক্ষা হ'লেই ভাল।"

—"যদি না হয় তা'তেই বা কি? কিন্তু ব্লাডিভষ্টকে পৌঁছে তুমি জাহাজ থেকে পালাবে কি ক'রে?"

—"যে কৌশলে বিনা-খরচে এতটা পথ এলাম, ঠিক সেই কৌশলেই কর্ম্মত্যাগ ক'রে স'রে পড়্‌ব। তুমি কি ভয় পাচ্ছ?"

মার্‌ক হেসে চন্দ্রকুমারের ঘাড় ধ'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লে—"হাঁ—হাঁ—মশায়—"

—"তবে আশ্বস্ত হও—"

—"ধন্যবাদ।" ব'লে মার্‌ক হাস্‌তে হাস্‌তে নীচে নেমে গেল।

পাঁচ

জাহাজ ব্লাডিভষ্টক বন্দরে ধীরে ধীরে ঢুক্‌ল।

মার্ক ও চন্দ্রকুমার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ পশ্চিম সাইবিরিয়ার প্রধান বন্দর। কূল থেকে ভেতর দিকে অনেক দূর অবধি ঢালু-ছাদ বাড়ী-ঘর দেখা যায়। ঘরগুলোর চাল ভেদ ক'রে ছোট ছোট চিম্‌নি উঠেছে। নগরের পিছনে ছোট ছোট গিরিমালা।

জেটিতে এধারে-ওধারে ছোট-বড় জাহাজ, লান্‌চ্‌ ও নৌকো বাঁধা। গ্রীষ্মকাল; সেজন্য বন্দরের কোথাও এতটুকু বরফ জমে' নেই, সব পরিষ্কার, কিন্তু ঠাণ্ডা খুব।

জাহাজ জেটিতে লাগবার খানিক পরে কাষ্টম্‌স্‌ ইত্যাদির পরীক্ষা শেষ হ'লে মার্ক নেমে গেল। যাবার সময় সে চন্দ্রকুমারকে ঠিকানা দিলে—"সমুদ্রের ধারে পার্কের দক্ষিণে—হোটেল। ঐ যে তার গাইড্‌, মাথায় হোটেলের নাম লেখা টুপী—"

চন্দ্রকুমার উত্তরে ঘাড় নাড়লে—"আচ্ছা।" সে জাহাজের লোক; ব্যস্ততার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এখানে জাহাজ অন্ততঃ পনের দিন থাক্‌বে; সমস্ত যাত্রী ও মালপত্র নামিয়ে,

আবার নতুন যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে সুদূর ইউরোপের পথে যাত্রা কর্‌বে।

সন্ধ্যার একটু আগে জাহাজ থেকে নেমে চন্দ্রকুমার মার্কের হোটেলের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের ধার দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। নতুন রেলপথ বস্‌ছে ব'লে তখন সহরে লোক ও মালপত্রের আম্‌দানী হয়েছে যথেষ্ট। পথ দিয়ে রুষ, চীনা, মংগোলীয় যাতায়াত কর্‌ছে। কিন্তু কোথাও বিশেষ চঞ্চলতা বা ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না। এখানকার লোকগুলো যেন কিছু অলস, অথচ লম্বায়, চওড়ায় ও শক্তিতে এক একজন অসুর-বিশেষ।

চন্দ্রকুমারকে বেশিদূর যেতে হ'ল না, মিনিট সাতেক গিয়েই পথের মোড়ে একটি শাদা রঙের বাড়ী সে দেখ্‌তে পেল। বাড়ীটার সাম্‌নে খানিকটা ফুলের বাগান। ফটকের বাইরে রাস্তায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। চন্দ্রকুমার গিয়ে গেটের মধ্যে ঢুক্‌তেই দেখ্‌লে, একজন দীর্ঘকায় রুষ রাজপুরুষ হোটেল থেকে বেরিয়ে একখানা গাড়ীতে উঠ্‌ল। তার দাড়িটা অন্ততঃ এক ফুট লম্বা হবে।

লোকটা গাড়ীতে উঠে চন্দ্রকুমারের দিকে একবার চকিতে তাকালে। চন্দ্রকুমার ভেতরে গিয়ে খোঁজ ক'রে মার্কের ঘরের দরজায় ঘা দিতেই ভেতর থেকে উত্তর এল—"এস—"

চন্দ্রকুমার দরজার ভেতরে ঢুক্‌তেই মার্ক বল্‌লে—"আমি তোমারই অপেক্ষা কর্‌ছি। দরজাটায় ছিটকিনী দিয়ে দাও—"

চন্দ্রকুমার দরজার ছিটকিনী বন্ধ ক'রে মার্কের সাম্নের দী-আঁটা ছোট চেয়ারখানায় বস্তে বস্তে বল্লে—"তুমি দথ্ছি ম্যাপ খুলে বসেছ—"

—"হাঁ, যদি আমাদের একান্তই যাত্রা কর্তে হয়, তা 'লে আর দেরী কর্লে চল্‌বে না। জাহাজের সেই রুষটার াছে শুনেছি, এ সময়টা এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টি হয়, তারপর আসে দারুণ শীত। এই দেখ, উত্তরে ষ্ট্যানোভাই পর্ব্বতমালা ঐ কামচ্‌কাট্‌কা অবধি চ'লে গেছে। ওরও উত্তরে চুক্‌চিদের দেশ—বেরিং ষ্ট্রেট অবধি বিস্তৃত—"

—"বেরিং ষ্ট্রেট—অসমসাহসিক নাবিক বেরিংয়ের নাম অনুসারে প্রণালীটার ঐ নাম। ওখানে নাকি সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে ?"

—"এই রকমই শুন্‌ছি। কিন্তু ওদিককার পথ খুবই বিপদসঙ্কুল। ঐ দেখ না, ঐ ষ্ট্রেট থেকে ব্লাডিভষ্টক অবধি এক বিশাল ভূভাগ ; কিন্তু এর মধ্যে মানুষের বসতি কদাচিৎ দেখা যায়। সংখ্যায় তা'রা এক লাখের বেশি হবে না। আমার মতে উত্তর সাইবিরিয়ায় না গিয়ে দক্ষিণ সাইবিরিয়ায়—"

—"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়া-মংগোলিয়ার সীমান্তে যাওয়াই ভাল ?"

—"হাঁ—"

—"যুক্তিটা মন্দ নয়। তা হ'লে উশুরী নদী দিয়ে আমুরে ড়ে বরাবর উজিয়ে পশ্চিমদিকে যেতে হবে। এই যে শিলকা

আর আরাগণ নদীর সঙ্গম। দেখ্‌ছি ঐ দুটো নদী মিশে আমুর নদীর সৃষ্টি হয়েছে—"

চন্দ্রকুমারের কথা শেষ না হ'তেই মার্ক বল্‌লে—"তা হয়েছে। কিন্তু ওসব কথা থাক। এখন কি ক'রে, আর কোন্‌ দিকে যাওয়া যায়, সেইটেই বিবেচ্য। আল্‌তাই পাহাড়ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ওখানে যদি কতকগুলো দামী পাথর সংগ্রহ কর্‌তে পারি তা হ'লে ধনী হওয়া কিছু কঠিন নয়।"

চন্দ্রকুমার তার কথার উত্তর দিলে না, ম্যাপখানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বল্‌লে—"বেশ তাই হোক। আল্‌তাইয়ের দিকে চল। তারপর যা ঘটে ঘটবে। কিছু যদি নাও পাই, তবুও দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। এখন কোন্‌ পথ ধ'রে যাওয়া যাবে সেইটে স্থির করা দরকার। আমার মনে হয়, এখান থেকে মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে সুংগুরি নদীর তীর অবধি যাওয়া যাক্‌। তারপর নৌকো

—কি হ'ল তোমার? মনে হচ্ছে, আমার প্রস্তাবটা ঠিক
'লে; বোধ হচ্ছে না।"

—"ভাব্‌ছি মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে আদৌ যাব কি না। কেননা
সাইবিরিয়া দিয়েই ত আমুরে গিয়ে পড়া যায়—"

—"তা যায় সত্য, কিন্তু তা হ'লে ত মাঞ্চুরিয়ায় যাওয়া হবে
না। ওদেশটা আমার দেখ্‌বার খুব ইচ্ছে আছে—"

"তাই বল"—ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে মার্‌ক খোলা
জানালাটার কাছে উঠে গেল। তারপরই চন্দ্রকুমারের কাছে
এসে বিস্ময়ের সঙ্গে বল্‌লে—"একটা লোক জানালার নীচে চুপ
ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। কারণ কি?"

চন্দ্রকুমার উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দু'পাশে
তাকিয়ে দেখে, ফিরে এসে বল্‌লে—"কৈ আমি ত কাউকেই
দেখ্‌তে পেলাম না। বোধ হয় কেউ এখানে এমনিই
দাঁড়িয়েছিল বা এখান দিয়ে যাচ্ছিল।"

"না। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের কথা শুন্‌ছিল। আচ্ছা
দাঁড়াও—" ব'লে মার্‌ক তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুল্‌তেই দেখে
দরজার কাছ থেকে একজন রুষ চট ক'রে পাশে স'রে গেল।
তার শরীরের একটি অংশ চন্দ্রকুমারেরও চোখে পড়্‌ল।

মার্‌ক দরজা বন্ধ ক'রে চন্দ্রকুমারের কাছে এসে বল্‌লে—
হঠাৎ এরকম নজরবন্দী হবার কারণ কি? আমরা এমন কিছু
করছি না যার দরুণ···ওহো বুঝেছি—এটা সেই রুষটার

কাণ্ড। সে মনে করেছে আমরা কোন রাষ্ট্রের গুপ্তচর, পলাতক আসামী বা ঐ ধরণের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেখ্ছি, লোকটার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ না করলেই ভাল হ'ত—"

চন্দ্রকুমার ম্যাপখানা ভাঁজ করতে করতে বল্লে—"আমি একখানা বইয়ে পড়েছি, 'বিদেশে পথচলার সময় লোকের কাছে সত্য পরিচয় দেওয়া উচিত নয়।' এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা বড় সত্য। ওরা যে পুলিশের লোক এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় মনে হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে স'রে পড়া দরকার।"

মারক চন্দ্রকুমারের কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীরমুখে ঘরের ভেতর পায়চারী করতে লাগ্‌ল; কিছুক্ষণ পরে বল্লে—"তুমি যা বল্ছ, সব সত্য। কিন্তু যে পথ ধ'রে আমাদের যেতে হবে, তা সে সাইবিরিয়ার মধ্য দিয়েই হোক, আর মাঞ্চুরিয়াই হোক, তার জন্য আমাদের যান-বাহন, রসদ-পত্র, দুটি অস্ত্র ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। না হ'লে—"

চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আর দু'দিনও দেরী করলে বিপদ অনিবার্য্য। শুধু তাই নয়, আমার পক্ষেও জাহাজ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব হবে। হয়ত দেখ্‌ব আমরা হাজতে অথবা আবার সিঙ্গাপুরের পথে অর্দ্ধবন্দী অবস্থায় ফিরে চলেছি—"

—"তা হ'লে তুমি কি করতে বল?"

—"কালই দুপুরে রওনা হ'তে হবে। আমার যত দূর মনে হয়, এখনও এরা আমাদের ওপর কড়া নজর রাখে নি। কেবল সন্দেহ হয়েছে মাত্র—"

মার্ক চন্দ্রকুমারের হাত থেকে ম্যাপখানা নিয়ে বুক-পকেটে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—"আমার সঙ্গে জিনিস-পত্র বল্‌তে যা, তা এইগুলো—"

—"আমার সঙ্গেও একটা বড় কেবিন ট্রাঙ্ক আর হোল্‌ড্‌-অল্‌ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই—"

—"চল রাস্তায় বেরিয়ে পরামর্শ করা যাক। তখন কেউ অনুসরণ করে কি না দেখা যাবে—"

দু'জনে একসঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। যে রাস্তাটার ওপর হোটেল ছিল, সেটার শেষে এসে চন্দ্রকুমার চট ক'রে পিছন ফিরে রাস্তাটা দেখে নিয়ে বল্‌লে—"কৈ, কেউ ত আমাদের অনুসরণ কর্‌ছে ব'লে মনে হয় না। চল, ঐ গাড়ীখানায় ওঠা যাক্‌—"

মার্ক অল্প-স্বল্প রুষ ভাষা জান্‌ত; কিন্তু সাইবিরিয়ার শেষপ্রান্তে গাড়োয়ানের কাছে তা কোনও কাজে এল না। তবে ওখানকার ভদ্র লোকেরা কথাবার্ত্তায় কিছু কিছু জার্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে। কাজেই গাড়ীতে উঠ্‌তে এবং গাড়ীতে উঠে গাড়োয়ানকে ঠিকানা বল্‌তে মার্ককে একটু বেশি রকম হাত-পা নাড়্‌তে হ'ল।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"সহর থেকে পশ্চিমদিকে বেরিয়ে যাবার কোন রাস্তা যদি থাকে তা হ'লে সেই দিকেই⋯ঐ দেখ মার্ক, নাগাশাকির চায়ের দোকানে ব'সে যে লোকটার সঙ্গে চা পান করতে করতে গল্প ফেঁদেছিলে, ঐ যে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—"

—"ওকেও গাড়ীতে নেওয়া যাক্। ওকে দিয়েই আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে। ওর নাম ব্লাডিমির।⋯ও মশায়, শুনছেন—আসুন⋯এই কোচম্যান, গাড়ী রোখ—রোখ।" ব'লে মার্ক রাশ টেনে ধরবার ইঙ্গিত করতে লাগ্‌ল।

গাড়ী দাঁড়াল, ব্লাডিমিরও কাছে এসে বল্‌লে—"নমস্কার মশায়, ভাল আছেন ত?"

—"নমস্কার। যদি বিশেষ কাজ না থাকে গাড়ীতে উঠে পড়ুন। আমরা সহর দেখ্‌তে বা'র হয়েছি। ইনি আমার আলাপী—সিঙ্গাপুরের লোক— জাহাজে কাজ করেন, নাম হ'ল —কি যেন ভুলে যাচ্ছি—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মোজেস্—খ্রীষ্টান—"

—"হাঁ-হাঁ—মোজেস্। মিঃ মোজেস্, ইনি মিঃ ব্লাডিমির—রেলের এঞ্জিনিয়ার। এখানকার হালচাল সব এঁর জানা আছে, সহরটাও এঁর পরিচিত। এঁকে যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা নেই—"

চন্দ্রকুমার বিনীতকণ্ঠে বল্‌লে—"বাধিত হলাম। এদিকে

আর আস্‌ব কি না ঠিক কি ? যে ক'টা দিন থাকি সহরটাকে ভাল ক'রে দেখি।"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়।"—বল্‌তে বল্‌তে মিঃ ব্লাডিমির গাড়ীতে উঠে বস্‌ল ; তারপর মার্‌কের দিকে ফিরে বল্‌লে—"কোন্ দিকে যাবার সংকল্প করেছেন ?"

—"ও মশায়, সে এক মহা মুস্কিল। কোচম্যান ত আমাদের কথা বুঝতেই পার্‌ছে না—"

ব্লাডিমির চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে একবার খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে—"সহরটার পশ্চিম আর উত্তর সীমান্তে ছুটো গেট আছে—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"রেলপথটা আরম্ভ হয়েছে কোন্ দিক থেকে ? আজ সেইটেই··· আচ্ছা এখন থাক্, চলুন পশ্চিম থেকে উত্তর দিয়ে—"

"বেশ, কোচম্যান, পশ্চিম গেট—সহরতলি—" ব'লে ব্লাডিমির পকেট থেকে একটা সিগার-কেস বা'র ক'রে তার ওপরের ঢাকনাটা খুলে মার্‌ক ও চন্দ্রকুমারের দিকে এগিয়ে ধর্‌লে।

তা'রা ছু'জনেই হাত নেড়ে বল্‌লে—"খাই না, ধন্যবাদ—"

ব্লাডিমির একাই একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে পিছন দিকে হেলান দিয়ে বস্‌ল।

তিনজনেই চুপচাপ। গাড়ী আস্তে আস্তে চ'লেছে, হঠাৎ

ব্লাডিমির চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করলে—"সহরটা না দেখে তার আগে দরজাটা দেখে কিছু লাভ আছে কি ?"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"সহরের দরজাটা থাকে সহরের শেষ প্রান্তে। সেটা দেখ্‌তে গেলে সমস্ত সহরটাই দেখা হ'য়ে যাবে এই যা লাভ—"

—"তা হ'লে দূর থেকেই দেখা যাবে, কি বলেন ?"

—"বেশ ত, কাছেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে ? ···আচ্ছা ঐ ওটা কি ?"

—"টেলিগ্রাফ-অফিস। ওই দেখা যায় গভর্ণমেণ্ট হাউসের গম্বুজ। আর ঐ ওধারে গীর্জ্জার চূড়া—"

—"আর এই বাঁ-ধারে ওটা বুঝি সৈন্যদের ব্যারাক ? বাঃ! রাস্তার দু'পাশের গাছগুলোকে ত বেশ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে! আমাদের সিঙ্গাপুরে এসব নেই। মশায়, আপনারা এক শ্রেষ্ঠ জাতি। নগরটি বড়ই সুন্দর—"

উত্তরে ব্লাডিমিরের চোখ দুটো কেবল ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। আত্মপ্রশংসা শুনলে মানুষ খুশী হয়; স্বজাতির প্রশংসায় মনে গৌরব জাগে।

গাড়ী চার-পাঁচটা রাস্তা ঘুরে, একটা পার্ক ছাড়িয়ে, দুটো থানার পাশ দিয়ে একটা বড় সড়কে এসে পড়্‌ল। সড়কটার দু'পাশে পাইনগাছের সারি। তারপর একতলা দোতলা বাড়ী-ঘর—তাদের কতক কাঠের, কতক ইটের।

মার্ক তখন গল্প জমিয়েছে বার্লিনের, নগরটির সাজ-সজ্জা কেমন, কোন্‌দিকে কাইজারের প্রাসাদ, যাদুঘরটা কত বড় ইত্যাদি। ব্লাডিমির মনোযোগ দিয়ে সে-সব শুন্‌ছিল; পরে বল্‌লে—"আমি তিনবার বার্লিনে গেছি। সহরটা আমার এত ভাল লাগে···কিন্তু আমরা পশ্চিমের গেট পার হ'য়ে সহরের বাইরে চ'লে এসেছি যে, কথায় কথায় এদিকে খেয়ালই ছিল না।...এই কোচম্যান, ঘোরাও—"

চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"এ পথটা কোন্ দিকে গেছে? সহরের চারধারে ঘুরে আবার সহরেই?"

—"না। মাঞ্চুরিয়া-সীমান্ত পর্য্যন্ত চ'লে গেছে—"

পথ দিয়ে চীনা যাত্রীরা বাঁকে ও পিঠে বোঝা নিয়ে দলে দলে যাওয়া-আসা কর্‌ছে।

মার্ক নিতান্ত উদাসীনের মত ব্লাডিমিরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"উশুরী নদীর নাম শুনেছি। সেটা কোন্ দিকে?"

—"উত্তরে—সাইবিরিয়া আর মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে। ওই নদীটার একটা তীর আমাদের, আর একটা তীর চীনাদের। নদীটা বেরিয়েছে খাংকা হ্রদ থেকে। হ্রদটারও অর্দ্ধেকের মালিক আমরা—"

—"শুনেছি, নদীটা প্রকাণ্ড। বড় বড় ষ্টীমার..."

ব্লাডিমির জিভ দিয়ে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ ক'রে বল্‌লে—"মোটেই নয়। কাঠের ভেলা, ছোট ছোট নৌকো ছাড়া আর কিছু চলে না।"

চন্দ্রকুমার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"ঐ মাঞ্চুগুলো যাচ্ছে কোথায় ?"

—"মাঞ্চুরিয়ায়।"

তারপর চন্দ্রকুমার তার হাত-ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"এ কি! পাঁচটা বাজে! আমাকে এখনই জাহাজে ফির্‌তে হবে। মিঃ ব্লাডিমির, মিঃ মার্‌ক, আমাকে ক্ষমা করুন। ঐ মোড়েই আমি নেমে যাব—"

ব্লাডিমির বল্‌লে—"জেটি এখান থেকে অন্ততঃ এক মাইল। এদিকে গাড়ীও পাওয়া যায় খুব কম—"

মার্‌ক বল্‌লে—"মিঃ মোজেস্‌, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, এই গাড়ীতেই আমরা দু'জনে তোমাকে জাহাজ-ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব। কি বলেন মিঃ ব্লাডিমির ?"

—"আমি খুশীর সঙ্গেই যেতে পার্‌তাম, কিন্তু পথে

আমাকে একটা জায়গায় নাম্‌তেই হবে। তবে যতটা পথ একসঙ্গে যাওয়া যায়—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মিঃ মারক্, আমার জন্যে আপনার সহরটি দেখা হবে না। আর মিঃ ব্লাডিমির, আপনি অনর্থক কষ্ট ভোগ কর্‌বেন?"

মার্‌ক ও ব্লাডিমির দু'জনেই একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"কিছু না, বিন্দুমাত্র না—"

গাড়ী মার্‌কের নির্দ্দেশমত তখন জাহাজ-ঘাটের দিকে চলেছে। তিনজনেই নীরব। প্রায় আধ মাইল পার হ'য়ে যাবার পর এক জায়গায় এসে ব্লাডিমির বল্‌লে—"এইখানেই আমাকে নেমে যেতে হবে।"

গাড়ী থাম্‌ল। ব্লাডিমির নমস্কার ক'রে নেমে গেল।

হাত কুড়ি-একুশ যাবার পর চন্দ্রকুমার গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লে—"ঐ দেখ মার্‌ক, ব্লাডিমির একটি বাড়ীতে ঢুক্‌ছে—"

বাড়ীটার গায়ে একখানা সাইন্‌বোর্ড ছিল; দরজায় একজন রুষ কনেষ্টবলও দাঁড়িয়ে।

মার্‌ক সেদিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"অনুমান হচ্ছে, ওটা পুলিশের ফাঁড়ি—"

চন্দ্রকুমারও সেদিকে আর একবার তাকিয়ে চট্ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"ব্লাডিমির কি তবে গোয়েন্দা?"

—"বিচিত্র নয়। কালই ছুপুরে আমরা এখান থেকে স'রে পড়্‌ব।"

—"নিশ্চয়ই। আমি জাহাজ থেকে নেমে গাড়ী ক'রে সোজা পশ্চিমের ফটক পার হ'য়ে যাব। কথা রইল—বেলা ছুটো। পথে মাইলখানেক দূরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।"

—"হুঁ। কিন্তু আমাদের আর গাড়ীর দরকার কি? চল, এখন হেঁটেই যাই।"

ছু'জনে গাড়ী থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে জাহাজ-ঘাটের দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল। তাদের মাথায় তখন নানা ভাবনা।

ছয়

পরদিন বেলা যখন তিনটে—মার্ক একদল মাঞ্চু যাত্রীর ়ঙ্গে সহর ছেড়ে চলেছে। তার বিছানা ও ট্রাঙ্ক আছে একটা মাঞ্চু কুলীর বাঁকে।

মাঞ্চুরা এসেছিল রেলপথের কাজে। এদের কেউ কুলী, কেউ ছুতোরমিস্ত্রী, কেউ বা মাটিকাটার কাজ জানে। আপাততঃ কাজের সুবিধা হ'ল না, তাই ফিরে যাচ্ছে তা'রা। মার্ক তাদের সঙ্গে মাইলখানেক পার হ'য়ে গেল—কিন্তু চন্দ্রকুমার কৈ? সাম্‌নে ও পিছনে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যাকে চন্দ্রকুমার ব'লে মনে হয়। মার্ক চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌ল। সে কি আস্‌তে পারে নি, না পথে পুলিশ সন্দেহবশে তা'কে আটক করেছে?

দূরে ছোট ছোট শৈলমালা। পথটা চড়াই-উৎরাইয়ের ওপর দিয়ে পূব দিকে ঘুরে গেছে। দু'পাশে ছোট ছোট নানা আকারের শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কৃষকদের বাড়ী-ঘর ও অল্প-অল্প গাছপালা।

কুলীটা আগে আগে চলেছে। মার্ক তাকে ইসারায় অপেক্ষা করতে ব'লে, যারা নগরের দিক্ থেকে আস্‌ছিল,

তাদের লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। না, ওদের মধ্যেও যে চন্দ্রকুমার আছে তা তো মনে হচ্ছে না।

মার্কের মন শঙ্কায় ভ'রে উঠ্‌ল। সে ঘড়ি দেখ্‌লে, চারটে বাজ্‌তে পনেরো মিনিট বাকী। কথা ছিল, সে বেলা ছটোয় রওনা হবে। এ অবস্থায় সে কি কর্‌বে স্থির কর্‌তে পার্‌লে না। চন্দ্রকুমার যদি না আসে, তা হ'লে সে একা চ'লে গেলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এই যাত্রার কারণই হচ্ছে চন্দ্রকুমার। এ অবস্থায় তা'কে ফেলে··· ঐ যে চন্দ্রকুমারের মত কে আস্‌ছে না ?

সে দৃষ্টি সঙ্কুচিত ক'রে লোকটাকে লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকটা খুব তাড়াতাড়ি আস্‌ছে। ওর পিছনে বাঁকে বোঝা ঝুলিয়ে আস্‌ছে একটি কুলী। ঐ ত চন্দ্রকুমার—চন্দ্রকুমারই ত ? না সে নয়। চন্দ্রকুমারের মত একজন লম্বা-চওড়া রুষ। লোকটার মুখে চন্দ্রকুমারের মতই কয়েক ইঞ্চি লম্বা দাড়ি। চন্দ্রকুমার মাস-দুই থেকে দাড়ি রাখ্‌তে অভ্যাস কর্‌ছিল।

মার্ক এবার খুবই হতাশ হ'য়ে পড়্‌ল। তার সঙ্গী যারা ছিল, তা'রা ইতিমধ্যে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। কুলীটাও তার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অস্থিরতা ও আপত্তি জানাচ্ছে। মার্ক ভাব্‌লে, আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক। যদি সে চন্দ্রকুমারের দেখা না পায়, তখন যথাকর্ত্তব্য স্থির কর্‌বে।

মার্ক কুলীটাকে ইসারায় বল্লে—"চল।"

তারপর আরও প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গেল, তবুও ন্দ্রকুমারের দেখা নেই! এদিকে বেলা শেষ হ'য়ে আস্ছে। নেমে আস্ছে কৃষ্ণপক্ষের রাত। রাতের বেলা এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে নেকড়ে বা'র হয়। পথে যতদূর দেখা যাচ্ছে—বাড়ী-ঘর কিছুই নেই। তবে খুব দূরে এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠ্ছে। ওটা বোধ হয় কোন গ্রাম। এখনই হয় তা'কে সহরে ফিরে যেতে হবে, না হয় তাড়াতাড়ি গিয়ে ঐ গ্রামে আশ্রয় নিতে হবে।

সে তখন চড়াইয়ে উঠ্ছিল। মাঞ্চুরা চলেছে আরও আগে। এখানে পথের দু'পাশে বুনো গাছের ঘন ঝোপ। নিতান্ত অস্থির মনে সে চড়াইয়ের ওপর পৌছতেই কে যেন তার পিঠে হাত দিয়ে রুষ ভাষায় বল্লে—"নমস্কার মশাই—"

মার্ক ফিরে দেখে একজন মাঞ্চু। তার একটা চোখ কানা, বাঁ-কানটা কাটা, কপালেও কাটার দাগ।

মার্ক প্রথমটা খুব বিস্মিত হ'য়ে গেল—কি উত্তর দিবে ভেবে পেল না। লোকটা এবার রুষ-জার্ম্মান-ইংরেজী মিশিয়ে বল্লে—"আমি নৌকোর মাঝি। পারে যাবেন না?"

—"পারে! এখানে নদী কোথায়?"

—"ঠিক এখানে নয়—মাইল-কুড়ি দূরে। ঐ যে দেখুন একখানা পাথরের পাশে একজন যাত্রী ব'সে—" ব'লে সেই লোকটা বাঁ-দিকটায় হাত দিয়ে দেখালে।

মার্ক দেখ্‌লে, দূরে কতকগুলো ছোট ছোট গাছের পাশে একখানা বড় পাথরের নীচে একজন লোক ব'সে; তার কাছ থেকে কিছু দূরে ছুটি জিনিস।

এসব দেখে মার্ক অবাক্ হ'য়ে গেল। এর মানে কি? পাথরের নীচের লোকটা কে? আর এ লোকটাই বা কে? সে বল্‌লে—"তোমার কথা আমি একটুও বুঝ্‌ছি না। ও কে?"

—"চিন্‌তে পার্‌ছেন না? ভাল ক'রে দেখুন। আপনার মত একজন যাত্রী—"

মার্ক এবার ভাল ক'রে লোকটাকে লক্ষ্য কর্‌তেই দেখ্‌লে, লোকটা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে উঠে দাঁড়াল।

মার্কের হৃৎপিণ্ডটা আনন্দের আতিশয্যে নেচে উঠ্‌ল। ও লোকটা যে চন্দ্রকুমার। হাঁ, চন্দ্রকুমারই ত।

লোকটা বল্‌লে—"এবার চিন্‌তে পেরেছেন? দিন্‌ ঐ হতভাগা কুলীটাকে সিকি রুবল দিয়ে বিদেয় ক'রে। বোঝা দুটো আমিই নেব, ঘাটও পার ক'রে দেব। মালের জন্যে চার রুবল দেবেন, আর আপনার জন্যে কুড়ি রুবল—"

মার্ক কুলীটাকে সিকি রুবল দিতে গেল, কিন্তু সে নিলে না, আঙুল তুলে বুঝিয়ে দিলে, এক রুবল চাই।

মার্কের কানকাটা কাণ্ডারী ধমক দিয়ে উঠ্‌ল—"তবে কিছুই পাবি না। বিদেশী দেখে কেবল ঠকাবার মতলব! নিবি কি না?"

লোকটা দ্বিরুক্তি না ক'রে সিকি রুবল নিয়ে চ'লে গেল। কাণ্ডারীও অবলীলাক্রমে বোঝা দুটো তুলে বাঁ-ধারের পায়ে-চলা পথ ধ'রে নাম্‌তে লাগ্‌ল। মার্কও তার পিছনে পিছনে চল্‌ল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পার্‌ছে না, এর অর্থ কি? সমস্তটাই যে রহস্যময় ঠেক্‌ছে।

পথটা পেরিয়ে চন্দ্রকুমারের কাছে গিয়ে মার্ক আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"ব্যাপার কি মিত্র? পথ ছেড়ে তুমি নিজে ত বিপথে এসেছই, আমাকেও নিয়ে এলে। এ লোকটাই বা কে? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ও শয়তানের রাজা—"

চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে ইংরেজীতে বল্‌লে—"ওস্তাদ, আর দেরি ক'রে লাভ আছে কিছু?"

লোকটা এবার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লে—"না।…এই লিংচাং, সাহেবের মাল দুটো তুলে নে—"

মার্‌ক এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, এবার দেখ্‌লে, পথের ওপাশে চীনা পোষাক পরা, বেতের টুপি মাথায় একজন মাঞ্চু ব'সে।

সে কানকাটা কাণ্ডারীর কথায় উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্রকুমারের হোল্‌ড্‌-অল্‌ ও কেবিন-ট্রাঙ্কটা বাঁকের দু'পাশে ঝুলিয়ে নিয়ে তাদের আগে আগে এগিয়ে চল্‌ল। তার পিছনে কাণ্ডারী, তার পিছনে চন্দ্রকুমার ও মার্‌ক।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"তুমি যে আমার জন্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌তে পার এটা সহজেই অনুমান করেছিলাম, কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমি এখানে ব'সে ভাব্‌ছিলাম, তোমার দেখা নেই কেন? তুমি বোধ হয় বন্দরটার ম্যাপখানা ভাল ক'রে দেখ নি। যদি দেখে থাক তা হ'লে নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে যে, এর দক্ষিণে পশ্চিমে আর পূবে সমুদ্র। কেবল উত্তরে ডাঙা—"

মার্‌ক বল্‌লে—"হাঁ—না—তা হবে। আমি এ বিষয়টা খুব ভাল ক'রে লক্ষ্য করি নি…"

—"প্রথমে আমারও চোখে পড়ে নি। রাত্রে ম্যাপখানা খুব ভাল ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এটা বুঝতে পার্‌লাম। যদিও আমরা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে যাচ্ছি না, তবুও অন্ততঃ ভ্লাডিমিরের

মনে হবে আমরা ছ'জনে অসাধু—কোন কুমতলব চরিতার্থ করবার জন্যে আমরা ব্লাডিভষ্টকে এসেছি—" ব'লে চন্দ্রকুমার পিছনে ফিরে তাকিয়েই ব'লে উঠ্‌ল—"ওস্তাদ, ঐ দেখ পিছনে বোধ হয় রাস্তার কুকুর আস্‌ছে—"

কানকাটা কাণ্ডারী তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে খুব তীক্ষ্ণ একটা শিস্ দিলে।

মার্‌ক বল্‌লে—"কুকুর। কুকুর দেখ্‌লে কোথায়? ও ত একটা লোক—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"কাণ্ডারী বল্‌ছিল, ওগুলো বিদেশীদের পিছনে লাগে ব'লে কুকুরের সমান। ওরা রাস্তায় থাকে, ভিক্ষা করে, আবার পুলিশের কাছে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানা খবর দেয়। ওই দেখ লোকটা শিস্ শুনে থম্‌কে দাঁড়াল। ওই আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে—"

কাণ্ডারী বল্‌লে—"ওদের জ্বালায় আপনাদের মত ভদ্র-লোকদের শান্তিতে স'রে পড়বার যো নেই। সাহেব, ওকে এক রুবল দিতে হবে। সেটাও কড়ি চুকিয়ে দেবার সময় মনে রাখ্‌বেন।"

চন্দ্রকুমার ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"রাখ্‌ব।...মার্‌ক, তোমার পাস্‌পোর্ট আছে। তোমার পক্ষে সাইবিরিয়ার যে কোন জায়গায় যাবার কোন বাধা নেই; কিন্তু আমার পক্ষে যে পোর্টের বাইরে যাওয়া নিষেধ। অথচ নিষেধের বেড়া

ডিঙাতেই হবে। এ অবস্থায় একজন কাণ্ডারী না থাক্‌লে বিপদ পার হ'ব কি ক'রে ?"

—"তা বুঝলাম; কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়, আর ঐ লোকটা—"

চন্দ্রকুমার মার্ককে হাত নেড়ে নিরস্ত ক'রে বল্‌লে—"আগেই ত বলেছি, বন্দরটার পূর্ব্বে সমুদ্র, উত্তরে ডাঙা। অথচ আমরা পশ্চিমের গেট পার হ'য়ে প্রায় দু মাইল এসেছি। আর সিকি মাইল গেলেই সমুদ্রের ধারে পৌছব। তারপর আবার দেখ, উত্তর দিক্ দিয়ে গেলে যে কোন মুহূর্ত্তেই তোমার না হলেও আমার গতিরোধ হবে। তার ফল কি, সহজেই বুঝতে পার্‌ছ—"

—"হাঁ—"

—"কাল সন্ধ্যার পর জেটিতে জাহাজ-বাঁধা লোহার খোঁটার ওপর ব'সে আমার পলায়নের মতলব আঁট্‌ছিলাম, এমন সময় দেখি, সাম্‌নে ব'সে এই কানকাটা কাণ্ডারী। জায়গাটায় ছিল আবছায়া অন্ধকার। সেজন্য ওর চেহারা দেখেই প্রথমটা আমি ভড়কে গেলাম। ও কিন্তু দিব্যি সপ্রতিভ হ'য়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লে—'শুভ সন্ধ্যা, সাহেব—'

"আমি বল্‌লাম—'শুভ সন্ধ্যা। কিন্তু তুমি কে ?'

"ও বল্‌লে—'আপনারই মত একজন নাবিক—'

" 'কি চাও?' বল্‌তেই ও আমার কাছে স'রে এসে চাপা গলায় বল্‌লে—'ওপারে যাবেন?'

"একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্‌লাম—'কোন্ পারে?'

"জবাব এল—'মাঞ্চুরিয়ায়। আপনার মত অনেকেই যায় কিনা। এতদূর এসেও চীনেদের দেশটা একবার দেখার ইচ্ছে অনেকেরই হয়—'

"আমি বল্‌লাম—'কিন্তু আমার সে ইচ্ছা আপাততঃ নেই। যদিও কখনও হয় নিজেই ব্যবস্থা কর্‌ব—'

"কাণ্ডারী জিভ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ ক'রে বল্‌লে—'সে পার্‌বেন না সাহেব। রাস্তায় দুষমন আছে—'

"আমি বল্‌লাম—'কি রকম?'

"কাণ্ডারী বল্‌লে—'সাহেব, আপনি ত জাহাজের কাজ করেন। এ দেশের কোথাও যাবার পাস্‌পোর্ট আপনার নেই।'

"ওর কথা শুনে আমার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল, পুলিশের লোক কিনা। বল্‌লাম—'বাপু হে, স'রে পড়। আমার কাছে তোমার চালাকি চল্‌বে না—'

"লোকটা অসম্ভব রকমের চতুর; হেসে বল্‌লে—'আমি পুলিশের লোক নই। কিন্তু সাহেব, আপনার পিছনে কুকুর লেগেছে, এ আমি দেখেছি। যদি ভালয় ভালয় পার হ'তে চান, বলুন, আমি সব ঠিক্‌ঠাক ক'রে দেব। তার বিনিময়ে কিন্তু বেশ মোটা রকমের বক্‌শিস্ চাই—'

"বল্‌লাম—'কি রকম?'

"ও বল্‌লে—'আপনার সঙ্গে মালপত্র আছে?'

"বল্‌লাম—'আছে সামান্য। একটি কেবিন-ট্রাঙ্ক আর একটি হোল্‌ড্‌-অল্‌।'

"ও বল্‌লে—'ও দুটোর জন্যে দশ রুবল আর আপনার জন্যে পঞ্চাশ রুবল বক্‌শিস্‌ চাই।'

"তার কথায় আমি ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগ্‌লাম, কিন্তু ও যেন আমার মনের ভাব বুঝে বল্‌লে—'বক্‌শিস্‌টা কিছু বেশি'—"

চন্দ্রকুমারের কথায় বাধা দিয়ে মার্‌ক বল্‌লে—"কিন্তু ও আমার কাছে চেয়েছে জিনিসপত্রের জন্য চার রুবল, আর আমার জন্যে কুড়ি রুবল—"

—"তার কারণ ও আমার কাছে শুনেছে, আমরা দু'জন; তোমার পাস্‌পোর্ট আছে। যাই হোক, আমি ওর কথাতেই সম্মত হ'য়ে জানালাম—'কাল বেলা দুটো।' আরও বল্‌লাম —'কিন্তু তুমি'না হয় সমুদ্র পার ক'রে দিলে! তারপর?'

"ও বল্‌লে—'একেবারে বেড়ার ওধার অবধি নিয়ে যাব। আপনার কোন ভয় নেই। আমরা চোর-ডাকাত বা বদমায়েস নই। ওসব ছোট কাজ আমরা করি না। আমাদের নানা জিনিসের কারবার। পথ চল্‌তে যা দরকার সবই পাবেন। মনে রাখ্‌বেন, কাল বেলা দুটো। আমি আপনার জাহাজের সিঁড়ির কাছে হাজির থাক্‌ব'।—ব'লে ত ও চ'লে গেল। তবুও

আমার মনের সন্দেহ দূর হ'ল না। রাত্রে ম্যাপখানা ভাল ক'রে দেখে ক্যাপ্টেনের কাছে সাত দিনের ছুটি চাইলাম। কিন্তু এক দিনের ছুটিও মঞ্জুর হ'ল না। এ অবস্থায় জিনিসপত্র নামাই কি ক'রে? সৌভাগ্যবশতঃ জাহাজে এখনও যাত্রীদের কিছু কিছু মালপত্র আছে। সেগুলো আজ যখন নামানো হচ্ছিল তখন তার সঙ্গে আমার জিনিস ছুটোও অতি সহজেই
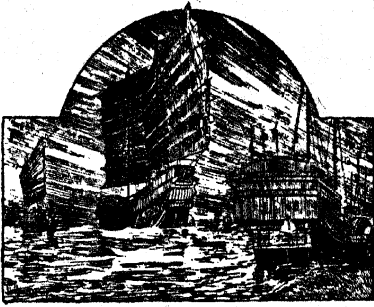
চীনা জাংক পাল উড়িয়ে যাচ্ছে

নেমে এই কাণ্ডারীর বাঁকে উঠ্‌ল।...ঐ দেখ মার্‌ক, বাঁ-ধারে সমুদ্র—"

মার্‌ক ফিরে দেখ্‌লে, বন্দরটা ঘুরে এসেছে, কূল থেকে দূরে খান-কয়েক জাহাজ বাঁধা। ছ'খানা জাহাজের চিম্‌নি থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠ্‌ছে। খানকয়েক চীনা জাংক পাল উড়িয়ে কূল ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে।

মার্ক বললে—"কিন্তু ভ্লাডিমির বলেছিল, পশ্চিমের পথটা গেছে মাঞ্চুরিয়া-সীমান্তে—"

—"হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু বন্দরের কূল ঘুরে—"

তা'রা ততক্ষণে সমুদ্রের কূলে এসে পড়েছে। এক জায়গায় কতকগুলো জাংক বাঁধা ছিল। কানকাটা কাণ্ডারী সেগুলো দেখিয়ে বললে—"ঐ আমাদের জাহাজ, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। বাতাসও উঠেছে।"

সকলে জাংকগুলোর কাছে পৌঁছতেই কাণ্ডারী একজন চীনাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার ক'রে মাঞ্চুভাষায় কি যেন বললে।

লোকটা জাংকের গলুইয়ের কাছে ব'সে ছিল, তার চেহারা রীতিমত গুণ্ডার মত, কিন্তু মুখের ভাব অতি গম্ভীর। সে হাত তুলে মার্কদের নমস্কার করলে। মার্করা প্রতিনমস্কার ক'রে কাণ্ডারীকে বললে—"কৈ আমাদের জাহাজ?"

—"ঐ যে আপনাদের মাল উঠ্‌ছে, এখন আমাদের ভাড়ার অর্দ্ধেক দিয়ে দিতে হবে—"

মার্ক বললে—"মিত্র, কি বল?"

চন্দ্রকুমার পকেট থেকে খানকয়েক বিল বা'র করতে করতে বললে—"ক্ষতি ত কিছুই দেখ্‌ছি না, কিন্তু লোকটা কে? বোধ হয় দলের সর্দ্দার। যা দেখ্‌ছি আমরা স্মাগ্‌লারদের হাতে পড়েছি; ঐ দেখ, যে জাংকে আমাদের যাবার কথা, ওর মধ্যে আরও যেন কারা ব'সে আছে।"

—"যখন যাত্রা করা গেছে তখন আর ফিরব না। শেষ অবধি কি হয় দেখা যাক। এটা একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার বটে—" ব'লে মার্‌ক চন্দ্রকুমারের সঙ্গে জাংকখানার কাছে গিয়ে কাণ্ডারীর হাতে অর্দ্ধেক পাওনা দিলে।

কাণ্ডারী নোট ও মুদ্রাগুলো জামার ভেতরে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লে—"উঠুন। সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। আমি আপনাদের সঙ্গে যাব না। কোন ভয় নেই আপনাদের। ঐ দেখুন আপনাদের মত আরও অনেক যাত্রী চলেছে—"

মার্‌ক ও চন্দ্রকুমার জাংকে উঠ্‌বার মিনিট-পনেরো পরেই জাংক ছেড়ে দিলে।

বন্দরের কালো জল কেটে পাল উড়িয়ে হেলে-দুলে জাংক চলেছে। চারধারে অন্ধকার। তার মাঝে এখানে-ওখানে জাহাজ ও জাংকের আলো তারার মত জ্বল্‌ছে। জলে ঢেউ উঠেছে; ঢেউগুলোর মাথায় ফস্‌ফরাসের নীলাভ আলো—মনে হচ্ছে শিখাহীন আগুন লাফাচ্ছে। জাংকের পিছনে জলে পিঠ ভাসিয়ে কয়েকটা হাঙর আস্‌ছিল। তাদেরও পিঠের ফস্‌ফরাস্‌ জ্বল্‌ছে।

মারক্‌রা বসেছিল এক কোণে। ভেতরে কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই। যাত্রীরাও কেউ কোন কথা বল্‌ছে না, কাজেই তারা কে, কোন্‌ দেশের লোক, বোঝা অসম্ভব।

মার্‌ক বল্‌লে—"মিত্র, কতক্ষণ যেতে হবে বোঝা যাচ্ছে

না। এখন আমাদের কিছু কর্‌বার নেই। আজ রাতে খাবারও জুটবে না। অতএব যতটুকু পারা যায় এরই মধ্যে কাত হ'য়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।"

—"কথাটা মন্দ বল নি—" ব'লে চন্দ্রকুমার তার হোল্‌ড-অল্‌টার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে পা ছু'খানা যথাসম্ভব ছড়িয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়্‌ল।

মার্‌ক আগে থেকেই আধ-শোওয়া অবস্থায় ছিল, এখন চোখ ছুটো বুজ্‌ল মাত্র।

সাত

তখনও ভাল ক'রে ফর্সা হয় নি, মার্কদের জাংক একটা ছোট খাড়ির মধ্যে ঢুকল।

চন্দ্রকুমার ও মার্ক দু'জনেই যাত্রার প্রথম দিকে ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়েছিল। তারপর থেকে দু'জনের চোখে আর ঘুম আসে নি। তাদের পাশে যে লোকটি জড়সড় হ'য়ে বসেছিল, তার সঙ্গে দু'জনের বেশ আলাপ হ'য়ে গেছে। লোকটি রুষ, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজী ও চীনা ভাষায় দক্ষ, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি তার মাতৃভাষা সে পরিচয় দেয় নি। পেশা কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছিল—"দেশ দেখে বেড়ানো।" কিন্তু তা'রা একসঙ্গে চারজন। প্রত্যেকেরই সঙ্গে একটি ক'রে রাইফেল। লোকটা তখনও ঘুমোচ্ছে। জাংকখানা পাল নামিয়ে কূলে পৌছতেই সে জেগে উঠে বস্‌ল; সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রকুমারকে বল্‌লে—"এখন থেকে তোমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। মাঞ্চুরিয়া-সীমান্ত থেকেই দস্যুর উৎপাত—"

—"ধন্যবাদ। আমরা নিরস্ত্র। শীঘ্র অস্ত্র-সংগ্রহেরও কোন উপায় দেখ্‌ছি না। তবে ভরসা করি, তোমাদের সঙ্গে যতদূর যাব ততদূর আমরা নিরাপদ—"

—"আমিও তাই আশা করি। তবে দু'জনে দুটো রাইফেল্স কিনে সঙ্গে রাখ্‌লে পথচলার সুবিধে হবে। যদি উপযুক্ত দাম পাওয়া যায়, মাঞ্চুরিয়া-সীমান্তে আমরা তোমাদের দু'জনকে দুটো রাইফেল দিতে পারি।"

মার্‌ক বল্‌লে—"দেখা যাক—"

তারপর মিনিট-দশেকের মধ্যেই সকলে তীরে নাম্‌ল। শৈলময় তীরভূমি ততক্ষণে অনেক ফর্সা হ'য়ে গেছে। মার্‌করা দেখ্‌লে, তা'রা সংখ্যায় দশজন। তা'রা দু'জন ছাড়া আর কারও সঙ্গে মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। যা সামান্য আছে সকলে তা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে। মার্‌কদের জিনিসগুলো দু'জন মাঞ্চু কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে।

তা'রা দু'জনে সকলের সঙ্গে ওপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পিছন ফিরে দেখ্‌লে, খাড়িটা বেশি লম্বা নয়; তিন ধারে ছোট ছোট শৈল। যেদিক্ দিয়ে তারা খাড়িতে ঢুকেছিল, বাঁ-ধারের পাহাড়টা সেদিকে এমন ঘুরে গেছে যে, মনে হয় খাড়িটা একটা হ্রদ—চার ধারেই ডাঙা। খাড়ির মধ্যে আরও খান-তিনেক জাংক ছিল। সেগুলোর একখানা তখন ছাড়বার উদ্যোগ করছে। মার্‌ক পথে উঠে হাত-পনেরো গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখ্‌লে। কিন্তু পাহাড়ের আড়ালে পিছনের দৃশ্যটা ঢাকা পড়েছে—জল বা জাংক কিছু দেখা যাচ্ছে না। এখান থেকে মাঞ্চু-সীমান্ত এখানকার হিসেবমত ধর্‌লে খুব বেশি দূর নয়।

সকলে চলেছে। সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক। লোকটা মাঙ্গু না হ'লেও চীনা হবেই। অনেকগুলো ভাষার ওপর তার দখল। সে আছে সকলের আগে, আর সকলের পিছনে কুলীরা।

ছু'পাশের পাহাড়গুলো গাছপালাহীন ও তৃণশূন্য। মাঝে মাঝে ছু'একটি সামুদ্রিক পাখী আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, ছু'একটি পাহাড়ের মাথায় ব'সে আছে।

তখন বেশ রোদ উঠেছে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে, মারক বল্লে—"মিত্র, আমরা ছু'জনেই ত কাল থেকে লুকিয়ে আছি। তার ওপর পথচলার পরিশ্রমে ক্ষিদের আগুনটা এমন প্রখর হ'য়ে উঠেছে যে, বেশিক্ষণ এভাবে থাক্‌লে ভয় হয়, সারা পেটটাই পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে!"

—"কিন্তু এখানে ত খাবারের জোগাড় হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।"

—"এরা সকলে খাবে কি ?"

—"আরও খানিকটা পরে দেখা যাবে কি ঘটে—"

তারপর আরও ঘণ্টাখানেক পার্ব্বত্য পথ দিয়ে চ'লে তা'রা একটি ছোট উপত্যকায় এসে পৌছল। উপত্যকাটির দক্ষিণে পাহাড়ের কোলে খানছুই ঘর; ঘর-ছু'খানির ওপরে টালির ছাউনী, দেওয়ালগুলো খণ্ডপাথর সাজিয়ে তৈরী। চাল ফুঁড়ে চিম্‌নি উঠেছে। সাম্‌নে খানিকটা উঠান, উঠানের

বাঁ-ধারে কয়েকটি গাছ, গাছগুলো বেশি উঁচু নয়। উঠানে গোটা-পাঁচেক শূয়র ও গোটা-দশেক মুরগী চ'রে বেড়াচ্ছিল।

তার ওধারে দু'জন মাঞ্চু—নাক খাঁদা, চোখ ছোট, মাথায় বেণী, গায়ে ঢিলা জামা, পায়ে ফিতাহীন বুট। লোক-দু'জন দাঁড়িয়ে পাইপ্ টান্ছে। মার্কদের দলের সকলের আগে যে লোকটা

ছিল সে হাত তুলে লোক-দুটাকে ইসারায় কি বল্‌লে, তা'রাও উত্তরে শুধু হাত তুল্‌লে। তারপর লোকটার সঙ্গে সকলে ঘরখানার সাম্‌নে উঠানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সেখানে দাঁড়িয়ে মারকদের চোখে পড়্‌ল, ঘরের পিছন-দিক থেকে ভূমি নীচু হ'য়ে কিছুদূর চ'লে গেছে। তার একপাশে একটি জলাশয়। জলাশয়ের তীর থেকে খানিকদূর ছোট ছোট গমের ক্ষেতে ঢাকা। ক্ষেতের ওধারে আরও খানতিনেক ছোট ছোট ঘর।

মার্‌কদের পথপ্রদর্শক বল্‌লে—"এটা কৃষকদের বাড়ী। এখানেই এখন কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্।"

সকলে উঠানের এক পাশে সারবন্দী হ'য়ে বস্‌ল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের খাবার এল—ময়দা-সিদ্ধ, মুরগীর মাংস ও দুধ-চিনিহীন চা।

মারক বল্‌লে—"চীন, জাপান, রুষিয়ার সর্ব্বত্র চা একটা প্রধান পানীয়। সিঙ্গাপুরে চায়ের ইট দেখা যায় না। কিন্তু চীনদেশের সব জায়গায় চায়ের ইট খুব চলে। আমাদেরও খানকয়েক চায়ের ইট সঙ্গে নিতে হবে। শুনেছি মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার কোন কোন জায়গায় চায়ের ইটের বিনিময়ে জিনিসপত্র পাওয়া যায়—"

—"শীঘ্রই তা দেখা যাবে—"

মিনিট-দশেকের মধ্যেই তাদের সকলের খাওয়া শেষ হ'য়ে

গেল। এই খাদ্যের জন্য প্রত্যেককে মূল্য দিতে হ'ল—চার রুবল ক'রে

তারপর আবার চল্‌তে চল্‌তে সকলে সন্ধ্যার একটু আগে মাঞ্চু-সীমান্তে গিয়ে পৌঁছল।

জায়গাটা পার্ব্বত্য। একটি সরুপথ পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। সেখানে জনকয়েক মাঞ্চু নিতান্ত বিনা কাজেই খান-কয়েক পাথরের ওপর উঠে গেছে। জায়গাটার কাছে-কিনারে কোথাও বাড়ী-ঘর নেই, ভাল পথ বলতেও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পথপ্রদর্শক বল্‌লে—"পাহাড়ের ঐ পথটা ধ'রে গেলেই আপনারা মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছবেন। যদি ইচ্ছা হয় আপনারা এখনই যেতে পারেন। মাঝে একটি ছোট নদী আছে। তবে তা'তে এখন জল নেই। তার ওপারেই মাঞ্চুরিয়া—"

পথিকদের অনেকেরই ইচ্ছা—তা'রা তখনই সীমান্ত পার হ'য়ে যায়।

পথপ্রদর্শক বল্‌লে—"মাঞ্চুরিয়ায় পৌঁছলে কিন্তু আমাদের কোন দায়িত্ব থাক্‌বে না।"

মার্‌ক জাংকের সেই রাইফেলওয়ালা লোকটিকে বল্‌লে—"আপনার ওদেশ সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে ত; এখন সীমান্ত অতিক্রম করা উচিত হবে কি?"

—"না কর্‌লেও বিশেষ লাভ হবে না। এখানে আশ্রয়

কোথায় ? রাত্রে দারুণ ঠাণ্ডা। আমরা যে পথে এসেছি, এ পথে আমাদের মত পথিক ছাড়া আর কেউ যাতায়াত করতে পারে না। ওপারে গেলে হয়ত কোন আশ্রয় পাওয়া যাবে, আর একটা কথা—আপনাদের সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই—"

—"ওপারে গিয়ে আমাদের দু'জনকে দু'টো রাইফেল আর তার উপযুক্ত টোটা দিলে উপকৃত হ'ব—অবশ্য মূল্যের বিনিময়ে।"

লোকটা সম্মতি জানালে এবং সকলেই সরু পথটা ধ'রে পাহাড়ের ওপর উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে মাঞ্চুগুলো পাহাড়ের ওপর বসেছিল, তা'রাও তাদের পিছু নিলে। বন্ধুর পথ। তার ওপর অন্ধকার নেমে আস্‌ছে। পথপ্রদর্শক বল্‌লে—"আর আধ ঘণ্টা যেতে পার্‌লেই আমরা নদীটার ধারে গিয়ে পড়্‌ব।"

কিন্তু তার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল, অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে এল, তবুও তা'রা নদীটার তীরে পৌছতে পার্‌ল না। চন্দ্রকুমার ফিরে দেখ্‌লে, পিছনে যে মাঞ্চু কয়জন আস্‌ছিল তা'রা নেই; কোথা দিয়ে কোন্ দিকে যেন স'রে পড়েছে। সে বল্‌লে—"মার্‌ক, আমাদের পথপ্রদর্শকের কোন মতলব আছে কি ? পিছনে যে ক'জন মাঞ্চু আস্‌ছিল, তাদেরও ত দেখা যাচ্ছে না!"

মার্‌ক ছিল চন্দ্রকুমারের আগে। তা'রা দু'জনেই সাম্‌নের অন্য সকলের কাছ থেকে কিছু পিছিয়ে পড়েছিল। মার্‌ক হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"সাম্‌নেও ত কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না!"

—"সে কি? চল—জোরে চল।" ব'লে চন্দ্রকুমার তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়েই একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে মার্‌কের ঘাড়ের ওপর পড়্‌ল।

মার্‌ক কোন রকমে টাল সাম্‌লে নিয়ে চন্দ্রকুমারকে ধ'রে তুলে বল্‌লে—"কোথাও ভাঙে নি বা কাটে নি ত?"

চন্দ্রকুমার সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"না। কিন্তু আমরা কি ক'রে কোথায় এসে পড়্‌লাম? এ রকম ভুল হওয়াটা বড়ই আশ্চর্য্যের।"

—"মোটেই আশ্চর্য্যের নয়। তোমার মনে পড়ে—মিনিট-পনেরো আগে আমরা দুটো রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছিলাম?"

—"হাঁ—হাঁ—"

—"আমরা দু'জনে বরাবরই পিছিয়ে আস্‌ছিলাম। যতদূর মনে হয়, সেইখানে আমরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি।"

—"আমরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌লেও আমাদের পথপ্রদর্শক... ঐ দেখ বাঁ-ধারে একটা আলো—"

মার্‌ক তাকিয়ে দেখ্‌লে, সত্যিই বাঁ-ধারে একটা আলো। আলোটা হঠাৎ নিভে গেল, তার পরই আধার জ্বলে উঠ্‌ল। মার্‌ক বল্‌লে—"আলোটা যে খুব বেশি দূরে জল্‌ছে তা মনে হচ্ছে না। এই জনমানবশূন্য পার্ব্বত্য পথে নিরস্ত্র হ'য়ে ক্লান্ত শরীরে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে মনে হয় আলোটার দিকেই যাওয়া যাক্‌। হ'তে পারে আলোটা আমাদেরই কেউ আমাদের

দু'জনের উদ্দেশ্যে জ্বেলেছে। ঐ শোন রাইফেলের আওয়াজ—পর পর দু'বার—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ঐ আলো ঝিলিক্ দিয়ে উঠ্‌ল—ঐ আবার রাইফেলের আওয়াজ। ঝিলিক্ দিয়ে উঠ্‌ল—ওটা রাইফেলের আলো। লক্ষ্য করেছ, মার্‌ক, ওটা ঐ আলোটার কাছেই দেখা গেল। ঐ দেখ, আলোটা হঠাৎ নিভে গেল, আবার জ্বলে উঠ্‌ল। নিশ্চয়ই প্রদীপ বা আগুন জ্বল্‌ছে, তার সাম্‌নে দিয়ে কেউ স'রে গেল, সেজন্যে আলোটা অমন হঠাৎ নিভে আবার জ্বলে উঠ্‌ল। মনে হচ্ছে, ওরা আমাদেরই লোক। চল মার্‌ক, অন্ধকার খুব গাঢ় হ'য়ে এসেছে।"

—"কিন্তু বাঁ-দিকে পথ নেই ; একটু আগে দেখেছিলাম জায়গাটা ঢালু ও মাঝে মাঝে এক-একটা উঁচু জায়গার ওপর পাথর ছড়ানো। চল, পিছিয়ে যাওয়া যাক্। মিনিট-পনেরো চল্‌লে নিশ্চয়ই দুটো পথের সঙ্গমে গিয়ে পৌঁছতে পার্‌ব। কিন্তু যে অন্ধকার—"

—"ভাল কথা মনে পড়েছে। আমার কোটের পকেটে যে এখনও আধখানা মোমবাতি আর দেশলাইটি আছে। তোমার কি মনে পড়ে, নাগাশাকিতে সেই যে সন্ধ্যার পর একটা মোমবাতি কিনে কাগজের লণ্ঠনের ভেতর জ্বেলে, সেটা হাতে ক'রে কিছুদূর এসেছিলাম ?"

—"সেই লণ্ঠনটাও আছে কি? না হ'লে, এই হাওয়ায় বাতিটা নিভে যাবে।"

—"পরম দুর্ভাগ্য যে, সেটা রয়েছে আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে।"

—"আচ্ছা, আমার কাছে এক তা অয়েল-পেপার আছে। আমি এটা দিয়ে একটা ঠোঙা তৈয়ার কর্‌ছি; বাতিটা আমায় দাও।"—ব'লে, মারূক চন্দ্রকুমারের হাত থেকে বাতিটা নিয়ে অয়েল-পেপারের মধ্যে রেখে কাগজখানা তার চারধারে ঠোঙার মত ফুলিয়ে দিলে। চন্দ্রকুমার বারদুই চেষ্টা ক'রে একটা কাঠি ধরিয়ে বাতিটা জ্বাল্‌লে। বাতি হাতে মারূক চল্‌তে লাগ্‌ল আগে আগে, তার পিছনে চন্দ্রকুমার।

স্বল্প আলো, উঁচু-নীচু পথ, গাঢ় অন্ধকার, কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দু'জনে প্রায় মিনিট-কুড়ি চ'লে দুটি পথের সেই সংযোগ-স্থলে এসে পৌঁছল। কিছুদূর থেকেই সেই আলোটা দেখা যাচ্ছিল না।

মারূক বল্‌লে—"এবার চল এই রাস্তা ধ'রে। ঐ শুনছ রাইফেলের আওয়াজ?"

—"হাঁ—"

তারপর দু'জনে চুপচাপ সেই পথ ধ'রে পূরো আধ ঘণ্টা চ'লে সাম্‌নের বাঁক ঘুরতেই দেখে, হাত-পঞ্চাশেক দূরে একটি আলো, তার কাছ থেকে কিছু দূরে কয়েকটি লোক। লোকগুলো তাদের দিকে পিছন ফিরে ব'সে আছে।

মার্ক চট্ ক'রে বাতিটি নিভিয়ে থমকে দাঁড়াল; তারপর একটু পিছিয়ে এসে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বল্‌লে—"ওরা কে? মনে হচ্ছে, আমাদের দলের কেউ নয়—"

চন্দ্রকুমার তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, একটু এগিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, লোকগুলোকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। ঐ যে বন্দুকের নল ঝক্‌ঝক্ করছে। ঐ একজন উঠে আলোর ওধারে স'রে গিয়ে তাদের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল। লোকটার হাতে রাইফেল। চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ঐ যে সেই—মার্ক, চল—চল—"

মার্ক তৎক্ষণাৎ পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে চন্দ্র-কুমারের পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌ল। হাত-কুড়ি গিয়েই মার্ক ব'লে উঠ্‌ল—"হাঁ—তা'রাই—" তারপর চীৎকার ক'রে বল্‌লে—"ধন্যবাদ মশায়রা, আমরা ফিরে এসেছি।"

—"ঐ দেখ মার্ক, আমাদের জিনিসগুলো।"

তাদের গলার আওয়াজ পেয়ে পথপ্রদর্শক ব'লে উঠ্‌ল—"শীগ্‌গির আসুন মশায়রা। ওপার থেকে রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আর যাব না। ঐ যে নদী; ওটা পার হ'য়ে চ'লে যান। যাবার আগে আমাদের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিন্।"

যে লোকটার সঙ্গে জাংকে আলাপ হয়েছিল, সে বল্‌লে—

"আমাদের আপত্তি নেই। কি বলেন মশায়রা, আপনাদের মত আছে ত?"

মারক ও চন্দ্রকুমার একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল—"অগত্যা।"

সে বল্‌লে—"আমরা ত সংখ্যায় বারজন। সঙ্গে অস্ত্র আছে। তবে আপনাদের জিনিসপত্রগুলোর ব্যবস্থা আপনাদেরই এখানকার মত করতে হবে—"

—"আপত্তি নেই। কিন্তু এর পর আশ্রয় ও সেই সঙ্গে যাহোক কিছু খাদ্য পেলে তবেই সুখী হ'ব—" ব'লে চন্দ্রকুমার পকেট থেকে কতকগুলো রুবল বা'র করলে।

লোকটা বল্‌লে—"তা যদি না-ও পাওয়া যায় তবুও সহ্য করা ছাড়া আর কি পথ আছে?"

তা'রা সকলে পথপ্রদর্শককে বাকী পাওনা চুকিয়ে দিতেই সে দু'জন কুলীকে নিয়ে ফিরে গেল। মারক ও চন্দ্রকুমার চামড়ার ট্রাঙ্ক দুটো পিঠে তুলে বিছানা দুটো কোন রকমে হাতে ঝুলিয়ে নিলে। তা'রা দু'জন রইল সকলের পিছনে। সকলের আগে যে চল্‌তে লাগ্‌ল, তার হাতে লণ্ঠন, পিঠে রাইফেল।

প্রায় মিনিট-কুড়ি ক্রমাগত নেমে সকলে শুষ্ক ও বালুময় নদীটা পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে উঠ্‌ল।

আট

নদীর ওপার থেকে পথটা কিছুদূর বেশ পরিষ্কার।

দূরে এক জায়গায় দুটো আলো দেখা যাচ্ছে। একটা আলো ছোট, আর একটা তার চেয়ে একটু যেন বড় ও উজ্জ্বল।

মারূক বল্‌লে—"মিত্র, এ বোঝা ত আর বওয়া যাচ্ছে না।"

চন্দ্রকুমার ছিল তার আগে ; সে বল্‌লে—"দূরে যখন আলো দেখা যাচ্ছে তখন ওখানে কোথাও যাহোক একটু আশ্রয় পাওয়া যাবে। যতক্ষণ না পৌঁছাই ততক্ষণ—"

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ ডানধার থেকে একদল মাঞ্চু এসে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালে। চন্দ্রকুমার ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বল্‌লে—"মারূক, শুনেছি মাঞ্চুরিয়ার বিশেষ ক'রে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে দস্যুর উৎপাত।"

—"এবার তার প্রমাণ হ'ল!"—ব'লে মারূক তার বোঝা দুটো মাটিতে নামিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

চন্দ্রকুমার ভাব্‌লে, তাদের জিনিসগুলো ও টাকাকড়ি এবার এদের হাতে তুলে দিতেই হবে ; সেও ট্রাঙ্ক ও বিছানাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কি ক'রে এদের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। তাদের অস্ত্রশস্ত্র নেই ; এদের ভাষাও তা'রা জানে না যে যুক্তিতর্কে ভুলিয়ে দেবে। অবশ্য

লোকগুলো অভাবের তাড়নায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছে। এদের দুর্ব্বৃত্ত বলা যায় না। আগে এখানে কেবল ছিল মংগোলেরা। এখন চীনাদের সঙ্গে তা'রা একরকম মিশে গিয়ে একটি নূতন জাতি তৈরী হয়েছে। মংগোলেরা হ'য়ে গেছে সংখ্যায় কম। তা'রা এর পাহাড়ে, স্তেপভূমিতে এখনও আটটি দলে বিভক্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা সত্যই দুর্দ্ধর্ষ; কিন্তু শিক্ষার অভাবে বিচ্ছিন্ন ও অবনত। চন্দ্রকুমার দেখ্‌লে, তাদের জনকয়েকের হাতে তীরধনুক।

মার্‌ক বল্‌লে—"বড়ই আশ্চর্য্যের কথা মিত্র, এখন পর্য্যন্ত আমরা কিন্তু সুস্থ আছি। ঐ দেখ আমাদের সেই লোকটার সঙ্গে ওদের একজনের আলাপ হচ্ছে।"

—"সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি এই যে, ওরা নিতান্ত সুবোধ বালকের মত চ'লে গেল!"

—"হাঁ, তাই ত! এ কি ব্যাপার? ঐ লোকটা কি এদের দলের?"

—"তবেই হয়েছে—"

সে লোকটা বল্‌লে—"আসুন মশায়রা। কোন ভয় নেই। কিছু দূরেই আহার ও আশ্রয় পাওয়া যাবে।"

—"মিত্র, এ কি ব্যাপার?"—ব'লে মার্‌ক বোঝা দুটো আগের মত তুলে নিলে।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আমার ঘোর সন্দেহ হচ্ছে, ও লোকটার

সঙ্গে এদের যোগ আছে। এখান থেকে স'রে পড়া যায় না ?"

—"না। পড়া গেলেও ওদেরই হাতে আবার পড়্তে হবে। ধৈর্য্যের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাক্—"

চন্দ্রকুমারের অনুমানই সত্য হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যে তা'রা যেখানে গিয়ে উঠ্ল সেটা নামে হোটেল হ'লেও একটা দস্যুর আড্ডা।

সেখানে যারা ছিল তাদের মুখের চেহারা যেমন ভয়ঙ্কর, শরীর তেমনি বলিষ্ঠ- এবং তাদের রসিকতাগুলোও সেই অনুযায়ী রসহীন ও কার্য্যকরী। লোকগুলো একটা টেবিলের চারধারে ব'সে জুয়া খেল্ছিল। তাদের মাথার ওপর কয়েকটা চীনা লণ্ঠন জ্বল্ছে। ঘরের ভেতরটা নোংরা, কেমন একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে লাগ্ছে।

মার্কদের দেখে তাদের বাঁকা ও ছোট ছোট চোখগুলো কয়লার টুক্রোর মত জ্বলে উঠ্ল।

—"চলে আসুন মশায়রা। এইদিকে এই ঘরে—" ব'লে জাংকের সেই আলাপী লোকটা ডানধারের ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে সকলকে হাত নেড়ে ডাক্তে লাগ্ল। তার বাঁ হাতে রাইফেল। তার সঙ্গে যারা ছিল, তা'রা আগেই ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে।

চন্দ্রকুমারেরা লোকটার কথামত ঘরের ভেতর ঢুকে পড়্ল।

ছোট ও নোংরা ঘর; দেওয়াল ও ছাদে কালি। মেঝের একধারে একখানা ছেঁড়া কম্বল প'ড়ে ছিল। কাচের জানালার গায়ে একটা চীনা লণ্ঠন্ ওপর থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলান, তার কাগজ ফাটা ও কালিমাখা।

সেই লোকটা বল্‌লে—"জিনিসপত্র সব রাখুন এখানে। আমি থাক্‌তে কোন ভয় নেই। এখনই খাবার আস্‌বে।"

মারক ও চন্দ্রকুমার ট্রাঙ্কের ওপর চেপে বস্‌ল। আর যারা ছিল তা'রাও যে যেখানে পারলে একটু জায়গা ক'রে সেইখানেই যথাসম্ভব আরাম ক'রে ব'সে পড়্‌ল।

সকলেই খুব ক্লান্ত। শীতও লাগ্‌ছে বেশ প্রখর। পাশের ঘরের লোকগুলোর চেহারা, সমস্ত জায়গাটার কুখ্যাতি —তাদের আরও কাতর ক'রে তুল্‌লে। চন্দ্রকুমারের সঙ্গে যারা বসেছিল, মনে হ'ল, তা'রা দক্ষিণ-চীনবাসী।

মার্‌ক চন্দ্রকুমারের কানে কানে বল্‌লে—"ট্রাঙ্কটা খুলে গরম পোষাকগুলো গায়ে চড়িয়ে নেওয়া যাক্‌। আমি ত মনে কর্‌ছি খাবার পরই কোন ছলে স'রে পড়্‌ব।"

—"সে চেষ্টার আপাততঃ দরকার নেই। কেননা লক্ষণ দেখে মনে হয়, আমরা এখান থেকে অন্ততঃ নিরাপদে বা'র হ'তে পার্‌ব। ঐ যে খাবার আস্‌ছে।"

প্রথমে এল চা। চা-পান শেষ হ'লে এল কয়েকটা বাটিতে মাংস ও ভাত। তাদের সঙ্গে যে চীনাগুলো ছিল,

তা'রা দুটি কাঠি বা'র ক'রে মুখের কাছে মাংস ও ভাত ভরা বাটি তুলে আশ্চর্য্য কৌশলে তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করলে। মারক ও চন্দ্রকুমার ট্রাঙ্ক খুলে কাঁটা-চামচ বা'র ক'রে নিলে। খেতে খেতে চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"যে চারজন লোকের হাতে রাইফেল ছিল, তাদের একজনও কিন্তু আমাদের এ ঘরে নেই—"

এক চামচ ভাত মুখে পুরে মারক বল্‌লে—"বোধ হয় অন্য ঘরে আছে। মাংসটার এ রকম বিশ্রী গন্ধ কেন মিত্র?"

—"রসুনের জন্যে। মনে নেই পথে সেই চাষার বাড়ীতেও আমরা এই রকম মাংস খেয়েছিলাম? এদের প্রধান খাদ্য ভাত।...ও কি পাশের ঘরে অত গোলমাল ধূপধাপ আওয়াজ হচ্ছে কেন? ঐ যে কে চীৎকার ক'রে উঠল! ওটা আর্ত্তনাদ, না, রণ-হুঙ্কার?

সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে। চন্দ্রকুমার পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দরজা একটু ফাঁক ক'রে দেখেই চট্‌ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে স'রে এসে বল্‌লে—"মারক, খুন।"

—"কি রকম?"

—"একজন মাঞ্চুর বুকে আর একজন মাঞ্চু বেমালুম ছোরা বসিয়ে দিলে! ঐ শোন মারামারির আওয়াজ—"

তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে হঠাৎ দরজা ঠেলে জাংকের সেই লোকটা ও তার সঙ্গী তিনজন উত্তেজিত

অবস্থায় ঘরে ঢুকে বল্‌লে—"উঠুন, শীগ্‌গির উঠুন। এদের সর্দ্দার বল্‌ছে—আপনাদের নিয়ে ঐ দরজাটি দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌তে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে তার একটা বাড়ী আছে। চলুন—চলুন—"

তাদের ছ'জনের তখনও ভাল ক'রে খাওয়া হয় নি,

চীনারাও খাচ্ছে। লোকটা তাদের চীনা ভাষায় বল্‌লে—"শীগ্‌গির ওঠো। চল—বাঁচ্‌লে এর পর ঢের খেতে পাবে।"

তার কথায় চীনারা খুব তাড়াতাড়ি কতকগুলো ভাত মুখে পূরে বোঁচ্‌কা পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাইরের ঘরে তখনও গোলমাল চল্‌ছে। আবার কে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু তখন ব্যাপারটা দেখ্‌বার সময় ছিল না। মার্‌করা কাঁটা-চামচগুলো পকেটে পূরে

বিছানা ও ট্রাঙ্ক ঘাড়ে তুলে নিতে নিতে সে লোকটা পাশের দরজার খিল খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রকুমারেরাও তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। কিছুদূর গিয়ে মার্‌ক লোকটাকে বল্‌লে—"সেই বাড়ী ছাড়া এখানে আর কোন আশ্রয় নেই কি?"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা যার আশঙ্কা কর্‌ছেন সেখানে সে-সব কিছু নেই। সেটা সত্যিই একটা হোটেল। বছর-পাঁচেক আগে আমি দিনদুই ঐ হোটেলে ছিলাম।"

মার্‌ক আর কিছু বল্‌লে না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই তা'রা সেখানে পৌঁছে গেল। তার সাজ-সজ্জা ও লোকজন দেখে বাইরে থেকে একটুও মনে হয় না যে সেটা হোটেল ছাড়া আর কিছু।

মার্‌ক ও চন্দ্রকুমার একখানা ঘর আলাদা ভাড়া নিয়ে তাতে রাত কাটানোর আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌ল। মার্‌ক বিছানা পাত্‌তে পাত্‌তে বল্‌লে—"আজ রাতেই আমাদের পথটা স্থির ক'রে ফেল্‌তে হবে, মিত্র—"

চন্দ্রকুমার তার বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বল্‌লে—"আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমরা যেখানে আছি তার পশ্চিমে শান্‌ইলিন্ পর্ব্বতমালা। তা থেকে একটা নদী বেরিয়ে উত্তরে সুংগুরি নদীতে পড়েছে। নদীটার নাম হুর্‌কা।

হুর্কা দিয়ে নৌকোয় সুংগুরিতে পড়্ব। তারপর সেখান থেকে পৌছব আমুরে। আমুর দিয়ে উজিয়ে সাইবিরিয়ার তীরে মংগোলিয়ার সীমান্ত ধ'রে পশ্চিমে বুরুলেন নদীতে পড়্ব। সেটা ধ'রে গোবি মরুভূমির সীমান্তে পৌছে সেখান থেকে ঐ সীমান্ত ধ'রেই উটে চ'ড়ে আল্তাই পর্ব্বতমালায় গিয়ে উঠ্ব—"

এমন সময় মার্ক বল্লে—"যে শীত—এক পেয়ালা গরম চা যদি পাওয়া যেত—"

সেই সময় বাইরে থেকে কে যেন দরজায় ঘা দিয়ে বল্লে—"আস্তে পারি ?"

—"হাঁ—" ব'লে মার্ক দরজা খুলে দিলে। চন্দ্রকুমারের সাম্নে তখন ম্যাপখানা খোলা।

আগন্তুক দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দু'জনে দেখ্লে—সেই লোকটাই এসেছে। এবার আর তার হাতে রাইফেল নেই। পোষাকে ও চেহারায় একটু যেন পারিপাট্য।

লোকটা সহাস্যমুখে বল্লে—"আপনাদের সময়ের কিছু ক্ষতি কর্‌ছি—"

দু'জনেই একসঙ্গে ব'লে উঠ্ল—"নিশ্চয়ই না। বসুন, আপনার সঙ্গে আমরা আলাপ ক'রে বিশেষ উপকৃত—"

লোকটা চন্দ্রকুমারের বিছানার এক পাশে বস্তে বস্তে বল্লে—"আপনার হাতে দেখ্ছি এশিয়ার ম্যাপ—"

—হাঁ।"

—"দেখুন, আপনারা না বল্‌লেও আমি বুঝেছি, আপনারা দূরের পথিক ; আপনাদের উদ্দেশ্য কোন কিছু সংগ্রহ করা।"

মারুক ও চন্দ্রকুমার একটু হাস্‌লে। তারপর চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আপনার সম্বন্ধেও আমাদের একটি অনুমান আছে—"

"যে, আমি একজন দস্যু—অন্ততঃ একদল মাঞ্চুদস্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সে যাই হোক, আমার যথার্থ পরিচয় পরে দেব। আগে আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে নিতে চাই। মাঞ্চুরিয়া ও তার সীমান্ত সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সেটুকু হয়ত আপনাদের কাজে লাগ্‌তে পারে।—" ব'লে লোকটা চুপ করলে ; তারপর আবার বল্‌লে—"এটা হ'ল নিতান্ত হতভাগ্যদের দেশ। দেখুন, এখানে দুটো নদী প্রধান। একটা হ'ল উত্তরে সুংগুরি, অপরটি দক্ষিণে লিয়াও। এ ছাড়া উত্তর সীমান্তে আমুর, পূবে পশ্চিমে ও মাঝে অনেকগুলো ছোট ছোট নদী আছে। চারধারে পর্ব্বতমালা। পশ্চিমে খিনগাঙ পর্ব্বত, পূর্ব্বে শান্‌ইলিন্‌ পর্ব্বত প্রধান। এখানে ভুট্টা, গম ও নানারকম দাল হয় প্রচুর। সোনা আর লোহা—এ দুটো অত্যাবশ্যক খনিজ সম্পদ ত এখানে আছেই ; মনে হয়, খুঁজ্‌লে ও-দুটো ছাড়া আরও দু'চার রকম ধাতু মিল্‌তে পারে। এর উত্তরভাগে আমুর নদীর তীরভূমিতে লোকালয় থেকে বহুদূরে, জায়গায় জায়গায় সম্প্রতি সোনা আবিষ্কৃত হয়েছে।

সে সোনা সংগ্রহের জন্য সাহাবারয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান থেকেও কত অসমসাহসিক যে ও-অঞ্চলে গেছে এবং সোনা সংগ্রহ ক'রে বড়মানুষ হচ্ছে, তা আর কি বলব।

"তারপর শুনুন, এর নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এর জঙ্গলে কাঠও পাওয়া যায় যথেষ্ট। সেটা যে-কোন দেশের পক্ষে একটি বড় সম্পদ হ'তে পারত। উত্তরভাগের গভীর অরণ্য নানারকম বন্যজন্তুতে ভরা। তার মধ্যে বড় বড় বাঘ, বড় বড় হরিণ আছে। এ অঞ্চলে শীতের সময় ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা ব'লে জন্তুগুলোর গায়ে বড় বড় লোম। লোমশ বাঘ বা হরিণ কখনও দেখেছেন? আমুর নদীর তীরে পার্ব্বত্য বনভূমিতে তা যথেষ্ট দেখা যায়। এদের চামড়া আর লোম ত এ দেশের অনেকেরই পণ্য। এখানে সয়াবিন নামে আর একটা জিনিস আছে। তা থেকে তেল, খাদ্য প্রভৃতি তৈরী হ'য়ে থাকে।

"এখানকার লোকগুলোর গায়ে জোর আর মাথায় বুদ্ধি আছে। এরা পরিশ্রমীও বটে, তবুও দেখুন এদের উন্নতি নেই। এদের নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, লুটতরাজ লেগেই আছে। বিশেষ ক'রে উত্তরভাগে আমুর নদীর দিকে এটা বেশি। অবশ্য ওদিকে লোকের বসতিও খুব কম। অনেকের ব্যবসাই দস্যুগিরি। এর জায়গায় জায়গায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ...যাক সে কথা, আপনারা কোথায় কি উদ্দেশ্যে যেতে চান?"

মারুক বল্‌লে—"উদ্দেশ্য গোপন করার ইচ্ছে আমাদের

নেই ; বরং ব্যক্ত ক'রে আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য যদি পাওয়া যায় সে চেষ্টা আমরা করতামই। তবে আপনি কথাটা পেড়ে ভালই করেছেন।"

লোকটি জিজ্ঞাসু চোখে মার্কের মুখের দিকে তাকালে।

মার্ক বল্‌লে—"আমরা আস্‌ছি সিঙ্গাপুর থেকে, যাব আল্‌তাই পর্য্যন্ত ; উদ্দেশ্য দেশ-বেড়ানো।"

—"আপনারা কি করেন ?"—ব'লে লোকটা মার্কের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

মার্ক নিতান্ত সহজভাবে বল্‌লে—"এখন কিছু করি না, আগে কর্‌তাম চাকরি। আর আমার বন্ধুটির কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে। আমাদের পরিচয় ত শুন্‌লেন, এবার দয়া ক'রে আপনার পরিচয় দিয়ে যদি বাধিত করেন।"

—"আমার পরিচয় দেবার মত কিছু নেই। তবে আমি দস্যু নই, ঐ দস্যুদলের কোন সংস্রবেও থাকি না; তবে ওর সর্দ্দারের সঙ্গে কিছু খাতির হ'য়ে গেছে। সেই জন্যে এ অঞ্চলে যেখানে খুশী নিরাপদে যেতে পারি। আমি বর্ত্তমানে যাব উত্তরে। এর বেশি আর কিছু বল্‌তে পার্‌ব না—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন। আপনিও কি কোন কিছুর সন্ধানে চলেছেন ?"

—"না। আমি আর তার সন্ধান করি না। ওসব কথা যাক্—আপনারা কোন্ পথ ধ'রে যাবার সংকল্প করেছেন ?"

চন্দ্রকুমার ম্যাপখানা তার সাম্‌নে রেখে পথটার ওপর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে গেল।

লোকটি ম্যাপের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে— "আমি আপনাদের কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি। এ দেশের সর্ব্বত্র রুষদের প্রতিপত্তি বেশি। উত্তরে আমার অনেক রুষ বন্ধু আছে। সে অবশ্য পরের কথা। আগে হুর্‌কা নদী অবধি যান। কাল আমি আপনাদের জন্যে তিনটে ঘোড়া ঠিক ক'রে দেব। আপনারা ঘোড়ায় চড়্‌তে জানেন?"

—"কিছু কিছু—"

—"ঘোড়া তিনটে নদীর ধারে পাটনীর কাছে বেচে, কাঠ ও চামড়ার ভেলায় বা নৌকোয় স্থংগুরি অবধি যাবেন। তারপর সেখানে অন্য নৌকোয় চ'ড়ে যাবেন আমুরে; আমুর থেকে আবার জাংকে উজিয়ে যাবেন। কোথায় কত খরচ পড়্‌বে, কার জাংকে যাবেন, সেসব আমি কাল সকালে যাবার সময় ব'লে দেব। সঙ্গে খানকয়েক চিরকুটও থাক্‌বে— হুর্‌কা, স্থংগুরি আর আমুরে আমার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যে-কোন মাঝিকে দেখালেই আপনাদের কোন কষ্ট পেতে হবে না। ভাল কথা, দুটো ভাল রাইফেল আছে আমার কাছে, উপযুক্ত দাম পেলে গুলি-বারুদ সমেত বেচতে পারি। তবে এখন পাবেন না, শান্‌ইলিন্ পর্ব্বত পার হ'লে লোকমারফত পাবেন।"

মার্‌ক বল্‌লে—"বেশ! দস্যুপূর্ণ দুর্গম পথে ও-জিনিসটার

মত সহায় আর দ্বিতীয় নেই। আমরা মনে কর্‌ছি, কাল সকাল ছ'টায় রওনা হ'ব। কিন্তু আপনি ত ঘোড়া তিনটের দাম কত লাগ্‌বে তা বল্‌লেন না!"

—"ঠিক কাল ছ'টাতেই ঘোড়া তিনটে পাবেন। দাম দিতে হবে তখনই। শুভরাত্রি—" ব'লে সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মার্‌করা 'শুভরাত্রি' ব'লে শেকহ্যাণ্ড ক'রে তা'কে দরজার বাইরে অবধি পৌঁছে দিয়ে ভেতরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর পরস্পরের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে থেকে দু'জনেই একসঙ্গে একটু হাস্‌লে।

মার্‌ক বল্‌লে—"আশ্চর্য্য—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আমার মনে হয় উত্তরে ওর সোনা তোল্‌বার দল আছে।"

—"সম্ভব। ওকে খুশী রাখ্‌লে কাজ পাওয়া যাবে।"

—"আমারও তাই অনুমান। কিন্তু আমার মনে হয়, আল্‌তাই অবধি যাবার দরকার নেই। আমুরের এ পারেই স্বর্ণের সন্ধান করা যাক্।"

খানিক চুপ ক'রে থেকে মার্‌ক বল্‌লে—"কথাটা তুমি মন্দ বল নি, মিত্র। আমারও খুব মনে লাগ্‌ছে।"

নয়

পরদিন তা'রা দু'জনে যথাসময়ে ঘোড়ায় রওনা হ'য়ে বেলা দশটার সময় শানইলিন্ পর্ব্বতমালার পাদদেশে এসে পৌঁছল। পর্ব্বতমালাটি উত্তরে আমুর থেকে দক্ষিণে প্রায় পীতসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। চূণা-পাথরের পাহাড়। চূড়াগুলো শাদা। সে-সব চূড়ার নীচে ও গায়ের কিছুদূর অবধি ঘন বন। বনে তখন নানারকম ফুল ফুটেছে; সকল গাছেই নতুন পাতা।

রওনা হবার সময় লোকটি ব'লে দিয়েছিল, 'যদি কোন দস্যুর হাতে পড়েন, এই চিরকুটখানা তাকে দেখাবেন।' এ পর্য্যন্ত তা'রা কোন দস্যুর হাতে পড়ে নি সত্য, কিন্তু এবার এখানে এসে মনে হচ্ছে, যে-কোন মুহূর্ত্তেই দস্যুর হাতে পড়া সম্ভব।

চন্দ্রকুমার একটু পিছিয়ে পড়েছিল; তার সঙ্গে ছিল মালবাহী ঘোড়াটা। সে এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে ব'লে উঠল —"মারক, সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে দেখ। ঐ পাহাড়ের ধার থেকে জনদশেক লোক আমাদের দিকেই আস্‌ছে। ওদের হাতে ওসব কি?"

মারক একটু লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে—"বন্দুক ও তীরধনুক।"

—"চিরকুটখানা বার ক'রে হাতে রাখ।"—ব'লে চন্দ্রকুমার

তার কাছে গিয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ঘোড়া-তিনটে যেন কেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে—কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাক্‌ছে না।

মার্‌ক ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরে বল্‌লে—"ডান ধারে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলো ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের সাম্‌নে ত দেখ্‌ছি ছুটো পথ। কোন্‌টা দিয়ে পাহাড়টা অতিক্রম করব ব'লে তোমার মনে হয়?"

—"ডান ধারেরটা দিয়ে।"

—"আমারও তাই বোধ হচ্ছে। এই যে, এঁরা এসে পড়েছেন—"

লোকগুলি এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের মালবাহী ঘোড়াটার পিঠ থেকে ট্রাঙ্ক ও বিছানা নামাতে স্থুরু কর্‌লে।

জনদুই এগিয়ে এসে মার্‌কদের বুকের সাম্‌নে ছুটো রাইফেল উঁচিয়ে ধর্‌লে। মার্‌ক ও চন্দ্রকুমার দেখ্‌লে, লোকদুটির আঙ্গুল রয়েছে রাইফেলের ঘোড়ার সঙ্গে।

একজন মাঞ্চুভাষায় কি ব'লে তাদের সাম্‌নে হাত পাত্‌লে। মার্‌কও তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে চিরকুটখানা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বল্‌লে—"এই নাও আমাদের যথাসর্ব্বস্ব।"

লোকটা চিরকুটখানা দেখেই প্রথমটা ভ্রূকুটি কর্‌লে; তারপর সেখানা খুলে একবার চোখ বুলিয়েই সঙ্গীদের মাঞ্চু-ভাষায় কি ইঙ্গিত কর্‌তেই তা'রাও সুবোধ বালকের মত স'রে দাঁড়াল। যে লোকগুলো মালপত্র নামাচ্ছিল, তা'রাও মালগুলো যথাস্থানে রেখে দিলে।

যে লোকটার হাতে চিরকুট ছিল, সে হাত দিয়ে ডান ধারের পথটা দেখিয়ে যা বল্‌লে, তার মধ্যে কেবল বোঝা গেল—"হুর্‌কা।"

চন্দ্রকুমার ইসারা ক'রে বোঝালে—"খাবার কোথায় পাওয়া যাবে?"

লোকটা পাহাড়ের ধারের ঘরগুলো দেখিয়ে দিলে।

চন্দ্রকুমার ইঙ্গিতে তাদের হাতের রাইফেল-দুটো দেখিয়ে বল্‌লে—"ও দুটো পাওয়া যাবে কি?

লোকটা তৎক্ষণাৎ রাইফেল-দুটো ও উপযুক্ত গুলি-বারুদ বার ক'রে ইসারায় বল্‌লে—"দাম?" তারপর হাতের আঙ্গুল গুনে দেখালে—পঞ্চাশ ডলার।

অর্থের পরিমাণটা কম নয়। কিন্তু যার বিনিময়ে তা দিতে হবে তার উপকারিতাও অনেক। এখন থেকে কেবল মানুষ

নয়, বন্য জন্তুর কবল থেকেও আত্মরক্ষা কর্‌তে হবে। তবুও চন্দ্রকুমার মার্ককে বল্‌লে—"অন্ততঃ দশ ডলার কমাতে বল।"

মার্ক সে ইঙ্গিতও কর্‌লে ; কিন্তু লোকটা অটল। অগত্যা রাইফেল-দুটো পরীক্ষা ক'রে, গুলি-বারুদ দেখে-শুনে তা'রা পঞ্চাশ ডলার দিয়েই সেগুলো কিন্‌লে।

লোকগুলো তারপর আর এক মিনিটও দাঁড়াল না—বিপরীত দিকে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

মার্করা পার্ব্বত্য পথ দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পিছন ফিরে দেখলে কেউ নেই। তা'রা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

তা'রাও দু'জনে মিনিট-কুড়ি চ'লে, ঘরগুলোর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছল।

খণ্ড খণ্ড পাথর সাজিয়ে দেওয়াল, তার উপর খড়ের চাল দিয়ে ঘরগুলো তৈরী। ঘরগুলোর পিছনে খানিক দূরে ঘন পার্ব্বত্য বাঁশবন।

মার্ক হাঁক্‌লে—"কে আছ ?"

তার উত্তরস্বরূপ বেরিয়ে এল একজোড়া শূয়র। শূয়র দুটো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে একবার তাকিয়েই মাটি শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে সাম্‌নের জঙ্গলের দিকে চ'লে গেল। তারপরই এল একটি কালো রঙের বেড়াল। বেড়ালটার পিছনে পিছনে এল বিপুলকায় একটি লোক। লোকটার মাথায় দীর্ঘ বেণী আর মুখে হাতখানেক লম্বা একটা পাইপ্‌।

চন্দ্রকুমার তাকে দেখেই মুখে হাত দিয়ে বোঝাল—"খাদ্য চাই।"

লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত নেড়ে বল্‌লে—"এস।"

তা'রা ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়া-তিনটের পিঠ থেকে ট্রাঙ্ক, বিছানা ও জীন খুলে নীচে রেখে, পাশের চেরীগাছটার গোড়ায় তাদের বেঁধে, লোকটার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেল। যেতে যেতে তা'রা দেখ্‌লে, একটা লোক তিনটে থলে এনে ঘোড়া-তিনটের মুখে বেঁধে দিলে।

মারুক বল্‌লে—"এটা দেখ্‌ছি সরাইখানা। প্রায়ই যে এ পথে পথিক যাওয়া-আসা করে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।"

তার কথা শেষ হ'তে না-হ'তেই বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই ঘরে ঢুকল চারজন বিপুলকায় রুষ। তাদের প্রত্যেকের পিঠে রয়েছে রাইফেল, পরিধানে ঘোড়সওয়ারের পোষাক।

তা'রা পরস্পরের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে এক সঙ্গে বেঞ্চির ওপর ব'সে পড়্‌ল। তাদের ভারে বেঞ্চি ক্যাঁচ্‌ ক'রে উঠ্‌ল। তারপর চন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে তাদের একজন জার্ম্মান ভাষায় বল্‌লে—"সুপ্রভাত। কোন্‌ দিকে?"

মারুক বল্‌লে—"সুপ্রভাত। হুরকা নদী পর্য্যন্ত—"

—"তবে ত আর বেশি দূর নয়। সন্ধ্যাবেলা পৌঁছবে। কিন্তু এ অঞ্চলে এখন শিকার পাওয়া যায় না।"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"কিন্তু আমরা শুনেছি পাওয়া যায়। সেইজন্যই আস্‌ছি—"

—"উত্তরে আমুরের ধারে বনে—পর্ব্বতে গেলে নানা রকমের এত শিকার পাওয়া যাবে যে, প্রাণটাই তাদের ঠেলায় বেরিয়ে পড়্‌বে—" ব'লে লোকটি হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

মার্‌ক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"সেখানে যাবার কি উপায় ?"

—"হুর্‌কা দিয়ে সাঁতরে সুংগুরিতে, তারপর সুংগুরি সাঁতরে আমুরে—"

এবার মার্‌করাও হেসে উঠ্‌ল। চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আপনারা কি ওখান থেকেই সাঁতরে আস্‌ছেন ?"

আবার হাসির রোল উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—"তোমাদের মত অত বড় ডানা তো আমাদের নেই—"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"বড় ডানা না থাক্‌লেও লেজের জোরে আপনাদের জিৎ—"

এবার রুষগুলো হাস্‌তে হাস্‌তে পরস্পরের গায়ে চ'লে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এই হাসি-ঠাট্টা আরও কিছুক্ষণ চল্‌ত এবং তার মাঝে হঠাৎ মারামারি বাধাও বিচিত্র ছিল না—যদি তখনই পেয়ালাভরা গরম চা, বাটিভরা ভাত-মাংস, প্লেটভরা পেঁয়াজ ও আলুসিদ্ধ না আস্‌ত। সকলেই ক্ষুধার্ত্ত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেগুলো উড়ে গেল। আবার ঠিক আগের পরিমাণেই ভাত আর মাংস এল। এবারও কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ হ'য়ে গেল।

চন্দ্রকুমারের মনে পড়্‌ল, সাহেবেরা বাঙ্গালীদের বলে—ঔদরিক; কিন্তু ঔদরিকতায়ও এশিয়াবাসীরা তাদের কাছে হার মানে।

রুষগুলোর খাওয়া দেখে মার্‌কের দিকে তাকিয়ে, চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মার্‌ক, তুমিও কি ওদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছ?"

চন্দ্রকুমারের কথায় মার্‌ক হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে—"না। এই আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে—"

খাদ্য-পানীয় ও ঘোড়াগুলোর দানাপানির মূল্য চুকিয়ে দিয়ে তা'রা দু'জনে যখন সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল, রুষগুলো তখনও খাচ্ছে।

তাদের ঘোড়া চারটে আর এক কোণে একটা কুলগাছের

গোড়ায় বাঁধা ছিল। মারকদের ঘোড়া-তিনটের মত সেগুলোও শাদা রঙের এবং বেশি উঁচু নয়।

দু'জনে আবার জীন চড়িয়ে ট্রাঙ্ক ও বিছানা তুলে যখন রওনা হ'ল, তখন বেলা সাড়ে এগারোটা।

গিরিবর্ত্মটা অতিক্রম কর্‌তে তাদের সারাদিন কেটে গেল। শেষবেলার দিকে নীচে নেমে তা'রা হুর্‌কা নদীর তীরভূমিতে গিয়ে পৌঁছল বটে, কিন্তু সেখানে নদীটা এত সরু এবং এমন অগভীর যে, কোন রকমের জলযান চলাচল কর্‌তে পারে না। তাই জলে কোথাও কোন সাম্পান, জাংক অথবা একখানি ভেলাও দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। তবে তীরভূমির মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র, দু'একখানি গ্রাম ও দু'একটি কুটীর চোখে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

নদীর তীর দিয়ে অপ্রশস্ত পথ। সেই পথ ধ'রে তা'রা চলেছে। চল্‌তে চল্‌তে ঘড়ি দেখে চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"বেলা কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। দূরে ঐ যে গ্রামখানা দেখা যাচ্ছে, ওখানে পৌঁছতেই সন্ধ্যা লাগ্‌বে। আর কত দূরে—তোমার মনে পড়্‌ছে কি—কোথায় আমাদের জাংকে চড়্‌তে হবে বলেছিল ?"

—"একখানা গ্রামের ধারে। ওখানাও হ'তে পারে। কেননা নদীটা ক্রমেই একটু একটু চওড়া হচ্ছে। ঐ দেখ, ডান ধার থেকে দুটো সরু জলধারা এসে পর পর দু' জায়গায় মিশেছে। ও দুটো আমাদের পার হ'য়ে যেতে হবে।"

—"ঐ যে সাঁকো।"

সাঁকো দিয়ে জলধারাটা পার হ'য়ে আর একটার দিকে যেতে যেতে চন্দ্রকুমার ব'লে উঠ্ল—"ঐ দূরে—নৌকো—"

মার্ক সেদিকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে—"হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে ঠিকই এসেছি।"

কিন্তু সে রাতে তাদের সেই গ্রামের ঘাটে একখানা ছোট জাংকেই থাক্তে হ'ল। কারণ মাঝিরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলে যে, রাত্রে তা'রা যেতে পার্বে না।

পরদিন ভোর পাঁচটায় মাঝিরা জাংক ছেড়ে দিলে। সেখান থেকে সুংগুরি ও হুর্কার সঙ্গমস্থল প্রায় একশ' মাইল দূর। সেই অজ্ঞাত-পরিচয় লোকটা বলেছিল, সঙ্গমে একটি ছোট নগর আছে, নাম শাংশিং।

দশ

খরস্রোতা নদী। তার ওপর টানা হাওয়ায় মাছুরের পাল উড়িয়ে জাংক ছুটে চলেছে।

ছু'ধারে চমৎকার দৃশ্য। বাঁ ধারে দূরে ধূমল শান্ইলিন্ পর্ব্বতমালা, ডানধারে উঁচু-নীচু ভূমি, ছু'ধারেই শস্যক্ষেত্র। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেতই ফসলশূন্য। দেখে মনে হচ্ছে, ছু'একদিন আগে এ ধারে ঝড়বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। চাষারা তখন ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছিল। ক্ষেতের পর কোথাও ঘন বন, কোথাও বা পাথর ছড়ানো রয়েছে। নদীতে জেলেরা মাছ ধর্ছে।

এক জায়গায় একখানি চরের ওপর শ'ছুই বুনো হাঁস বসেছিল। চন্দ্রকুমারের নিতান্ত ভাগ্য যে, হাঁসের ঝাঁক জাংকের সাড়া পেয়ে আকাশে উড়ে পালাবার আগেই তাদের মধ্যে ছুটো তার গুলিতে মারা পড়্ল। কিন্তু একটা পড়্ল চরের ধারে, আর একটা উড়্তে উড়্তে গিয়ে পড়্ল নদীতে। তা'রা ছুটাকেই উদ্ধার কর্লে।

পথটা একশ' মাইল কি তার কিছু বেশি হবে। কিন্তু স্রোত ও হাওয়ার টানে তা'রা নয় ঘণ্টায় তা পার হ'য়ে গেল।

স্থংগুরি ও ছুর্কার সঙ্গমে শাংশিংএ পৌছবার মাইল-পনেরো আগে নদীটা একেবারে শান্ইলিনের গা ঘেঁসে ব'য়ে যাচ্ছে। চন্দ্রকুমার বল্লে—"মার্ক, দেখ্ছ এখানকার স্রোত কি রকম প্রখর? জলের মাঝ থেকে বড় বড় পাথরের মাথা

দেখা যাচ্ছে। ঐ দেখ, মাথার ওপর পাহাড়ের চূড়া। ওখান থেকে যদি একখানা বড় পাথর নৌকোর ওপর খ'সে পড়ে—"

—"তা হ'লে এখানেই সলিলসমাধি। প্রাণটা বৃথা যাবে।"

মাঝিরা তাড়াতাড়ি পাল নামিয়ে দিল। খুব কৌশলে তারা জাংকখানা ঘুরিয়ে একপাশ দিয়ে পাথরগুলো পার হ'য়ে গেল।

মারুক বল্‌লে—"আমরা এতখানি পথ এলাম, কিন্তু এর মধ্যে দু'একদল দস্যুর হাতে পড়া উচিত ছিল—"

—"আমার কিন্তু সে বাসনা নেই। অনর্থক দেরী হবে।"

তাদের পরম সৌভাগ্য যে, পথে কোন বিপদ হ'ল না। বেলা দুটোর সময় তা'রা শাংশিং নগরের নীচে এসে পৌছল।

পুরাতন নগর। পুরাতন নদী, জল থৈ থৈ কর্‌ছে। নদীর ধারাটি সুপ্রশস্ত, খরবেগে উত্তরে আমুরের দিকে ছুটে চলেছে। জলে শত শত সাম্পান, জাংক, চামড়া ও কাঠ দিয়ে তৈরী ভেলা, খানদুই ছোট ষ্টীমার, ছোট ছোট জালি-বোট—কতক কূলে বাঁধা, কতক পারাপার কর্‌ছে, আর কতক উজানে ও ভাটিতে চলেছে। চার ধারেই ব্যস্ততা।

মারুক বল্‌লে—"এখানে খাওয়া-দাওয়া ও জাংক ঠিক কর্‌তে যেটুকু সময় লাগে তার বেশি অপেক্ষা কর্‌ব না।"

—"আমার মতে আর অন্য জাংকের দরকার নেই। এখানাই কি আমুর অবধি যেতে পার্‌বে না?"

—"অসম্ভব কিছু না হ'লেও চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্‌—"

কিন্তু শেষ অবধি তাদের একখানি অপেক্ষাকৃত বড় জাংক ভাড়া করতে হ'ল। কারণ সুংগুরি নদী বিশাল; মাঝে মাঝে ঝড়-ঝাপ্‌টা ওঠে। বিশেষ ক'রে তখন মে মাসের শেষ— প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি হয়। যে জাংকখানা তারা ভাড়া নিলে, তার মাঝি আধা-রুষ। জার্ম্মান ভাষায়ও তার কিছু দখল ছিল। সে মার্‌ককে জিজ্ঞাসা করলে—"কতদূর যাবার ইচ্ছে?"

মার্‌ক বল্‌লে—"আমুর অবধি।"

লোকটা একটু মুচ্‌কি হেসে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে —"শান্‌ইলিন্‌ ও খিনগাঙ পাহাড়ের গোড়ায় জঙ্গল চুঁড়তে?"

মার্‌ক জিজ্ঞাসা করলে—"কি রকম?"

—"রকম আর কি? অনেকেই যায় কি না—চীনে, রুষ, কোরিয়ান। কিন্তু মশায়, জায়গাটা বড় খারাপ। ও অঞ্চলে চীনে সরকার তাদের যতসব খুনে ডাকাতদের নির্ব্বাসন দেয়। আবার ওখানে লোকের বসতিও বিশেষ নেই।"

—"তা'তে আমাদের কি?"

—"বিশেষ কিছু নয়; তবে সোনার লোভে লোকে কি না করে?"

চন্দ্রকুমার ও মার্‌ক পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে। মাঝিও আর কিছু বল্‌লে না। দু'জনে পেট ভ'রে খেয়ে কিছু খাবার কিনে সঙ্গে নিলে। যখন জাংক ছাড়্‌ল, তখন বেলা চারটে।

দু'জনে মাঝির কাছে ছইয়ের ওপর বসেছে। মাদুরের পাল তুলে প্রায় কূল ঘেঁসে জাংক ভাটিতে চলেছে।

কিছুদূর গিয়ে মারুক বল্‌লে—"তুমি শিলকা নদী জান?"

মাঝি বল্‌লে—"শিলকার তীরেই আমার বাড়ী ছিল।"

—"সেই অবধি যেতে পারবে?"

—"শিলকা যে অনেক দূর। অনেক দিন লাগবে যেতে। কেন, ষ্টীমারে যান-না—"

—"যেতে পার্‌তাম। কিন্তু তা হ'লে নিজের ইচ্ছামত দু'ধারের সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া হবে না।"

—"না, মশায়, আমি যেতে পারব না।"

অতঃপর তিনজনেই চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পরে মাঝি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আপনারা কোন্ দেশের লোক?"

—"আমি জার্ম্মান, ইনি ভারতীয়—"

—"ভারতীয়! তবে মাথায় পালক কৈ? গায়ের রং ত লাল দেখাচ্ছে না?"

—"সে-ভারতীয় নয়। বুদ্ধের নাম শুনেছ?"

—"তথাগত? হ্যাঁ। ওঃ, ইনি সেই দেশের লোক? নমস্কার, মশায়। আমি খৃষ্টান। আপনি প্রভু খৃষ্টকে জানেন?"

—"হ্যাঁ, তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন।"

—"আপনি বৌদ্ধ নিশ্চয়?"

—"না, হিন্দু।"

—"সে আবার কি ?"

—"সেও একটি ধর্ম্ম।"

"বটে! তা'তেই বা আমার ক্ষতি কি?"—ব'লে মাঝি হাল ধ'রে আপন মনে পাইপ্ টান্‌তে লাগ্‌ল। তারপর আবার বল্‌লে—"আপনারা যাবেন কোথায় ?"

—"শিলকার ওধারে—"

—"বটে। আপনারা বুঝি সরকারী লোক ?"

—"না, কোন সরকারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ নেই।"

মাঝি হেসে বল্‌লে—"আমি 'লোদকা' (নৌকোর রুষ প্রতিশব্দ) বাইছি কুড়ি বছর, এর মধ্যে ডাকাত, অ্যাড্‌ভেন্‌চারার আর সরকারী চর পার করেছি বিস্তর। লোক দেখ্‌লে চিনি না—সে কি ? মশায়রা, আমার কাছে লুকোবেন না।"

চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"তোমার কি মনে হয় ? —আমরা কে ?"

—"অ্যাড্‌ভেন্‌চারার বা চর!—শেষেরটা হওয়াই বেশি সম্ভব—"

চন্দ্রকুমার ও মার্‌ক দু'জনেই হেসে উঠ্‌ল। তারপর মার্‌ক বল্‌লে—"কারও গোলাম আমরা নই—"

মাঝির কিন্তু সে কথায় তেমন বিশ্বাস হ'ল না।

মার্‌ক বল্‌লে—"পৃথিবীর এ অঞ্চলটির সঙ্গে আমরা বিশেষ অপরিচিত। কোথায় কি আছে জানি না। এ দেশের ভাষাও

জানা নেই। আচ্ছা, মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম সীমানায় কি আছে?"
—"খিনগাঙ পর্ব্বত, পোড়া পাথর, তার ওধারে মংগোলিয়া—"
ব'লে মাঝি আকাশের দিকে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকালে।

তাদের দু'জনের মনে হ'ল, বেলাটা যেন হঠাৎ প'ড়ে গেল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, পশ্চিম আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ, তার কিনারে যেন শাদা পাড় দেওয়া। এখনই ভয়ঙ্কর ঝড় উঠবে।

নদীর এধারে-ওধারে যেসব নৌকো ছিল, তাড়াতাড়ি কূলের দিকে স'রে গেল। মার্‌কদের জাংকও কূলে ভিড়্‌তে না-ভিড়্‌তে তীরের শুষ্ক বালু উড়িয়ে জলে ঢেউ তুলে হু হু শব্দে ঝড় ছুটে এল। মিনিট-কতকের মধ্যে মেঘে মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। দিনের আলো নিভে গেছে। তারপরই নাম্‌ল বৃষ্টি। তুষারশীতল তার ধারা, নিমেষে চার ধারের দৃশ্য মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেল। খুব কাছের জিনিস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কেবল কানে আস্‌ছে উন্মত্ত নদীর ঘোর রোল, বৃষ্টির শব্দ, বজ্রের ধ্বনি, ঝড়ের হুঙ্কার। জাংকখানা ঢেউয়ের ধাক্কায় এপাশে-ওপাশে আছড়ে পড়্‌ছে।

চন্দ্রকুমারেরা মনে করেছিল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে যাবে। কিন্তু তারপর তিনটি ঘণ্টা কেটে গেল; ঝড়ও কিছু শান্ত হ'ল, অথচ বৃষ্টি থাম্‌ল না।

মার্‌কের ইচ্ছা ছিল, সন্ধ্যার পর নৌকোয় বা তীরে কোথাও

নেমে শিকার-করা হাঁসদুটির সদ্ব্যবহার কর্‌বে। কিন্তু সেই দুর্যোগে নৌকোতে আগুন জ্বালা সম্ভবই হ'ল না।

ক্রমে রাত বেড়ে চল্‌ল। ছই থেকে চুঁইয়ে ভেতরে এখানে-ওখানে একটু একটু জল পড়্‌ছে। নৌকোর খোলে জল জম্‌ছে। মাল্লারা জল সেচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

মাঝি বল্‌লে—"মশায়রা, এ ত দেখ্‌ছি বন্যা হবে। বছর-পাঁচেক আগে এই রকম অসময়ে আর একবার বন্যা হয়েছিল। তখন আমি হার্‌বিন সাগরের কাছে ছিলাম। আজকের ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণগুলো ঠিক সেদিনকার মত।"

মার্‌ক বল্‌লে—"এতে আমাদের মন্দ অভিজ্ঞতা লাভ হবে না, কি বল মিত্র?"

—"কি গাঢ় অন্ধকার! কি জলকল্লোল! শব্দটা যেন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। ঠাণ্ডাও লাগ্‌ছে খুব।"

সকলে কোন রকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে বৃষ্টি ছাড়্‌বার প্রতীক্ষায় রইল। কিন্তু রাতের মধ্যে একবারও বৃষ্টি ছাড়্‌ল না, বরং এক-একবার প্রবলবেগে বর্ষিত হ'তে লাগল। মাঝিরা সমানে জল সেঁচ্‌ছে। গভীর রাত্রে মনে হ'ল, নদীর জলোচ্ছ্বাস যেন আরও বেড়ে উঠেছে।

মাঝি বল্‌লে—"মশায়রা, গতিক ভাল নয়—"

—"দেখ্‌তেই পাচ্ছি।"—ব'লে চন্দ্রকুমার ঘড়ি দেখ্‌লে, তখন রাত একটা। তার ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল, এই সময়

বাইরের দৃশ্যটা বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে নিমেষের জন্য দেখে। কিন্তু বৃষ্টির তাড়নে, বাতাসের বেগে তা সম্ভব হ'ল না।

উৎকণ্ঠা ও অনিদ্রার মধ্যে আধভিজে অবস্থায় রাত ভোর হ'ল। সে সময় হঠাৎ মিনিট-দশেকের মত বৃষ্টির বেগ একটু কম্‌ল। সেই ফাঁকে তা'রা ছইয়ের সাম্‌নের ঝাঁপ সরিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

সুংগুরি তরঙ্গ তুলে গভীর কল্লোলে ছুটে চলেছে, জায়গায় জায়গায় তীরভূমি প্রায় নিশ্চিহ্ন। নদীতে কোথাও একখানি নৌকো দেখা যাচ্ছে না,—যা আছে তাও কূল ঘেঁসে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে। আকাশ তেমনি কালি-ঢালা। যেমন হঠাৎ বৃষ্টি একটু ধ'রে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ আবার বর্ষণ সুরু হ'ল।

মারুকের মনে কিন্তু আনন্দ ধরে না। চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"কিন্তু বন্ধু, ভেবে দেখ গ্রামবাসীদের কথা। এই বন্যায় কত গ্রাম, নর-নারী-শিশু, গৃহপালিত পশু ভেসে যাবে। কত প্রাণ নষ্ট হবে, কত ক্ষতি হবে।"

এদিকে বেলাও বেড়ে চলেছে, বর্ষণও হচ্ছে খুব।

দুপুরের দিকে দেখা গেল, দু'ধারে তীরের চিহ্নমাত্রও নেই। উদ্দাম বেগে বিশাল প্রান্তরের ওপর দিয়ে বন্যার জল হু হু ক'রে ছুটে চলেছে।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মারুক, চল এই সময় ওদের কিছু সাহায্য করা যাক্—"
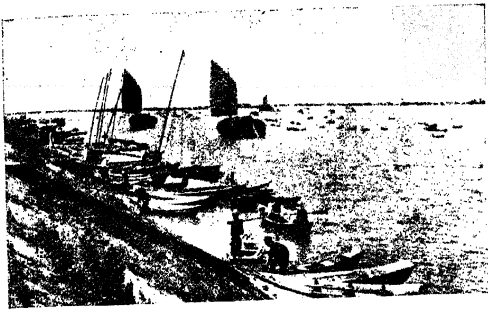
সুংগুরি নদীর দৃশ্য

পৃঃ ১০৭

সুংগুরি নদীতে বন্যা

পৃঃ ১১২

মাঝি বল্‌লে—"কি সাহায্য করবেন আপনি? কোথায় আশ্রয় দেবেন আর কি খাওয়াবেন?"

—"এই নৌকোয় আশ্রয় দেব, আমাদের যা আছে তাই ওরা খাবে—"

—"নৌকো তো আমার।"

—"তুমি মানুষ ত?"

—"আপনি কি বল্‌তে চান, আমি নিজের ক্ষতি ক'রেও ওদের সাহায্য করব? আমি ত কত সময় কত বিপদে পড়ি, ওরা কেউ সাহায্য করে?"

মার্ক বল্‌লে—"তবে কি করতে চাও?"

—"কিছুই না। যেই বৃষ্টি ধরবে অমনি আমুরের দিকে চল্‌তে সুরু করব। এখন নৌকো ও প্রাণ বাঁচানই দায়।"

মার্ক ও চন্দ্রকুমার চুপ ক'রে গ্রামের লোকগুলোর দুর্দ্দশার কথা ভাবতে লাগ্‌ল।

সেদিনও সারাক্ষণের মধ্যে একটি বারও বৃষ্টি ধর্‌ল না। নদী আরও ফুলে-ফেঁপে দু'কূল ভাসিয়ে ঘোর কলরোল তুলে ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল। ডাঙায় একমানুষ-সমান জল। মাঝি আগে থাক্‌তেই নৌকো কিছুদূর নিয়ে বেঁধেছিল; কিন্তু স্রোতের টানে হঠাৎ বাঁধন ছিঁড়ে নৌকোখানা ভেসে চল্‌ল। তখন বেলা শেষ হ'য়ে এলেও সৌভাগ্যবশতঃ বৃষ্টি একেবারে ধ'রে এসেছে। মাঝি তৎক্ষণাৎ নৌকো ঘুরিয়ে পাল তুলে দিলে।

কিন্তু কিছুদূর যেতে না-যেতেই গাঢ় অন্ধকার নাম্‌ল। এ

অবস্থায় দিক ঠিক রাখা কঠিন। মাঝি তৎক্ষণাৎ পাল নামিয়ে যেদিকে মনে হচ্ছিল ডাঙা সেদিকে নৌকো ঘুরিয়ে জল মাপ্‌তে সুরু কর্‌লে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সে ডাঙার সন্ধান পেলে; তারপর আরও কম জলে গিয়ে লগি পুঁতে রাতের মত নৌকো বেঁধে রান্নার আয়োজন করতে লাগ্‌ল।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"এই সুযোগে দেখা যাক্‌ আমাদের শিকার-দুটোর যদি সদ্ব্যবহার করতে পারি।

আগের দিন থেকে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়েছিল। সেজন্য হাঁসদুটো তখনও বিকৃত হয় নি। দু'জনে তাদের পালক ছাড়াতে ছাড়াতে দেখ্‌লে, দূরে এদিকে-ওদিকে দুটি-একটি আলো দেখা যাচ্ছে। আলোগুলো যে নৌকোর, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কিছু ছিল না।

রাত থেকে সকলেই ক্লান্ত; কারও চোখেই ঘুম ছিল না। রান্না-খাওয়া সেরে মার্‌করা কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্‌ল এবং ঢেউয়ের দোলানীতে, জলধারার একটানা শব্দে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের চোখে ঘুম নেমে এল।

ঘুম আস্‌বার একটু আগে চন্দ্রকুমার বলেছিল—"মার্‌ক, আজ দু'জনের ক্লান্তি দূর হবে।"

মার্‌ক উত্তরে হেসে বলেছিল—"সে কথা ঘুমিয়ে উঠে বল্‌তে পারি। কেননা বিপদ্‌ গোপনে ও হঠাৎ আসে।"

—"দেখা যাক্‌।"

এগার

হঠাৎ চন্দ্রকুমার ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে বস্‌ল। তার চোখে তখনও ঘুমের ঘোর। নৌকোর বাইরে ও ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। সে প্রথমটা বুঝতে পার্‌লে না, ব্যাপার কি!

নৌকোখানা এপাশে-ওপাশে ভয়ানক দুল্‌ছে। সাম্‌নে গলুইয়ের দিকে, ছইয়ের ওপর ভয়ানক ধস্তাধস্তি চল্‌ছে। হঠাৎ একবার বন্দুকের শব্দ হ'ল, সেই সঙ্গে যেন মার্‌কের গলা শোনা যাচ্ছে—"মিত্র—মিত্র—"

স্বরটা বড় চাপা। এই ত মার্‌কের বিছানা খালি!

ডাকাত—ডাকাত কি? নিমেষে চন্দ্রকুমারের ঘুম ছুটে গেল। পাশে গুলিভরা রাইফেলটা ছিল। সেটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে যেতে চন্দ্রকুমার ডাক্‌লে—"মার্‌ক—মার্‌ক—"

ঠিক সেই সময় নৌকো থেকে কি যেন ঝপ ক'রে জলে প'ড়ে গেল। ঐ যে মার্‌ক ডাক্‌ছে—এই যে মার্‌ক সাম্‌নের পাটাতনের ওপর প'ড়ে একটা লোকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি কর্‌ছে! পাশে আর একখানা নৌকো। ছইয়ের ওপরে, পাশের নৌকোতেও রীতিমত দাঙ্গা চলেছে।

এই অন্ধকারে, এই অবস্থায় চন্দ্রকুমার যে কি ভাবে মার্ককে সাহায্য করবে তা বুঝতে পারলে না। তবুও সে এগিয়ে বল্‌লে—"মার্ক, তুমি কোন্ দিকে ?"

মার্ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তখন কিছু কাবু ক'রে এনেছিল। সে তার বুকের ওপরে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতে করতে বল্‌লে—"শয়তানটাকে প্রায় নীচে ফেলেছি—"

চন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে ব'সে রাইফেলের কুঁদো

পড়্‌ল গিয়ে জলে

দিয়ে সজোরে লোকটার পিঠে ঘা দিতেই লোকটার মুষ্টি শিথিল-প্রায় হ'য়ে এল। মার্ক সেই সুযোগে তার বুকের ওপর উঠে ব'সে দু'হাতে তার গলা চেপে ধ'রে হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লে—"একটু নড়লেই গলা টিপে মেরে ফেল্‌ব—"

চন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ একবার বন্দুকের আওয়াজ ক'রে

ইংরেজিতে ব'লে উঠ্‌ল—"সকলে সাবধান! আমি গুলি চালাচ্ছি—"

কিন্তু তার কথা শেষ না হ'তেই কে যেন পিছন থেকে আচম্বিতে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়্‌ল। চন্দ্রকুমার হাঁটু গেড়ে বসেছিল একটু ধারে। লোকটার ভারে সে নুয়ে পড়্‌তেই লোকটা তার পিঠের ওপর দিয়ে পড়্‌ল গিয়ে জলে; জলে প'ড়েই প্রখর স্রোতে কিছুদূর ভেসে গেল।

মার্‌ক বল্‌লে—"কোন দয়া ক'রো না। পাশের নৌকোতে বেপরোয়া গুলি চালাও—"

চন্দ্রকুমার আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নৌকোখানার সাম্‌নের দিকে তলায় গুলি ক'রে, রাইফেলে গুলি ভ'রে, আবার একটি গুলি কর্‌লে। পর পর দুটি গুলির আঘাতে নৌকোর খোল ফেটে গর্ত্ত হ'য়ে সেই পথে হু হু ক'রে জল ঢুক্‌তে লাগ্‌ল।

মার্‌ক বল্‌লে—"মিত্র, দেখ আমার রাইফেলটা কোথায়।"

চন্দ্রকুমার অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে একেবারে ছইয়ের কাছে স'রে গেল। তার হঠাৎ মনে পড়্‌ল, নৌকোর পাঁচজন মাঝি-মাল্লা কোথায়? তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ত! তা'রা কি মারা পড়েছে? এই যে কে এখানে প'ড়ে আছে।—এই ত মার্‌কের রাইফেল!

রাইফেলটা পেয়েই চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"মার্‌ক, পেয়েছি তোমার রাইফেল; কিন্তু আমাদের মাঝি-মাল্লারা কৈ?"

—"জানি না। হয়ত জলে ডুবে গেছে, নয় মারা পড়েছে। আপাততঃ সে-কথা ভাবার দরকার নেই। এই লোকটাকে এখনও···মিত্র, এস—"

সেই অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চন্দ্রকুমার মার্কের কাছে গিয়ে লোকটার পা ছ'খানা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বল্লে—"তুমি এবার ওর হাত ছ'খানা চেপে ধ'রে নেমে পড়। তারপর ছ'জনে এটাকে জলে ফেলে দেব।"

মার্ক তৎক্ষণাৎ লোকটার হাত ছ'খানা চেপে ধ'রে বুক থেকে নেমে পড়ল। ওদিকে সেই নৌকোখানাও ততক্ষণ মগ্নপ্রায়। হঠাৎ তার ছইয়ের ওপর থেকে একটা লোক এক লাফে জলে প'ড়ে মার্কদের নৌকো চেপে ধরলে।

মার্করাও তৎক্ষণাৎ হাতের লোকটাকে জলে ফেলে দিয়ে সেই লোকটার কাছে স'রে এসে বল্লে—"এখনই স'রে যাও, না হ'লে গুলি করব।"

—"গুলিটা মুলতুবি রাখ। আগে উঠ্তে দাও, মশায়!"

মার্ক বল্লে—"মাঝি—মাঝি?"

মাঝি নৌকোয় উঠ্তে না-উঠ্তে আরও ছ-তিনজন এসে তাদের নৌকোর ধার ধ'রে মাঞ্চুভাষায় কি যেন ব'লে উঠল।

মাঝিও চড়া গলায় মাঞ্চুভাষায় তার উত্তর দিয়ে মার্কদের উদ্দেশ ক'রে বল্লে—"মশায়রা, এক-একটা গুলি ওদের মগজে পূরে দিন্। শয়তানরা আমাকে ধ'রে নিয়ে গেছিল।"

মার্করা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"ছাড় নৌকো। নইলে গুলি করব—"

চন্দ্রকুমার সত্যই শূন্যে একটা গুলি ছাড়্‌লে। লোক-গুলোও তৎক্ষণাৎ নৌকো ছেড়ে দিয়ে সাঁতরে পিছিয়ে গেল।

ওদিকে ভোর হ'য়ে এসেছে। আকাশের জায়গায় জায়গায় মেঘভার ছিন্ন। সেই ফাঁকে কয়েকটা তারা ঝিক্‌মিক্ করছে। মার্করা তীক্ষ্ণ চোখে লোকগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। তারা স্বল্পালোকে দেখ্‌তে পেল, লোকগুলো সাঁতার কেটে চ'লে যাচ্ছে। তাদের নৌকোখানা নেই।

মাঝি ছইয়ের ভেতর ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে ব'লে উঠ্‌ল—"এ কি! এখানে কে? সর্ব্বনাশ! লিং-চং? হাঁ লিং-চংই ত! আর সকলে কোথায়? মেরে ফেলেছে—জলে ভেসে গেছে? মশায়রা, আমাদের সর্ব্বনাশ!"

মার্ক বল্‌লে—"মিত্র, খবরটা বিশেষ চিন্তার।"

—"এতগুলো লোক জখম হ'ল, এমন একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল, অথচ আমি প্রথমে কিছুই টের পাই নি! এ তো বড় আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে।...ও কি! ওখানে কে?"

—"কৈ?"

—"ঐ যে নৌকোর বিট ধ'রে এদিকে [illegible]--"

মাঝি তৎক্ষাৎ ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ব'লে উঠ্‌ল—"মোজেস্—মোজেস্!"

ততক্ষণে আরও ফর্সা হ'য়ে এসেছে। মারুক ও চন্দ্রকুমার দেখ্‌লে, লোকটা তাদের নৌকোর একজন মাল্লা। তার কপাল থেকে গাল অবধি বিশ্রী কাটা। নদীর জলে ধুয়ে গেলেও তখনও সেখান থেকে রক্ত বার হচ্ছে। মাঝি তাঁকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে। লোকটা নৌকোয় উঠেই পাটাতনের ওপর সটান শুয়ে পড়্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল, তার শরীরে আর শক্তি নেই।

যে লোকটা ছইয়ে ঢোক্‌বার মুখে প'ড়ে ছিল, তার বুকের বাঁ ধারে গভীর ক্ষত। চন্দ্রকুমার হাত দিয়ে দেখ্‌লে, তার গা ভয়ানক ঠাণ্ডা। লোকটা অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে।

চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"আমি এখনও বুঝতে পার্‌ছি না, এত বড় কাণ্ডটা কি ক'রে ঘট্‌ল।"

—"আমি যা জানি পরে বল্‌ছি, কিন্তু এখন আমাদের যাবার কি হবে?"

মাঝি বল্‌লে—"এত বড় নৌকোখানা আমি কি ক'রে চালাব মশায়? এরা ছিল আমার সঙ্গে দশ বছর ধ'রে—"

মারুক ও চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"এই মৃতদেহটাকে এখানে রেখে কি লাভ?"

—"না রাখ্‌লে পুঁত্‌বই বা কোথায়? ওর বাড়ী এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। তা ছাড়া এক ফ্যাসাদে পড়া গেল। এখন হয়তো আমার ওপরই সন্দেহ হবে। দরকার

নেই মশায়, অত ভালমানুষিতে !"—ব'লেই মাঝি এগিয়ে এসে দেহটা জলে ফেলে দিলে।

দেহটা তৎক্ষণাৎ ডুবে গেল।

মারুক বল্‌লে—"মাঝি, আমরা এখন ইচ্ছে কর্‌লে অন্য নৌকোয় যেতে পারি। কিন্তু তোমার মিষ্ট ব্যবহারে তোমাকে একটুও ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না—"

মাঝি একখানা আধময়লা নেক্‌ড়া দিয়ে মোজেসের ক্ষত বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে মারুকের মুখের দিকে তাকালে।

মারুকের মনের কথাটা জান্‌তে চন্দ্রকুমারেরও বড় কৌতূহল হ'ল।

মারুক বল্‌লে—"আমাদের ইচ্ছে তোমার নৌকোয় মাল্লা সেজে আমরা আমুরে চ'লে যাই।"

—"নৌকোর কাজ জান ?"

—"তা জানি না সত্য, কিন্তু তোমার কাছে শিখ্‌লে আর পারুব না ?"

—"আমাদের মত কষ্ট সইতে পারুবে ?"

—"তুমি পরীক্ষা ক'রে দেখ, না পারি আমাদের অন্য নৌকোয় চালান ক'রে দিও—"

মাঝি কি যেন ভেবে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"তোমরা আমার সঙ্গে চালাকিতে পেরে উঠ্‌বে না।"

মারুক ও চন্দ্রকুমার দু'জনেই ব'লে উঠ্‌ল—"কি রকম ?"

—"মনে করছ মাল্লার কাজ ক'রে দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে? সে ছেলে আমি নই—"

দু'জনেই হেসে উঠল। মারক বললে—"সে ইচ্ছে আমাদের একটুও নেই। ভাড়া তোমার সঙ্গে যা ফুরন হয়েছে, তার সিকি দিয়েছি। যদি চাও আরও কিছু আগামো দেব। তুমি বুঝতে পারছ না কি—আমরা অন্য নৌকোয় চ'লে গেলে তোমারই লোকসান?"

কথাটা মাঝির যেন মনে লাগল। সে কয়েক মিনিট ভেবে বললে—"আচ্ছা। সকাল হ'য়ে এল। এখন বাতাস নেই। লগি উঠিয়ে দু'জনে দাঁড়ে বস।"

চন্দ্রকুমার টানা-হেঁচড়া ক'রে লগিটা তুললে। তারপর দু'জনেই দাঁড়ে ব'সে দাঁড় টানতে লাগল!

তখন চারধার পরিষ্কার। আকাশ প্রায় মেঘশূন্য—যা মেঘ আছে তাও পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোলে জমা হ'য়ে।

তা'রা চার ধারে তাকিয়ে দেখলে, কেবল তরঙ্গচঞ্চল ঘোলা জলরাশি ছুটে চলেছে। বহুদূরে গ্রাম, এধারে ওধারে নৌকো। কাল রাতে, যেখানে অমন কাণ্ডটা হয়েছিল তার চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

মারক বললে—"কাল হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙে যেতেই দেখি আমার মাথার কাছে কে যেন ব'সে কি হাতড়াচ্ছে। মাথার দিকে শুয়েছিল ঐ লিং-চংটা। ভাবলাম ও-ই হবে। তবুও

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কি চাও?' তারপরই শুনি গভীর আর্ত্তনাদ। এখন বুঝ্‌ছি, সে লোকটা ওরই বুকে তখন ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নিয়ে বাইরের দিকে আওয়াজ কর্‌তেই লোকটা এক পাশে স'রে গেল মনে হ'ল। তখন শুন্‌ছি, ছইয়ের ওধারে হালের দিকে ও ছইয়ের ওপরে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। রাইফেল হাতে নিয়ে বাইরে যেতেই কে একজন আমায় জাপ্‌টে ধর্‌লে—একেবারে গলাটা। সেই সময়েই তোমায় ডেকেছিলাম। আর মাঝি কি ক'রে ও-নৌকোয় গেল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যতদূর মনে হয়, ওকে তা'রা বন্দী ক'রে নিয়েছিল।"

—"ওকে নিয়ে তাদের কি লাভ?"

—"তার উত্তরে এই বল্‌তে পারি—মাঝিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। ওরা চেয়েছিল আমাদেরই কারুকে, বিশেষ ক'রে আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে। যতদূর মনে হয়, এরা সেই শাংশিং থেকে আমাদের অনুসরণ কর্‌ছে! মনে পড়ছে না, একখানা যে নৌকো আমাদের পিছন পিছন আস্‌ছিল? আমায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি জার্ম্মান। আমায় বন্দী ক'রে রেখে তা'রা আমার দেশবাসীদের কাছে আমার মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর অর্থ চাইত। তা দিত যে কে, তা ওরাই জানে।"

চন্দ্রকুমার মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—"সৌভাগ্য যে আমাদের

কিছুই দিতে হ'ল না,—ওরাই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল! আর পরম দুর্ভাগ্য যে, আমাদের মাল্লাদের তিনজন মারা গেছে। ও লোকটাও বোধ হয় বাঁচ্‌বে না—"

ঠিক তখনই বেশ হাওয়া উঠ্‌ল। মাঝি বল্‌লে—"পাল তোল—"

মার্‌কদের অপটু হাত, তবুও মাঝির খবরদারিতে তা'রা পালখানা বহু টানাটানি ক'রে তুলে দিলে। হাওয়ার টানে নৌকোখানা তর্‌তর্‌ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌ল।

বার

শাংশিং থেকে আমুর দু'শ' মাইলের কাছাকাছি।

নৌকো সকাল থেকেই সমানে পালের জোরে চলেছে। তখন বেলা দুপুর।

মারুক ও চন্দ্রকুমার ছইয়ের ছায়ায় ব'সে। মোজেস্ ছইয়ের নীচে এক কোণে জ্বরে অচৈতন্য। মাঝি হালে ব'সে লম্বা পাইপ্ টান্‌ছে। এখানে নদী খুব প্রশস্ত হ'লেও বন্যার কোন লক্ষণই নেই। কিছুক্ষণ আগে একখানা ষ্টীমার তাদের বিপরীত দিকে যেতে দেখা গেছিল। ঐ যে পিছনে আবার একখানি আস্‌ছে। সম্ভবতঃ এখানা যাচ্ছে আমুরে। ঐ তার ভোঁ শোনা যায়। মাঝি নৌকোখানার মুখ বাঁ ধারে ঘুরিয়ে দিলে।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"কিন্তু মারুক, তোমার এ খেয়ালের পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ?"

—"কোন্ খেয়ালের কথা বল্‌ছ?"

—"এই মাল্লা হ'য়ে যাওয়া। ধর আমরা আমুর অবধি গিয়ে স'রে পড়্‌লাম। তারপর এই মাঝির দশা কি হবে? আর স'রে পড়াটাই কি সহজ হবে?"

মারক হাত নেড়ে বল্লে—"তুমি দেখ-না, শেষ অবধি কি ঘটে। তুমি কি মনে করছ, ও সে-সব কথা না ভেবেই আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। ও পরিষ্কার জানে যে, আমরা চিরদিন ওর নৌকোয় কিছু মাল্লাগিরি করছি না। আমরা শেষ অবধি আমাদের গন্তব্য পথে যাবই। ওর এই অসময় অবস্থায় আমার প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া আর উপায় কি ছিল? এতে কি ওর লোকসান হয়েছে?"

বিকেলের দিকে ডান ধারে বহু দূরে আবার শান্ইলিন্ পর্ব্বতমালা দেখা গেল। বাঁ ধারে শস্যক্ষেত্র। অল্প অল্প ক'রে হাওয়া প'ড়ে আসছে। নৌকোর গতি কিছু শিথিল। বাঁ ধারে দূরে একখানা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। ঠিক সন্ধ্যার মুখেই তা'রা সেই গ্রামের নীচে নৌকো বাঁধ্লে।

মাঝি রান্নায় পরম পটু। সে সকলের জন্যই ভাত রাঁধ্লে; সেই সঙ্গে রাঁধ্লে আলুসিদ্ধ ও পেঁয়াজ। তিনজনে তাই খেয়ে বাইরে জ্যোৎস্নায় পাটাতনের ওপর বস্ল। মাঝি পাইপ্ ধরালে। মোজেস্ ছইয়ের নীচে মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এদিকে বেশ ঠাণ্ডা।

পাইপে একটা খুব জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মাঝি বল্লে—"মশায়রা, আমার যা ক্ষতি হবার তা ত হয়েছেই; কিন্তু আর নৌকো ব'য়ে জীবন কাটাতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার সঙ্গীদেরও ইচ্ছে ছিল—বেশ মোটা রকমের কিছু

রোজগার ক'রে পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে খাওয়া। বছর-পাঁচেক আগে একবার সে চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু তা'তে লাভ হ'ল কেবল শারীরিক কষ্ট। এই যে দেখুন-না, আমার বাঁ হাতের দুটো আঙ্গুল নেই, ডান কানটার ওপর-দিকটা কাটা—"

মাঝির এই বিশেষত্ব দুটি তাদের দু'জনের কারও চোখে এ পর্য্যন্ত পড়ে নি। চাঁদের আলোয় তা'রা দেখ্‌লে, সত্যই মাঝির ডান কানটার ওপরদিক কাটা, বাঁ হাতের দুটো আঙ্গুল নেই।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"এ ত দেখ্‌ছি রীতিমত যুদ্ধের চিহ্ন। কি ক'রে তোমার এমন সম্মানলাভ হ'ল।

মাঝি বল্‌লে—"আমার বাড়ী মাঞ্চুরিয়ায় নয়। আমুরের উত্তরে সাইবিরিয়ায়। আপনারা বোধ হয় জানেন না, ঐ জায়গাটা এক কালে মাঞ্চু ও চীনাদের বাস ছিল; কিন্তু এখন আর নেই। সেইসব বাসিন্দাদের রুষ-সরকার উচ্ছেদ করেছিল—ভালমানুষের মত নয়, একেবারে লোপ ক'রে দিয়ে। তার ফলে অন্ততঃ পাঁচ হাজার লোক ঐ আমুর নদীতে ডুবে মরেছিল।"

মারুক বল্‌লে—"সেই সময় কি তুমি সাঁতরে এপারে পালিয়ে এসেছিলে?"

মাঝি একটু মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে—"আপনারা তামাসা করছেন। আমি সাঁতরে আসি নি বটে, কিন্তু আমার মা

পালিয়ে এসেছিল। মায়ের মুখে সে গল্প শুনেছি। সাইবিরিয়া জায়গাটা কেমন জানেন ?”

—“কিছু কিছু শুনেছি।”—ব’লে মার্ক একটু স’রে বস্‌ল।

—“আর মাঞ্চুরিয়া ?”

—“তাও কিছু কিছু শুনেছি।”

—“শুনেছেন যে এ দেশে মরুভূমি আছে, বড় বড় বিল, জলা জায়গা, বন, পাহাড় আছে ?”

—“হ্যাঁ।”

—“কে বলেছে ?”

—“তার নামটা আমরা জানি না, জানবার আগ্রহও ছিল না। তবে হুরকা নদীতে আস্‌বার পথে একখানা গ্রামে একটি হোটেলে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।”

—“হোটেলে ? কোন্ দেশের লোক ?”

—“বুঝ্‌তে পারি নি। কিন্তু এটি দেখেছিলাম, কয়েকটা ভাষায় সে খুব ভাল কথা বল্‌তে পারে।”

—“চেহারাটা খুব লম্বা ? নাকটা তীক্ষ্ণ, মুখে দাড়ি, সাম্‌নে একটা দাঁত ভাঙা, একটু খুঁড়িয়ে চলে ?”

চন্দ্রকুমার ব’লে উঠ্‌ল—“হ্যাঁ—হ্যাঁ।”

“শয়তান—ভয়ানক শয়তান। আমুরের দক্ষিণ পারে ওকে চেনে না কে ? ডাকাত—খুনে—বদমায়েস—” বল্‌তে বল্‌তে মাঝির গলার স্বর খাটো হ’য়ে এল, চোখদুটো জ্বল্‌তে লাগ্‌ল।

মারক বল্‌লে—"কিন্তু বাপু, তার ব্যবহারে আমরা ত কোন খারাপ কিছু দেখি নি—"

—"সে যে চালাক। তার ওপর, ও অঞ্চলে সে ভদ্র হবে না ত কি? ওটা যে আর একজনের এলাকা।"

চন্দ্রকুমার ও মারক পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে।

মারক ইংরাজীতে বল্‌লে—"এ সন্দেহ আমারও মনে হয়েছিল—"

চন্দ্রকুমার উত্তর করলে—"আমি একেবারে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, লোকটা বদ না হ'য়ে যায় না। তবে এ পর্য্যন্ত আমাদের যথেষ্ট উপকার করেছে—"

—হ্যাঁ।"

মাঝি বল্‌লে—"দেখুন, কাল দুপুরের দিকে আমরা আমুরে গিয়ে পড়ব। ঐ অঞ্চলটা পাহাড় ও বনে ঢাকা। পাহাড়-গুলোর জায়গায় জায়গায় বনের মধ্য দিয়ে যে সরু কয়েকটি জলধারা ব'য়ে যাচ্ছে তার বালির সঙ্গে যথেষ্ট সোনা পাওয়া যায়। অনেকে সেই সোনা সংগ্রহ ক'রে অনেক পয়সা উপায় করছে। আমি একটা জায়গায় সোনার খনিই আবিষ্কার করেছিলাম। ঐ হতভাগাটার সঙ্গে তাই নিয়ে আমার বিবাদ বেধেছিল। ও বলে, ওটা তার এলাকা। সেই মারামারিতে আমার পক্ষের দু'জন আর ওর পক্ষের তিনজন লোক মরে। ও শয়তান কেন খুঁড়িয়ে চলে, জানেন?"

ডাকাতের, আর একটি ঐ মুমূর্ষু মোজেসের। যা দেখ্‌ছি আজ রাত্রেই হয়ত কোন এক সময় ওর জীবনদীপ নিভে যাবে।"

মাঝি মোজেসের পাশে শুয়েছিল। সে বল্‌লে—"মশায়রা, আজ একটু সতর্ক থাক্‌বেন। কখন কোথা দিয়ে যে ডাকাত আস্‌বে ঠিক নেই। এ অঞ্চলটা মোটেই ভাল নয়।"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"ডাকাত পড়্‌লে তুমি চুপ ক'রে থেকো না, প্রাণপণ-শক্তিতে চীৎকার ক'রো।...মার্‌ক, তোমার রাইফেলে গুলি ভরা আছে ত?"

—"হ্যাঁ, এই যে, এ পাশে। এখন রাত কত?"

চন্দ্রকুমারের ঘড়ির ডায়ালে ফস্‌ফরাসের চিহ্ন-করা। সে অন্ধকারে ঘড়িটা দেখে বল্‌লে—"দশটা পঁচিশ।"

মার্‌ক আর কোন কথা বল্‌লে না—কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল; কিন্তু চন্দ্রকুমারের চোখে শীঘ্র ঘুম এল না। সে শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

তের

রাত তখন দুটো। চার ধারে গাঢ় অন্ধকার। মার্ক ও মাঝি গভীর নিদ্রামগ্ন; মোজেসেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি ছাড়া আর কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরে ঢেউয়ের কানাকানি, আর তীরে ঝিল্লীর কণ্ঠধ্বনি একসঙ্গে মিশে চন্দ্রকুমারের চোখে একটু একটু ক'রে ঘুমের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছিল। তার অস্থির মনও শান্ত হ'য়ে আস্‌ছে।

কিন্তু হঠাৎ খুব কাছ থেকে একটা শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেল। সে মাথা তুলে, রাইফেলে হাত দিয়ে কানখাড়া ক'রে রইল।

ঐ যে কা'রা যেন কথা বল্‌ছে! সে মার্ককে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতেই মার্কের ঘুম ভেঙে গেল; সে চট্ ক'রে উঠে ব'সে বল্‌লে—"কে?"

—"চুপ্! রাইফেলটা নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চল।"— ব'লে চন্দ্রকুমার নিজের রাইফেলটা নিয়ে বুকে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ছইয়ের নীচ থেকে সাম্‌নের দিকে বেরিয়ে গেল। ঠিক তেম্‌নি ভাবে তার পাশে হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেরিয়ে এল মার্ক।

দু'জনেই দেখ্‌লে, তাদের নৌকোখানা থেকে কিছু দূরে

আর একখানি নৌকো। দু'জনেই সেখানাকে লক্ষ্য ক'রে রাইফেল পেতে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

ঐ যে নৌকোখানা একটু এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ চন্দ্রকুমার রাইফেলটা ওপর দিকে তুলে শূন্যে গুলি ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নৌকোখানা থেকে তার প্রত্যুত্তর এল।

মারুকের নিতান্ত ভাগ্য! গুলিটা তার কপালের একেবারে কাছ ঘেঁসে তীরে গিয়ে বিঁধ্‌ল। মারুক শুয়ে পড়্‌ল।

ওদিকে মাঝি উঠে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি পাটাতনের নীচ থেকে তার তলোয়ারখানা বার ক'রে নিয়ে পিছনের গলুইয়ে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বস্‌ল।

মারুক বল্‌লে—"এর শোধ নিতে হবে—" ব'লেই সে একটা গুলি ছুঁড়লে। গুলিটা কোথায় কার গায়ে লাগ্‌ল, তা বোঝা গেল না। কিন্তু এবার আর তার প্রত্যুত্তর এল না; নৌকোখানা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মাঝি ব'লে উঠ্‌ল—"মশায়রা, জেগে আছেন?"

—"না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাইফেল ছুঁড়্‌ছি! কি ব্যাপার?" —ব'লে চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়ালে।

মাঝিও পিছনের গলুইয়ের ধার থেকে ছইয়ের ওপর উঠে ব'সে বল্‌লে—"মশায়রা, এখন আর ঘুমোবেন না, একটু সাবধান হ'য়ে থাকুন। ওরা কিন্তু আবার আস্‌বে—"

কিন্তু ওদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠ্‌ল, কেউ আর ফিরে এল না। আরও ফর্সা হ'লে, মাঝি নৌকো ছেড়ে দিলে।

এদিকে নদীটা খুব প্রশস্ত, স্রোতও প্রখর। তা'রা পালের জোরে চলেছে।

বেলা যখন দশটা—দূরে ডান ধারে খুব অস্পষ্ট ভাবে আকাশের গায়ে আবার শান্‌ইলিন্‌ পর্ব্বতমালা দেখা গেল। এ বেলা রান্নার ভার চন্দ্রকুমারের ওপর। সকালের দিকে চা তৈরী করেছিল মার্‌ক।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়ে সাম্‌নে বাঁ ধারে একটা ক্ষেতের পাশে নৌকো বাঁধা হ'ল। চন্দ্রকুমার রান্না চড়িয়ে দিলে।
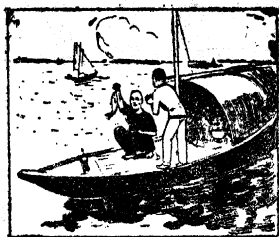
নৌকোয় খানিকটা হাতসূতো ছিল। খানিকটা ময়দা মেখে তাই দিয়ে একটা টোপ তৈরী ক'রে মাঝি জলে ফেলে দিলে। মিনিট-দশেকের মধ্যেই তা'তে একটা স্যাল্‌মন মাছ উঠ্‌ল। ওজনে সেটা অন্ততঃ পাঁচ সের হবে।

মারুক হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"সাবাস্‌ ওস্তাদ। আজ তোমার কেরামতিতে রীতিমত ভোজ হবে। ওহে মিত্র, মাছভাজা, মাছের তরকারী তৈরী কর।"

চন্দ্রকুমারের মনেও আনন্দ ধরে না। বাঙালীর ছেলে সে। মাছটা তার বড়ই প্রিয়। তবে স্যাল্‌মন মাছ সে কখনও খায় নি।

মাঝি মাছ কুটে দিলে। চন্দ্রকুমার ভাত নামিয়ে বেশ ক'রে মাছ ধুয়ে নিলে; তারপর লবণ মাখিয়ে সয়াবিনের তেলে মাছগুলো ভাজ্‌তে লাগ্‌ল।

তেলা মাছ। ভাজ্‌তে গিয়ে চন্দ্রকুমারের গাল ও হাত গরম তেলে পুড়ে গেল। মাছভাজা হ'য়ে গেলে সে লঙ্কা ও আলু দিয়ে মাছের তরকারী তৈরী কর্‌লে। লঙ্কা ছাড়া আর কোন মশলার ব্যবস্থা ছিল না।

রান্না হ'য়ে গেলে সে ও মারুক স্নান ক'রে মাঝির সঙ্গে খেতে বস্‌ল।

মোজেসের অবস্থা আজ সকাল থেকে একটু ভাল বোধ হচ্ছে। জ্বর কম। সে মাছ ও ভাতের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল।

মাঝি কাঠি দিয়ে ভাত খেতে খেতে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"খাবে, মোজেস্‌?"

মোজেস্‌ শুক্‌নো ঠোঁট দু'খানা চেটে বল্‌লে—"হ্যাঁ—"

মাঝি একটা বাটিতে খানিকটা ভাত ও খানদুই মাছ দিয়ে ার সামনে রেখে দিলে। ছইয়ের বেড়ার গায়ে দুটো কাঠি ঃল। কাঠিদুটো খুলে নিয়ে তার সাহায্যে বহুকষ্টে মোজেস্ াতগুলো গলাধঃকরণ করতে লাগ্‌ল।

খাওয়া হ'য়ে গেলে বাকী মাছভাজাগুলো বিকেলের জন্মে ্লে রাখা হ'ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে তা'রা াবার পাল তুলে দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিলে।

তারপর আরও মাইল-দশেক যাবার পর মার্করা দেখ্‌লে, নদীর দু'ধারের দৃশ্য এখানে অন্য রকমের। দু'ধারেই অসমতল ও বনাচ্ছন্ন ভূমি। এ বন বহুকালের—একেবারে দিগ্‌রেখায় নীল আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। ডান ধারে তার মধ্য থেকে উঠেছে শান্‌ইলিনের তুষারে ঢাকা চূড়াগুলো। আর নদীর জলে ফেনশীর্ষ ঢেউগুলো নেচে নেচে আমুরের দিকে ছুটে চলেছে।

মাঝি বল্‌লে—"এখান থেকে আরও পাঁচ দিনের পথ। আরও পাঁচটা দিন নৌকোয় থাক্‌তে হবে। আমার একটা ভরসা হচ্ছে, মোজেস্‌ও এর মধ্যে ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে। আমার সঙ্গে ছিল কেবল ও, ও ছাড়া কেউ জানে না। জায়গাটা বড় দুর্গম। গভীর বনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।"

এদিকে ক্রমে হাওয়া প'ড়ে আস্‌ছিল। মার্ক ও চন্দ্র-কুমার দাঁড়ে বস্‌ল। প্রখর রৌদ্র; মুখ-চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে।

কিন্তু এ দুঃখ যে তা'রা স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছে। দু'জনে চুপ ক'রে দাঁড় টেনে চল্‌ল।

বিকেলের দিকে আবার বাতাস উঠল। আবার তা'রা পাল তুলে দিলে। নৌকো ছুটে চলেছে।

সুপ্রশস্ত নদী। দু'পাশে নিবিড় বন গিরি। নৌকো বাঁ ধারের কূল ঘেঁসে যেতে যেতে হঠাৎ ডান দিক্ লক্ষ্য ক'রে পাড়ি জমাতে সুরু করলে। মাঝির কৌশলে ও বাতাসের টানে তারা নির্ব্বিঘ্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডান ধারে এসে পৌছল।

জলের হাতকয়েক ওপর থেকেই বন আরম্ভ হয়েছে। বনের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটি সরু জলধারা এসে সুংগুরিতে মিলেছে। এদিক্‌কার দৃশ্যখানি চমৎকার; কিন্তু ঠাণ্ডা যেন আরও প্রখর।

মারুক বল্‌লে—"মিত্র, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? মাঝি আগের চেয়ে যেন কিছু গম্ভীর হ'য়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে ও আমাদের ওপর এমন হুকুম জারী করছে যেন আমরা ওর চেয়ে হীন ও ওর অধীন।"

চন্দ্রকুমার ব'সে ব'সে আলু ছাড়াচ্ছিল। এ'বেলা রাঁধ্‌বার পালা মারুকের হ'লেও সে খানিকটা কাজ এগিয়ে রাখছে। একটা আলু দু'খানা করতে করতে সে বল্‌লে—"হীন না হ'লেও স্বেচ্ছায় অধীন। ও মাঝি, ও মালিক, আমরা মাল্লা—"

—"না, সখের মাল্লা আর ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী। যাই হোক, আমি কিন্তু এটা বরদাস্ত করতে পারব না।"

মাঝি বল্‌লে—"ঐ দেখা যায় দূরে আমুরের কালো জল—"

দু'জনে তাকিয়ে দেখ্‌লে, দূরে সন্ধ্যার রক্তিম আকাশতলে একটি উজ্জ্বল কালো রেখা; তার একটি পাশে সোনালী টান। বোধ হয় সেটা অস্তরবির কোমল স্পর্শ।

মাঝি বল্‌লে—"পাল নামাও—"

দু'জনে পাল নামিয়ে ফেল্‌লে।

—"দাঁড় ধর। ডান ধার থেকে ঐ যে জলধারাটা বেরিয়ে আস্‌ছে, ওর মধ্যে ঢুকে আজ রাত কাটাতে হবে।"

দু'জনে দাঁড় টান্‌তে লাগ্‌ল। যেটুকু দিনের আলো ছিল, জলধারাটার মধ্যে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে তা আরও ম্লান হ'য়ে এল। জলধারাটি অপ্রশস্ত, কিন্তু গভীর ও খরস্রোত। দু'পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য; গাছগুলো কোথাও কোথাও জল ছুঁয়ে আছে।

চন্দ্রকুমার ও মারুক দু'জনে প্রাণপণ-শক্তিতে দাঁড় টান্‌ছে। নৌকো একটু একটু ক'রে এগোচ্ছে। খানিকদূর গিয়ে একটি বাঁকের আড়ালে যেতেই সুংগুরিকে আর দেখা গেল না।

সাম্‌নেই একটি মগ্নশৈলের বনাচ্ছন্ন চূড়া। নৌকোখানাকে তার ওধারে নিয়ে মাঝি বল্‌লে—"এবারে নোঙর ফেল। এখানে তীরে নৌকো ভিড়ানো খুব বিপজ্জনক। রাত্রে বাঘ, হায়েনা বা নেকড়ে নৌকোয় উঠ্‌তে পারে—"

চন্দ্রকুমার নোঙরটা দ্বীপের উপর ছুঁড়ে দিলে। একখানা বড় পাথরের ওধারে রয়েছে একটি ঝোপ। নোঙরটা তার মধ্যে প'ড়ে আট্‌কে রইল।

মাঝি হাল ছেড়ে চন্দ্রকুমারদের কাছে এসে বস্‌ল; ব'সে বল্‌লে—"আজ দুপুরে আমাদের পাশ দিয়ে একখানা ষ্টীমার যাচ্ছিল, দেখেছিলে? ওখানা আমুরের ধারে পূর্ব্ব-সাইবিরিয়ার ব্লাগোভেস্‌চেন্‌স্‌ সহরে যাচ্ছে।—দেখেছ? আর তার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা লোক চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছিল, এটা বোধ হয় তোমরা লক্ষ্য করেছ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ও কে চিন্‌তে পেরেছ কি?"

—"না।"

—"আমি চিনেছি। ও-ই তোমাদের সঙ্গে ব্লাডিভষ্টক থেকে সেই হোটেল অবধি এসেছিল। ও যাচ্ছে ওর কাজের জায়গায়। যা মনে হচ্ছে, এবার আমার হাতে ওর মৃত্যু নিশ্চিত।"

মার্‌ক বল্‌লে—"যুদ্ধ না বাধালে মার্‌বে কি ক'রে?"

—"পোকার কাছে আলো যায় না। আলোর কাছেই পোকা পুড়ে মর্‌তে ছোটে—" ব'লে মাঝি হাস্‌লে, তারপর বল্‌লে—"ও নিশ্চয়ই আমার পিছন নেবে। লোকটা ভয়ানক লোভী, পরের ভাল ও কিছুতেই সইতে পারে না—"

মারুক বল্‌লে—"আমরা যে তোমার সঙ্গে যাব, তোমায় সাহায্য করব, এর বিনিময়ে কি দেবে ?"

—"কেন সোজা হিসেব প'ড়ে রয়েছে,—তোমরা দু'জনে চার আনা আর আমি বারো আনা।"

—"হিসেবটা কেবল সোজা নয়, ন্যায়সঙ্গতও বটে। তা হ'লে ত দেখ্‌ছি তোমার কিছুই থাকে না। বরং তুমিই পূরো চার আনা নাও, আমরা দু'জনে বাকী বারো আনা ভাগ ক'রে নিই—" ব'লে চন্দ্রকুমার মাঝির মুখের দিকে তাকালে।

মাঝি চোখদুটো কুঁচ্‌কে মুচ্‌কি-হেসে বল্‌লে—"তোমরা ত সবই দিয়ে দিলে দেখ্‌ছি !"

—"বেশ, তোমার যদি এতে না পোষায়, আমরা নিজের পথ দেখ্‌ব।" মারুক বল্‌লে।

—"আহা, আমি কি তাই বল্‌ছি ? তোমরা কি চাও ?"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"তিনজনের সমান ভাগ—"

মাঝি খানিক ভেবে, একটু মাথা চুল্‌কে, বার দুই কেশে বল্‌লে—"তা—তা মন্দ বল নি।"

—"আর আমি ?"

—"হ্যাঁ—মোজেস্ ?"—চন্দ্রকুমার বল্‌লে।

—"আমার ধারণা ছিল, তুমি হয়তো এর মধ্যে ম'রে যাবে, মোজেস্ !"—মাঝি বল্‌লে।

—"আমিও কামনা করছি, তুমি নিপাত যাও। সেই গোড়া

থেকে আমি তোমার সঙ্গে আছি, চেংতু। মনে পড়ে, তুমি যখন সেই গর্ত্তটার মধ্যে আহত হ'য়ে পড়েছিলে ?"

—"চুপ্—চুপ্। আমাদের চারজনের সমান অংশ। কি বল তোমরা ?"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"আসল বস্তুটি যখন নেই, তখন সমান কেন আধা-আধি বখরায়ও আপত্তি থাক্‌তে পারে না, কি বল মার্ক !"

মার্ক হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তার হাসির শব্দ জলধারার দুই তীরে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগ্‌ল।

চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। মেঘশূন্য জ্যোৎস্নামাখা পরিষ্কার আকাশ। জলে, পাথরের গায়ে ও ঘুমন্ত বনের চোখে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে।

মার্ক উনুন ধরিয়ে জল গরম ক'রে চায়ের ইট থেকে খানিকটা চা ভেঙে নিয়ে চা তৈরী করতে লাগ্‌ল। চেংতু পাটাতনের নীচ থেকে তলোয়ারখানা বা'র ক'রে নিলে।

মার্ক বল্‌লে—"চেংতু, এদিকে গ্রাম বা লোকালয় বড় একটা দেখি নি। তুমি যে বলেছিলে দুর্দ্দান্ত চীনা আসামীদের চীন-সরকার এদিকে নির্ব্বাসন দেয়, সে জায়গাটি কোথায় ?"

—"আরও উত্তরে—আমুরের ডান ধারে।"

—"এ ধারে যেসব বাসিন্দা থাকে তাদের পেশা কি ?"

—"চামড়া পাট করা। বন থেকে বাঘ, হরিণ, শিয়াল

শিকার ক'রে, তা'রা চামড়া পাট ক'রে বিক্রী করে। এইসব বনে, খিন্‌গাঙের ধারেও প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। সেই কাঠ দিয়ে নৌকো, আরও নানা রকম জিনিস তৈরী করে।...চুপ্‌! ঐ শোন—"

সকলে শুনতে পেল, নিস্তব্ধ বন-গিরি-নদী প্রকম্পিত ক'রে বাঘ ডাকৃছে।

মারুক বল্‌লে—"ঐ হায়েনার অট্টহাসি শোনা যায়। চেংতু, যদি কোন বাঘ সাঁতার কেটে নৌকোয় এসে ওঠে বা যদি এখানে ডাকাতের হাতে পড়ি—"

চেংতু বল্‌লে—"ও-দুটোর কোনটারই আস্‌বার সম্ভাবনা নেই; কেননা এই ঠাণ্ডা জলের স্রোত ঠেলে বাঘ আসতে সাহস করবে না, আর ডাকাতেরা জানে, এসব জায়গায় যারা আসে তারাও ডাকাত।"

মারুক অপটু হাতে যত তাড়াতাড়ি ও যেমন ভাবে পারলে রান্না শেষ করলে। দুপুরের ভাজা মাছ ছিল। সকলে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে গুড়ি-শুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। যে শীত!

চৌদ্দ

তখনও চারদিক ফর্সা হয় নি, একটু অন্ধকার আছে। এমন সময় চেংতু জেগে উঠেই ডাক্‌তে লাগ্‌ল—"ওঠ ওঠ! এই বেলা রওনা হ'তে হবে।"

সকলেই উঠে বস্‌ল। মোজেস্ আজ অনেকটা সুস্থ; কিন্তু দুর্ব্বল। তবুও সে বল্‌লে—"আমি একটু চা তৈরী ক'রে দিই।"

মারুক নৌকো থেকে খুব সাবধানে দ্বীপটার ওপর নেমে নোঙর তুলে আবার নৌকোয় উঠে পড়্‌ল। সে ও চন্দ্রকুমার দাঁড় ধ'রে বস্‌ল; নৌকোও ছেড়ে দিলে।

নদীতে খর স্রোত। মিনিট-কতকের মধ্যেই নৌকো সুংগুরিতে এসে পড়্‌ল। তারপর মাইলখানেক যেতে না-যেতে চার ধার পরিষ্কার হ'য়ে এল। ততক্ষণে একটু বাতাস উঠেছে; কিন্তু তার তেমন জোর নেই। চেংতু তবুও পাল তুলে দিলে এবং তারপর ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই তা'রা আমুরে এসে পড়্‌ল।

চন্দ্রকুমার আনন্দে ব'লে উঠ্‌ল—"অপূর্ব্ব! সুন্দর! চমৎকার! এ রকম দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি।"

দুই তীরে বনাচ্ছন্ন নীল পর্ব্বতমালা, ওপরে মেঘশূন্য রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশ, বনভূমি নব পল্লবে ও ফুলে আলো হ'য়ে আছে। এক সার বুনো হাঁস পাহাড়ের ওপর দিয়ে

সন্-সন্ শব্দে মাঙ্কুরিয়ার দিকে উড়ে যাচ্ছিল; ঐ কালো জলের ওপর দিয়ে তাদের শাদা ছায়া বুলিয়ে গেল।

চেংতু বল্‌লে—"যদি এই রকম হাওয়া থাকে তা হ'লেই রক্ষা। না হ'লে আমাদের গুণ টেনে উজিয়ে যেতে হবে।"

মার্‌ক বল্‌লে—"মিত্র, সংবাদটা শুভ নয়। তবে এখনও কিছুক্ষণ নৌকোয় থাক্‌তে পার্‌ব ব'লে মনে হচ্ছে।"

চেংতু বল্‌লে—"যতদূর সম্ভব দাঁড় টানা যাবে। তারপর ...ঐ দেখ ষ্টীমার আস্‌ছে তার্‌তারি উপসাগর থেকে। নদীটি সেখানেই সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে।"

চন্দ্রকুমার চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বাস্তবিক দৃশ্যখানি বড় অপূর্ব্ব। প্রায় মাইলছুই গিয়ে চন্দ্রকুমার ও মার্‌ক দু'জনেই হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"চমৎকার!"

বাঁ ধারে ছুটি পাহাড়ের একেবারে চূড়া থেকে ছুটি ঝরনা রূপোর ধারার মত আমুরের কালো জলে ঝ'রে পড়্‌ছে। জায়গাটা স্বচ্ছ জলকণায় মেঘলোক ব'লে মনে হচ্ছে। তার ওপর সূর্য্যালোক প'ড়ে রামধনুর সৃষ্টি করছে। তার বিপরীত দিকে, প্রায় নদীর মাঝখানে ছুটি ছোট দ্বীপ। দ্বীপছুটির কূল ঘিরে শাদা বালি—যেন শাদা পাড় বসানো। দ্বীপের মাঝখানটা নানা রঙের ফুলে ভরা। দেখে মনে হচ্ছে, আমুরের কালো জলে ফুলের বিছানা ভাস্‌ছে। আরও কিছুদূর গিয়ে ছোট ছোট উপত্যকা দেখা গেল। উপত্যকাগুলো সরল,

লম্বা ও রসকোমল ঘাসে ঢাকা। যতদূর দেখা যায় কেবল গিরিমালা, সুগভীর বন।

চেংতু বললে—"নদীটা লম্বায় কতখানি জান?—হাজার-তিনেক মাইল হবে। কিন্তু যতখানি চওড়া দেখাচ্ছে, ঠিক সে অনুপাতে গভীর নয়; ওপরদিকে গভীরতা খুবই কম। কিন্তু দৃশ্য এই রকমই সুন্দর। শীতকালে এর ওপর দিয়ে নৌকো চালান যায় না। তখন নদীটা জমে' বরফ হ'য়ে যায়। দু'পাশের এই যে দৃশ্য দেখ্ছ, তখন হ'য়ে যায় একেবারে অন্য রকম। যেদিকে তাকাও শাদা তুষাররাশি—জল, তীরভূমি, উপত্যকা, পাহাড়মালা সব শাদা!"

—"এটা দিয়ে কতদূর ষ্টীমারে যাওয়া যায়?"

—"শিলকার কিছুদূর অবধি। শিলকা নদীর নাম শুনেছ?"

মারুক ও চন্দ্রকুমার ঘাড় নেড়ে জানালে—"হ্যাঁ।"

—"ঐ দেখ খাল, খালটা পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। ঐ দেখ—দেখ—একপাল হরিণ এ পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।"

—"মারুক, এই সময়—" ব'লে চন্দ্রকুমার রাইফেলটা নিয়ে টিপ্ করতে লাগ্ল। কিন্তু গুলি ছুঁড়বার আগেই হরিণের পাল অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এক জায়গায় গিয়ে তাদের মনে হ'ল, তা'রা একটা প্রকাণ্ড হ্রদের মধ্যে এসে পড়েছে। চারধারেই পাহাড়।

এর ভেতর থেকে যেন আর বা'র হবার উপায় নেই। কিন্তু চেংতুর এ পথ জানা। সে নৌকোখানাকে ডানধারে ঘুরিয়ে দিলে। কিছুদূরে গিয়েই দেখা গেল, সাম্‌নে নদীর বাঁক।

আরও খানিকদূর যেতে না যেতে বাতাস হঠাৎ প'ড়ে এল। তখন বেলা দুপুর। মোজেস্ রান্না কর্‌ছিল। একটা পাহাড়ের ছায়ায় নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়া সেরে চেংতু নৌকো ছেড়ে দিলে।

মার্‌ক ও চন্দ্রকুমার দাঁড় টানতে লাগ্‌ল। নৌকো ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। মার্‌ক বল্‌লে—"আমরা কোথা দিয়ে চলেছি জান, মিত্র?"

—"হ্যাঁ, জানি। মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত দিয়ে। আমুরের দুই তীরে দুটি দেশ—সাইবিরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া। মাঞ্চুরিয়ার পর মংগোলিয়া। আমুরের অর্দ্ধেক রুষ-সরকারের, বাকি অর্দ্ধেক এই দুটি দেশের। কিন্তু এর মাঝে এমন একটি জায়গা আছে যেটা কারোই নয়—"

—"ঐ দেখ জেলেরা মাছ ধর্‌ছে।"

ঘণ্টাখানেক দাঁড় টান্‌বার পর দু'জনেই বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ল। এদিকে বেলা গড়িয়ে এসেছে, সূর্য্য পাহাড়ের মাথায় নামে-নামে। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় আবার একটু হাওয়া উঠ্‌ল। দু'চারখানা নৌকো পাল তুলে দিয়েছে। যারা গুণ টেনে যাচ্ছিল, তা'রা গুণ গুটিয়ে নৌকোয় উঠে এল। তা'রাও

পাল তুলে দিলে। কিন্তু হাওয়ার জোর কম, সে জন্যে সন্ধ্যা অবধি তা'রা খুব বেশি দূরে যেতে পার্‌লে না।

চেংতু বল্‌লে—"এদিকটায় যত বদমায়েস-গুণ্ডার আড্ডা। সারা রাতই সকলকে জেগে থাকতে হবে।"

একটি নিরাপদ জায়গা দেখে সে নৌকো ফিরালে। জায়গাটার তিন দিকে পাহাড়—যেন একটা সুরক্ষিত বন্দরের মডেল।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল। প্রখর শীতবোধ হচ্ছে। চারধার নিস্তব্ধ। দূরে যে ঝর্‌নাটি ঝ'রে পড়্‌ছিল, তার একটানা ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ ও আমুরের অশ্রান্ত কল্‌কল্‌-ধ্বনি এক সঙ্গে মিশে গেছে। মোজেস্‌ সুস্থ হ'য়ে উঠায় আর কিছু লাভ না হোক, মার্‌ক ও চন্দ্রকুমার রান্নার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। মোজেস্‌ই সকলের জন্যে চা তৈরী কর্‌লে, রান্না চড়ালে।

চেংতু বল্‌লে—"যদি হাওয়া থাকে, কাল বিকেলের দিকেই আমরা পৌঁছে যাব—"

চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"না হ'লে ?"

—"গুণ টান্‌তে হবে, গুণটানাটা বিশেষ কিছু কঠিন কাজ নয়, তার ওপর খালি নৌকো, বিশেষ পরিশ্রম হবে না।"

পরদিন সকাল থেকেই চারধারে কেমন একটা গুমোট বিরাজমান। চেংতু বল্‌লে—"আজ যা দেখ্‌ছি তাতে শীগ্‌গির আর হাওয়া উঠ্‌বার কোন লক্ষণই নেই—"

মোজেস্ বল্‌লে—"আমার গায়ে এখনও যথেষ্ট বল পাই নি। না হ'লে—"

মার্‌ক বল্‌লে—"মিত্র, তোমার আমার গায়ে যখন বলের কম্‌তি নেই তখন চল—"

তীরে পাথরের ওপর দিয়ে সরু পথ নেয়েদের পায়ে পায়ে গ'ড়ে উঠেছে। পথটা কখন নীচু দিয়ে, কখনও পাথরের ওপর দিয়ে, কখনও পাহাড়ের গা ঘেঁসে, কখনও ঘাসে ঢাকা উপত্যকার কিনারে কিনারে চ'লে গেছে। সিকি মাইল যেতে না-যেতেই মার্‌ক ও চন্দ্রকুমারের গা দিয়ে ঘাম ঝর্‌তে লাগ্‌ল; ঘন ঘন হাঁফ ধর্‌ছে।

মার্‌ক বল্‌লে—"এর চেয়ে দাঁড় টানা সহজ—"

তবুও দু'জনে আরও মাইলখানেক গিয়ে চেংতুকে জানালে, তা'রা আর পার্‌ছে না। তা'রা গুণ গুটিয়ে তখনই নৌকোয় উঠে এল বটে, কিন্তু দাঁড় টানার শক্তিও তখন তাদের কারোই ছিল না। অগত্যা মোজেস্ দাঁড়ে ব'সে আস্তে আস্তে টান্‌তে লাগ্‌ল। সেইটুকু টানে যেটুকু বেগে যাওয়া সম্ভব নৌকোখানা সেই রকমই এগিয়ে চল্‌ল।

এদিকে জল অনেক কম; কিন্তু নদীটা চওড়া। দু'ধারে আবার খালের মত এখানে-ওখানে ঢুকে দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। দ্বীপগুলো নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফুলে ভরা। সাইবিরিয়ার দিকে বিশাল ঢালু ভূমি। তার ওপর মানুষ-সমান উঁচু ঘাসের

বন। এক-একটা বনের শেষ যে কোথায় দেখা যাচ্ছে না; সবুজের শেষে আকাশের নীল মিশে গেছে। ঐ ঘাসের বনে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে বস্‌ছে; বোধ হয় তা'রা ঘাসের বীজ ও পোকা-মাকড় খাচ্ছে। ক্রমে বেলা দুপুর পেরিয়ে বিকেল হ'ল।

চেংতু বল্‌লে—"মেঘ করেছে—"

তা'রা তাকিয়ে দেখে, ধূমল পাহাড়গুলোর মাথায় কালো রঙের মেঘ, তার কোল দিয়ে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। যে রকম সজ্জা—এখনই হয়ত তাণ্ডব সুরু হবে। ঐ তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল।

চেংতু তাড়াতাড়ি কূলের দিকে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিলে। ঐ দেখা যায়, সুদীর্ঘ ঘাসের বন মাড়িয়ে নুইয়ে লুটিয়ে দিয়ে প্রবল ঝড় ছুটে আস্‌ছে। দূরে কোথায় যেন বাজ পড়্‌ল—কড়্‌কড়্‌—গুড়ুম! পর্ব্বতমালা সে ধ্বনি লুফে নিয়ে পরস্পরের হাতে চালান ক'রে দিতে লাগ্‌ল—কড়্‌কড়্‌—গুড়ুম! দিনের আলো নিভে গেল। জল পাহাড় আকাশ এক রঙে মিশে গেছে। যেদিকে তাকাও সব কালো। কেবল আমুরের বুকে যেন লক্ষ ফণী ফণা তুলে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করছে, আর তাদের মুখ দিয়ে বা'র হচ্ছে শাদা ফেনা।

কিন্তু এই তাণ্ডব বেশিক্ষণ থাক্‌ল না। তবুও যখন বৃষ্টি ও বাতাস একেবারে থ'রে এল তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে, মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে।

তা'রা রাতখানা সেখানে কাটিয়ে ভোর হ'তে না-হ'তে আবার নৌকো ছেড়ে দিলে।

আজ বেশ বাতাস আছে। নৌকো পালের জোরে চলেছে। চেংতু হালে ব'সে পাইপ্ টান্‌ছে। এক সময় সে বল্‌লে—"এই আমুরের ধারে এক জাতের মানুষ আছে তা'রা এই গ্রীষ্মকালটা স্যালমন মাছের চামড়ার পোষাক পরে। অনেকের পোষাক আবার বেশ কারুকার্য্য-করা। তাদের প্রধান খাদ্য মাছ। এই নদীটাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তোমরা ষ্টার্‌জন মাছের নাম শুনেছ ?"

মার্‌ক বল্‌লে—"খেয়েছিও।"

—"বটে! এখানকার এক-একটা ষ্টার্‌জন ওজনে দু'মণ-আড়াই-মণ হয়। ঐ দেখ, একটা ষ্টার্‌জন মাছ ধরা পড়েছে। উঃ! কত বড়।"

নৌকো চলেছে। দু'পাশের দৃশ্য সুন্দর ও মহান্। দেখে চন্দ্রকুমার মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

দুপুরের দিকে বাঁ ধারে একটা খাল দেখা গেল। চেংতু তার দিকে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিলে। সরু খাল, দু'পাশে বনাচ্ছন্ন পাহাড়, মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর জলের মধ্য থেকে মাথা তুলে আছে। চেংতু বল্‌লে—"পাল নামাও! দাঁড় টান।"

তা'রা তিনজনে পাল নামিয়ে দাঁড় টান্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে চেংতু ব'লে উঠ্‌ল—"ও কা'র নৌকো ?"

—"কৈ ?"

—"ঐ যে বাঁধা ? চিন্‌তে পেরেছি। শয়তানটা এখানেও এসেছে। মিঃ পথিক, তোমাদের রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হও। কিন্তু ওদের কাউকেই ত নৌকোয় দেখ্‌ছি না। হতভাগা এখানেও এসেছে ? লোভী রাক্ষস।"

তা'রা আরও কাছে গেল, তবুও কারও দেখা পাওয়া গেল না। চেংতু তার নৌকোখানা ডান ধারে একটা কাটলের

নৌকোর খোলটা কেটে ফেল্‌লে

ফাঁকে ঢুকিয়ে রেখে একখানা কুড়ুল নিয়ে সেই ত্যক্ত নৌকোখানার কাছে গিয়ে ভেতরটা তন্ন-তন্ন ক'রে দেখে নিলে। না, কিছু নেই—এমন কি হাল-দাঁড়ও না।

তারপর "এইবার দেখাচ্ছি—" ব'লে কুড়ুল দিয়ে নৌকোর খোলটা কেটে ফেল্‌লে। তৎক্ষণাৎ নৌকোর মধ্যে জল উঠ্‌তে লাগ্‌ল। একটু পরেই নৌকোখানা ডুবে গেল।

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"তোমার নৌকো ডুবিয়ে ও যে এর শোধ নেবে?"

—"কখনও না। তার আগে—" ব'লে চেংতু দাঁত কড়্‌কড়্‌ করতে করতে কুড়ুল দিয়ে অনুপস্থিত শত্রুর উদ্দেশ্যে শূন্যে কোপ মারলে, তারপর আবার বল্‌লে—"চল—শীগ্‌গির চল। এখান থেকে পুরো পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে হবে। শাবল, কুড়ুল, পোষাক, খাদ্য, বিছানা, রাইফেল—যা কিছু আছে—তার মধ্যে যেগুলো বিশেষ আবশ্যক ও নিয়ে যাওয়া যায়, সব নিয়ে চল। ও খনিটা আমার—আমার—"

তা'রা বল্‌লে—"আমরা ত কোন খনির সন্ধানে আসি নি। আমরা চলেছি সাইবিরিয়ার পথে।"

চেংতু বল্‌লে—"সেখানে যাওয়া তোমাদের সাধ্য নয়; আর তোমরা তা যাবেও না। ঐ ত আমুরের ওপারে বিশাল সাইবিরিয়া! চালাকি রাখ, যা তোমাদের মনে আছে সেই মত কাজ কর—"

চন্দ্রকুমাররা একটু হাস্‌লে। তা'রা আর আপত্তির ভান না ক'রে সাধ্যমত যা-কিছু পারলে সঙ্গে নিলে। মার্ক ও চন্দ্রকুমারের মনে তখন বিপুল উৎসাহ।

ঘন-বনাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য ভূমি। এ বন যে কত-কালের কে বল্‌বে? এখানে সচরাচর মানুষের যাতায়াত নেই। যে দু'চারজন অসমসাহসী মানুষ আসে, তা'রাও বেশি দিন থাক্‌তে

পারে না এবং বেশি দূর অগ্রসর হ'তেও পারে না। শীতের সময় এ দিকটা এক রকম দুর্গ হ'য়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশতঃ সাইবিরিয়া যেমন প্রচণ্ড শীতে আচ্ছন্ন থাকে, এ জায়গাটা ততখানি ভয়ানক হয় না।

সাইবিরিয়ায় শীতে মাটি পর্য্যন্ত জমে' কঠিন হ'য়ে যায়; সেখানে যত জলাশয় আছে সব বরফে পরিণত হয়। এই আমুর, দূরে বৈকাল হ্রদ—সব বরফ হ'য়ে যায়।

বনের মধ্য দিয়ে তা'রা অগ্রসর হচ্ছে। তখন গ্রীষ্মকাল। সব গাছেই নতুন পাতা ও ফুল। কোন কোন গাছে ফল ধরেছে। পাতা ও ফুলের রঙে গন্ধে বনভূমি সুন্দর। কেবল বাতাসের মর্ম্মর তান, দু'একটি পাখীর ডাক ছাড়া আর কোথাও কিছু শোনা যাচ্ছে না। মাটিতে পাকা পাইন ফল প'ড়ে ছিল। তাদের পায়ের চাপে সেগুলো ফেটে রক্তের মত রস বেরিয়ে পড়্ছে। চেংতু চলেছে সকলের আগে। তার কাঁধে কুড়ুল, হাতে খোলা তলোয়ার। তার পিছনে রাইফেল-পিঠে মার্ক, তার পিছনে শাবল ও তীর-ধনুক হাতে মোজেস্। সকলের শেষে চন্দ্রকুমার, তারও হাতে রাইফেল। জিনিসপত্র যা পেরেছে সকলেই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়েছে; কিন্তু ট্রাঙ্ক দুটো, কিছু পোষাক এখনও নৌকোয় প'ড়ে আছে। মার্করা তার আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

বনে পথ কোথাও নেই। এখানে পাঁচ বছর আগে চেংতু

যখন এসেছিল তখন যাবার ও আস্‌বার পথে গাছের গায়ে কুড়ুল দিয়ে গভীর চিহ্ন ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু এই পাঁচ বছরে গাছের বৃদ্ধি, তুষার ও বৃষ্টিধারার ঘর্ষণে সে-সব চিহ্ন এক রকম লুপ্তপ্রায়।

চেংতু বহু পরিশ্রম ও চেষ্টায় দু'একটি চিহ্ন উদ্ধার ক'রে সকলকে নিয়ে চলেছে। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে সে বল্‌লে—"একটা ছোট নদী ছিল। নদীটা মিশেছে আমুরে গিয়ে। কিন্তু তার ত কোন সন্ধানই পাচ্ছি না! পথটা কি ভুলে গেলাম? এখন ক'টা বেজেছে?"

চন্দ্রকুমার ঘড়ি দেখে বল্‌লে—"বেলা দশটা।"

মার্ক বল্‌লে—"চুপ। ঐ যে সাম্‌নের ঝোপটার মাঝ দিয়ে কি যেন ছুটে পালাল।"

চেংতু বল্‌লে—"সম্ভবতঃ হরিণ। ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কচি কচি ডাল-পাতা খাচ্ছিল।"

মোজেস্‌ ব'লে উঠ্‌ল—"ঐ শোন ঝর্‌নার শব্দ।"

চেংতু বল্‌লে—"ওটাই সেই নদী—একটা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝর্‌না হ'য়ে ঝ'রে পড়ছে। আমরা ঠিকই এসে পড়েছি। পাহাড়টা এখান থেকে আট মাইল। ঐ ত ঐ গাছটার গুঁড়িতে আমার দেওয়া চিহ্ন, হাতদুই বড় হ'য়ে গেছে—"

তারপর ঘুরে ফিরে সকলে নদীটার তীরে এসে দাঁড়াল। অপ্রশস্ত ও অগভীর ধারা। দুই কূলে বালি। ঝর্‌না কিছুদূর

গিয়ে হাতদশেক নীচে লাফিয়ে প'ড়ে একটি ছোট জলাশয়ের স্থষ্টি ক'রে ডান ধার দিয়ে বনের মধ্যে ছুটে দিয়েছিল।

চেংতু বল্‌লে—"ঐ দেখ, বালির সঙ্গে একটু একটু সোনা।"

চন্দ্রকুমাররা এক এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ছড়িয়ে দিলে। এই যে দু'চারটি স্বর্ণকণা রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে! কিন্তু কণাগুলো এত ছোট যে, ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

মোজেস্ হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল—"ঐ দেখ, বালিতে কয়েকটা পায়ের দাগ—"

চেংতু দাগগুলোর ওপর ঝুঁকে বল্‌লে—"আমরা যেদিকে যাচ্ছি—দাগগুলো ত দেখ্‌ছি সেদিক-পানে গেছে। ঐ যে আরও কতকগুলো দেখা যায় সারি সারি। এই নদীধারা ধ'রেই যেতে হবে—"

স্বচ্ছ জল দেখে চন্দ্রকুমারের ইচ্ছা হচ্ছিল স্নান করে। কিন্তু স্বর্ণের সন্ধান ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের খবর পেয়ে সে খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল। স্নান করা আর হ'ল না।

পনের

—"যে পাহাড়ে আমাদের যাবার কথা, নদীটা এক রকম তা থেকেই নেমে গেছে।"—ব'লে চেংতু একখানা পাথর থেকে আর একখানা পাথরে লাফিয়ে নদীটা পার হ'য়ে গেল।

আর সকলে তার পিছনে আস্‌ছে।

মার্‌ক বল্‌লে—"মিত্র, দেখ্‌ছ এদিকে বন বেশ্ পাতলা। ঐ সাম্‌নে একসার কালো পাহাড়। পাহাড়গুলো আমাদের কাছ থেকে অন্ততঃ তিন মাইল দূর হবে। ওর গায়ে গাছপালা বিশেষ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না ত।"

চন্দ্রকুমার বল্‌লে—"এখন বেলা পাঁচটা। সন্ধ্যার আগে যে ওখানে পৌঁছতে পার্‌ব তা ত মনে হয় না।"

চেংতু বল্‌লে—"সাম্‌নে ঐ যে পাহাড়সারি দেখা যায়, ওটা এখান থেকে পাঁচ মাইল। ওর মধ্যে আরও মাইল-পাঁচেক গেলে তবে সেই জায়গায় পৌঁছতে পার্‌ব।"

কিন্তু মাইলখানেক যেতে না-যেতে সূর্য্য ডুবে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বনের তলায় গাঢ় অন্ধকার নেমে এল। নদীটা এবার তাদের বাঁ-ধারে পড়েছে। কিছুদূরে খানকয়েক বড় বড় পাথর এমন ভাবে গায়ে গায়ে সাজানো ছিল যে, তাদের মধ্যে বেশ একটি ঘরের মত তৈরী হয়েছে।

সকলে গিয়ে তার মধ্যে ঢুক্‌ল। চেংতু ও মোজেস্ চার ধার থেকে শুক্‌নো ডাল-পালা জড় ক'রে আগুন জ্বাল্‌লে।

চেংতু বল্‌লে—"এখানে রাত্তের বেলা অতিথির সমাগম হ'তে পারে। বাঘ, হায়েনা, নেকৃড়ে এ বনে মহাসুখে ঘুরে বেড়ায়।"

মারুক বল্‌লে—"ঐ শোন শিয়ালের দল সমস্বরে রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোষণা কর্‌ছে!"

চেংতু বল্‌লে—"মোজেস্, এই বেলা জল এনে ঐ আগুনে ভাত রেঁধে নাও।"

মোজেস্ অবশ্য তারও বেশি কিছু কর্‌লে। সে হাঁড়ি ও কেট্‌লী ভর্ত্তি জল এনে চা তৈরী ক'রে, ভাত চড়িয়ে দিলে।

রাতটা এক রকম আধ-ঘুমের মধ্যে কেটে গেল। ভোর হ'তেই এক এক মগ চা খেয়ে তা'রা বেরিয়ে পড়্‌ল।

নদীটাকে বাঁ দিকে রেখে তা'রা ঘুরে ফিরে চলেছে। এক এক জায়গায় গাছের দু'একটি ডাল সদ্য-ভাঙা বা কাটা। একখানা পাথরের ওপর একটা চুরুটের দগ্ধ অংশ পড়ে ছিল। চেংতু সেটা তুলে নিয়ে বল্‌লে—"এই দেখ। ওরা যে দু'এক দিন আগে এপথ দিয়ে গেছে, এইগুলো তার প্রমাণ।"

দুপুরের দিকে তা'রা পাহাড়গুলোর তলায় পৌছে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর্‌লে; তারপর রান্না-খাওয়া সেরে যখন আবার রওনা হ'ল, তখন বেলা তিনটে।

চার ধারে পাহাড়। পাথরগুলোর চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এগুলো আগ্নেয় পাহাড়। মাঝে মাঝে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ছোট ছোট পাথরের টুক্রো এধারে ওধারে প'ড়ে আছে। চন্দ্রকুমার কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে নিলে। তার প্রথমটা মনে হয়েছিল পাথরগুলো দামী, কিন্তু দামী পাথর যেমন আলো প্রতিফলিত করে ও উজ্জ্বল হয়, এগুলো সে রকম নয়, কেবল কাচের মত স্বচ্ছ। আর এক জায়গায় কতকগুলো রঙীন পাথরের টুক্রো প'ড়ে ছিল। মারক সেগুলো কুড়িয়ে নিলে।

সাম্‌নে এক জায়গায় একরাশ বালি-পাথর জমা হ'য়ে আছে। জায়গাটার এক পাশে একটি আধশুক্‌নো জলাশয়। চেংতু একখানা বালি-পাথর তুলে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লে—"এই দেখ সোনার দাগ—"

সকলে দেখ্‌লে, পাথরখানার গায়ে একটু একটু সোনালী ছিট্। চেংতু আরও খানকয়েক পাথর তুলে পরীক্ষা ক'রে থলেয় পুর্‌লে।

বেলা ক্রমে শেষ হ'য়ে এসেছে। তাদের সাম্‌নে পাহাড়ের ছায়া পড়্‌ল।

চেংতু বল্‌লে—"ঐ যে আমাদের সাম্‌নে পাহাড়ের সারি কিন্তু ওখানে পৌঁছতে সন্ধ্যা উত্‌রে যাবে।"

মারক বল্‌লে—"সন্ধ্যার পর ওখানে না পৌঁছে এইখানেই··

ওই দেখ—দেখ—কা'রা যেন সাম্‌নের পাহাড়ের ওপর থেকে নাম্‌ছে—"

—"কৈ ?"

—"ঐ যে !"

সকলে দেখ্‌লে, সত্যই একদল লোক সাম্‌নের পাহাড়টার ওপর থেকে নেমে যাচ্ছে। লোকগুলোকে দেখাচ্ছে পুতুলের মত ছোট।

চেংতু বল্‌লে—"শীগ গির ঐ পাথরগুলোর আড়ালে স'রে দাঁড়াও।"

এক ধারে প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছিল। সকলে তাড়াতাড়ি তার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

চেংতু গলা বাড়িয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—"ওরা ওধারে চ'লে গেল! নিশ্চয় আমার শত্রুরা। বোধ হয় জায়গাটির এখনও সন্ধান পায় নি, চারধারে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার পর যদি আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারি—"

চন্দ্রকুমার ব'লে উঠ্‌ল—"তোমার প্রস্তাব উত্তম। আমি প্রস্তুত।...মারুক, তুমি ?"

—"তুমি গেলে আমিই বা না যাব কেন ? মোজেস্, তুমি ?"

মোজেস্ উত্তরে শুধু হাস্‌লে।

বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে, শুক্লা নবমীর চাঁদ। নীচে ছায়া ও জ্যোৎস্না। নদীর জলে, নতুন পাতায়, পাথরের গায়ে

মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে। চেংতুর তীক্ষ্ণধার তলোয়ার, মারুক ও চন্দ্রকুমারের রাইফেলের নল, মোজেসের তীরের উজ্জ্বল ফলা ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছে।

যেতে যেতে চেংতু বল্‌লে—"যে আগে গিয়ে জায়গাটা দখল করতে পার্‌বে সে হবে মালিক। এখানকার অলিখিত নিয়ম এই। আমার মনে হয়, ওরা এখনও খুঁজে পায় নি। ঐ দেখ আগুন জ্বল্‌ছে। চল—চল—"

এদিকে গাছপালা খুবই অল্প। পাথরগুলো ও পাহাড়ের গা বিশেষ ঢালু নয়। সেইজন্য তাদের চল্‌তে কষ্ট হ'ল না।

মারুক এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে বল্‌লে—"আমরা পথ ভুলি নি ত ? নদী কই ?"

চেংতু বল্‌লে—"আরও বাঁয়ে ঐ বনের মধ্যে। আমি ঠিকই যাচ্ছি—খুব সাবধানে এস। বন্দুকে গুলি ভ'রে নাও। এদিকে আর একটি নিয়ম আছে—শত্রু দেখ্‌লেই বধ করা।"

মারুক বল্‌লে—"মিত্র, হুঁসিয়ার !"

চেংতু বল্‌লে—"চুপ্‌—একেবারে মরার মত চুপ্‌—"

সকলে চুপ্‌চাপ্‌ চল্‌তে লাগ্‌ল। তাদের পায়ের শব্দ, বনের মর্ম্মরতান ও ঝিঁঝির একটানা সুর ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। দূরে কোথায় কয়েকটা বুনো কুকুর হঠাৎ ডেকে উঠ্‌ল। সেই সঙ্গে শোনা গেল বন্দুকের শব্দ। শব্দটা বহুক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল।

ঐ যে সাম্‌নে আগুন জ্বলছে। ঐ কে আগুনের সাম্‌নে দিয়ে স'রে গেল।

চেংতু খাটো গলায় ব'লে উঠ্‌ল—"সর্ব্বনাশ! এই ত সেই জায়গা। ঐ যে ওরা—ঐ—ঐ—"

মারক ও চন্দ্রকুমার দেখ্‌লে, আগুনের ধারে জন চার-পাঁচ লোক। মোজেস্ ইতিমধ্যে হাঁটু গেড়ে ব'সে সকলের অলক্ষিতে

ধনুকে তীর যোজনা ক'রে তীরটি ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে টং ক'রে একটি শব্দ হ'ল; শিস্ দিয়ে তীর ছুটে চল্‌ল। মুহূর্ত্ত পরে আগুনের ধার থেকে উঠ্‌ল আর্ত্তনাদ। ঐ যে ওরা শুয়ে পড়েছে।

চেংতু বল্‌লে—"চল—শীগ্‌গির—"

সে মাথার ওপর তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সকলের আগে এগিয়ে চল্‌ল। সাম্‌নে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার

ওধারে আগুন জ্বলছে। আগুনের চারধারে তা'রা শুয়ে। তাদের ও চেংতুদের মধ্যে ব্যবধান তখন বিশ হাতের বেশি হবে না।

হঠাৎ দুম্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। তারপরই প'ড়ে গেল মারক। চন্দ্রকুমার সেদিকে লক্ষ্যও না ক'রে হাঁটু গেড়ে ব'সে গুলি করলে পর পর দুটো। তারপরই তারও কাঁধে একটা গুলি লাগল। ঐ যে চেংতু ছুটে চলেছে। চন্দ্রকুমার নিমেষের জন্য দেখলে, চেংতু সেখানে গিয়ে পড়তেই একজন স্প্রীংএর মত উঠে দাঁড়াল। তারপর কি হ'ল, কে বাঁচল, কে মরল, তার দেখবার উৎসাহ রইল না। এমন কি মারকের কথাও সে ভুলে গেল।

সে কতক্ষণ এভাবে ছিল জানে না। একটা পাশ তার অবশ হ'য়ে গেছে ; তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে পড়ল, কোমরে জলের বোতলটা আছে। কিন্তু সেটাকে খুলে যে মুখে তুলবে সে শক্তিও তার নেই। এবার তার হঠাৎ মনে পড়ল মারকের কথা। সে ত তার আগেই আহত হ'য়ে প'ড়ে গেছে এখনও বেঁচে আছে কি ?

সে ডাকলে—"মারক—"

"—হ্যাঁ—এই যে।"—ব'লে মারক তার সাম্‌নে গিয়ে

চন্দ্রকুমার মারকের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলে যে হাতখানা রুমাল দিয়ে বাঁধা ও গলায় ঝুলছে।

মার্ক জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাও ?"

—"জল—চেংতুরা কোথায় ? মোজেস্ কৈ ?"

মার্ক নিজের জলের বোতলটা চন্দ্রকুমারের মুখে তুলে দিয়ে বললে—"চেংতু আর আমাদের সেই রহস্যময় লোকটা রক্তাক্তদেহে আগুনে পুড়ছে। ও পক্ষের আরও দু'জন মারা গেছে। একজন এখনও মরে নি, কিন্তু ম'রে যাবে—পেটে গুলি লেগেছে। আর মোজেস্ তোমার পাশে স্থির হ'য়ে প'ড়ে আছে। তুমি কেমন আছ ?"

—"তোমার হাতের কোথায় গুলি লেগেছে ?"

—"কনুইতে। কিন্তু তুমি কেমন আছ ?"

—"আমার ডান কাঁধটা অবশ হ'য়ে গেছে। মার্ক, আমি বোধ হয় আর বাঁচ্ব না।"

—"ও ভয় নেই। দেখা যাচ্ছে এখানকার স্বর্ণরাশি আমাদের ভাগ্যে নেই। অন্ততঃ এখন নয়। তুমি চুপচাপ্ শুয়ে থাক। এই শ্মশানে এখনই আগুন জ্বালা দরকার, না [illegible]'লে সারারাত উৎপাত ভোগ করতে হবে। দেখি, আমি [illegible] পারি ওদের ওখান থেকে কাঠ ও আগুন এনে জ্বালি। [illegible]র ভোর হ'লে দু'জনে আমুরের দিকে চ'লে যাব—"

—"লাভ কি ? নৌকো ত বেয়ে যেতে পার্ব না।"

—"তার দরকার নেই। নৌকোখানা যদি থাকে, তা তা'তে উঠে প'ড়ে ছেড়ে দেব। নৌকো আমুরের

স্রোতে ভেসে চল্‌বে। দুটি আহত পথিককে কি কেউ সাহায্য করবে না? আমি এখনই আস্‌ছি—"

মারক আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব কাঠ ও আগুন এনে জ্বালিয়ে দিলে।

কিন্তু সারারাত দু'জনে যন্ত্রণা, শীত ও হিংস্র জন্তুর ভয়ে একবারও চোখের পাতা বন্ধ করতে পারলে না। যে লোকটার পেটে গুলি লেগেছিল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে ভোরের দিকে মারা গেল। তারপর একটু আলো ফুটলে দু'জনে ধীরে ধীরে আমুরের দিকে যাত্রা করলে।

কিছুদূর গিয়ে চন্দ্রকুমার একখানা পাথরের উপর ক্লান্তিভরে ব'সে পড়্‌ল। সেখান থেকে দু'জনে ফিরে দেখ্‌লে মাথার ওপর একপাল চীল ও শকুন ঘুর্‌ছে, ঐ যে গোটাকয়েক শিয়াল মৃতদেহগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে।

মারক বল্‌লে—"ওঠ—"

সে চন্দ্রকুমারকে এক হাতে জড়িয়ে ধ'রে ধীরে আমুরের দিকে চল্‌তে লাগ্‌ল।

সমাপ্ত

—এই লেখকের লেখা—

সিংহের থাবা	...	১৲
পাঁচ শিকারী	...	১।০
সীমান্ত পারে	...	১৸০
মধুমতীর বাঁকে	...	১।০
ডাকাতের ডুলি	...	১।০
বাগ্‌দী ডাকাত	...	২৲
ভোম্বোল সর্দ্দার	...	১॥০
চীনের রূপকথা	...	২৲
শয়তানের জাল	...	২৲
বিজ্ঞানী ও বীজাণু	...	॥৵০
আফ্রিকার জঙ্গলে	...	১৲
ছোটদের বেতালের গল্প	...	৩৲

আশুতোষ লাইব্রেরী

কলিকাতা :: এলাহাবাদ :: ঢাকা